সবা প্রকাশনা

কিশোর থ্রিলার

অয়ন-জিমি ভলিউম

ভিক্টোরিয়ার হীরে

রেলগাড়ি ঝমাঝম

হ্যারোভিলের রহস্য

ইসমাইল আরমান

bangla book's direct link

Bangla Book's Direct Link

কিশোর থ্রিলার

অয়ন-জিমি ভলিউম ২

তিনটি বই একত্রে

ইসমাইল আরমান

ভিক্টোরিয়ার হীরে

ছ'টা হীরে বসানো অ্যান্টিক এক নেকলেস, দাম নয় লাখ ডলার!
সবার চোখের সামনে থেকে চুরি হয়ে গেল ওটা।
ঘটনাটা ঘটেছে বান্ধবী রিয়ার জন্মদিনে, ওখানেই হাজির অয়ন-জিমি।
হাত পা গুটিয়ে কি আর বসে থাকে ওরা? নেমে পড়ল রহস্য সমাধানে।

রেলগাড়ি ঝমাঝম

জিমির বাবা-মায়ের সঙ্গে ট্রেনে চেপে ডেনভারে যাচ্ছে
অয়ন-জিমি। পথে পরিচয় হলো মিসেস ডেইজি মুনরোর সঙ্গে।
ঘটতে শুরু করল রহস্যময় ঘটনা।
কে ক্ষতি করতে চায় তাঁর? কেন?

হ্যারোভিলের রহস্য

নেভাদার এক ছোট্ট শহর হ্যারোভিলে বেড়াতে গেছে
অয়ন, জিমি আর রিয়া। একের পর এক চুরি, ডাকাতি আর অগ্নিকাণ্ডে
দিশেহারা সেখানকার মানুষ। শুধু তা-ই নয়, ওখানে রয়েছে
ভৌতিক এক টানেল—সেখানে ঘুরে বেড়ায় একদল চিনা শ্রমিকের
প্রেতাত্মা। তদন্তে নেমেই মহাবিপদে পড়ে গেল গোয়েন্দারা।
শুরু হলো ভূত-প্রেত আর মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই। তারপর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কিশোর থ্রিলার

ভিক্টোরিয়ার হীরে

রেলগাড়ি ঝমাঝম

হ্যারোভিলের রহস্য

ইসমাইল আরমান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1674-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্বঃ লেখকের

প্রথম প্রকাশঃ ২০১২

প্রচ্ছদঃ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারীঃ শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিংঃ বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইলঃ ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্সঃ ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইলঃ ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইলঃ ০১৭১৮-১৯০২০৩

VICTORIAR HEERE
RAILGADI JHAMA JHAM
HAROVILLER ROHOSHYO
By: Ismail Arman

তিয়াত্তর টাকা

ভিক্টোরিয়ার হীরে : ৫–৪৪
রেলগাড়ি ঝমাঝম : ৪৫–৭৩
হ্যারোভিলের রহস্য : ৭৪–২৩৯

এই লেখকের অন্যান্য বই

অয়ন-জিমি সিরিজ

কালকুক্ষি, সাবাস অয়ন সাবাস জিমি, কালো মেঘ, হারানো শুশুক, মাঞ্চুরিয়ান মুখোশ, কিংবদন্তী, প্রাসাদবাড়ির রহস্য, বিপদের ছয়টি আঙুল, পাথরপিশাচ

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

পার্ল মেইডেন, দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট, মিস্টার মিসন'স উইল, দ্য ব্রেদ্‌রেন, মাইওয়ার প্রতিশোধ

ব্রাম স্টোকার

দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস, লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আ স্টাডি ইন স্কারলেট

রাফায়েল সাবাতিনি

দ্য সি-হক

গল্প-সংকলন

একবারই ফাঁসি হয়

ওয়েস্টার্ন

মুক্ত বাতাস, দেশান্তর

স্ক্যান-এডিটিং: মহিদুল ইসলাম নোমান
ফেসবুক গ্রুপ
bangla book's direct link
এর সৌজন্যে নির্মিত

ভিক্টোরিয়ার হীরে

এক

'কী হে, গোয়েন্দারা, কী করছ বসে বসে?'

টিফিন পিরিয়ডে মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিল অয়ন আর জিমি, সঙ্গে আরও কয়েকজন। হঠাৎ করে এসে হাজির হয়েছে ভিক্টোরিয়া ওয়েস্টমোর। কথাটা বলেছে সে-ই।

'দেখো রিয়া,' বিরক্তকণ্ঠে বলল জিমি পারকার। 'সবসময় ফাজলামি ভাল লাগে না।'

'ফাজলামি করলাম কোথায়?'

'গোয়েন্দা-গোয়েন্দা করছ কেন, অ্যাঁ?'

'সে কী! গোয়েন্দাকে গোয়েন্দা বললে দোষ কোথায়? নাকি পাবদা-পুঁটি বলব?'

'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি,' জিমি রেগে যাচ্ছে। 'আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে।'

'স্বীকার করি,' বলল রিয়া। 'কিন্তু আমার দোষটা কোথায়, শুনি?'

'গোয়েন্দারা কখনও নিজেদের গোয়েন্দা বলে পরিচয় দেয় না,' মুখ খুলল অয়ন। 'পরিচয়টা যত বেশি চেপে রাখা যায়, ততই ভাল।'

'এখানে তো সবাই জানে,' রিয়া বলল। 'চেপে রাখার দরকারটা কী?'

'অভ্যাসের জন্য। যাতে মুখ ফসকে অন্য কোথাও বলে না

ফেলো।'

'ঘাট হয়েছে, বাবা! মাফ চাচ্ছি।'

'করা গেল। তা তুমিই বা এখানে কী করছ? খেজুরে আলাপের জন্য এসেছ?'

'আমাকে দেখে খেজুরে আলাপের মানুষ মনে হচ্ছে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রিয়া।

'না, মনে হচ্ছে নারকেল আলাপের মানুষ। খেজুর বড্ড ছোট হয়ে যায়, তোমার মত এত কথা গোটা স্কুলে কেউ বলতে পারে কি না সন্দেহ!'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল ছেলেরা।

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল রিয়া। 'ফাজলামি হচ্ছে! আমাকে খেপিয়ো না, অয়ন হোসেন। লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে।'

'সরি, সরি!' দাঁত দিয়ে জিভ কাটল অয়ন। 'দুষ্টুমি করছিলাম; এতটা সিরিয়াস হয়ে যাবে, ভাবিনি। বসো ওখানটায়।'

মাটিতে বসে পড়ল রিয়া। বলল, 'এসব দুষ্টুমি আমার একদম পছন্দ নয়।'

'বেশ তো! তা, কী ব্যাপার? কিছু বলতে এসেছিলে?'

'তোমাদের দাওয়াত দিতে এসেছি।'

'দাওয়াত!' জিমি অবাক! 'কীসের দাওয়াত?'

'আজ আমার জন্মদিন,' বলল রিয়া। 'আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে পার্টি আছে, তোমরা সবাই আসবে।'

'হ্যাপি বার্থডে!' অভিনন্দন জানাল অয়ন।

'থ্যাঙ্ক ইউ!'

'তবে পার্টিতে আসতে পারছি না।'

'মানে?'

'সন্ধ্যায় কাজ আছে। আমাদের ক্লাবের মিটিং আছে।'

'মিটিং-ফিটিং পরে করলেও চলবে। পার্টিতে তোমরা আসছ। ক্লাসের সবাই-ই যাবে।'

'কিন্তু...'

'আবার কথা বলছ!' চোখ রাঙাল রিয়া। 'আমার মুখের উপর কেউ যদি না বলে, আমার মাথায় রক্তে চড়ে যায়। জন্মের শত্রুতা বেধে যাবে কিন্তু!'

'সেরেছে!'

'কী, আসছ তো?'

'বুদ্ধিমান কোনও মানুষ তোমার সঙ্গে যেচে শত্রুতা করতে চায়?'

'ভেরি গুড। সন্ধে সাতটায় রেডি থেকো, গাড়ি পাঠিয়ে দেব।'

'শিয়োর!'

চলে গেল রিয়া। জিমি অয়নকে বলল, 'মিছে কথা বললি কেন? সন্ধ্যায় আবার মিটিং কীসের?'

'ঠিকই তো! আরেকটু হলেই পার্টিটা মিস হয়ে যেত,' বলল ভোজনরসিক ভিক্টর জেমস। 'পার্টি আমার খুবই ভাল লাগে। প্রচুর খানা-পিনা হয় তো!'

হেসে উঠল অয়ন। বলল, 'দেখতে চাইছিলাম কতটুকু আন্তরিক মেয়েটা। তা ছাড়া বললেই রাজি হয়ে গেলে আমাদের দাম থাকত কোনও?'

'যা হোক, এখন তো যাচ্ছি। নাকি?'

'অবশ্যই। রেডি থেকো সবাই। ভুলে যেয়ো না, কোটিপতির বাড়িতে যাচ্ছি আমরা!'

সময়মতই গাড়ি চলে এল। রাজকীয় মডেলের এক মার্সিডিজ। দেখে চোখ ট্যারা হয়ে যাবার উপক্রম। ওয়েস্টমোর ম্যানশনে পৌঁছে বিস্ময় আরও বাড়ল। বাড়ি তো নয়, আলিশান এক প্রাসাদ। সামনে বিশাল বাগান। মাঝে মার্বেল পাথরের তৈরি একটা ফোয়ারাও আছে। পানিতে রঙবেরঙের আলো খেলা করছে।

গাড়িবারান্দায় ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল রিয়া। ওরা মার্সিডিজ থেকে নামতেই এসে স্বাগত জানাল। ঝলমলে একটা পোশাক পরেছে সে—দাম কত কে জানে।

'খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে,' মন্তব্য করল অয়ন।

'থ্যাঙ্কস,' মিষ্টি করে হাসল রিয়া।

'ডাইনির মত,' টুক করে খোঁচা লাগাল জিমি।

'কী!' গরম চোখে তাকাল রিয়া।

'থাক, থাক!' হাত তুলে বলল অয়ন। 'জন্মদিনে রাগারাগি করতে নেই। সারা বছর রাগারাগি করবে তা হলে।'

'এ-রকম আজব কথা কোথায় পেলে?'

'মহাকবি হোমার বলেছেন।'

'চাপা, না? হোমার আবার কবে বলেছে?'

'আহ্‌হা, বলেনি। বলতেও তো পারত! চলো, ভিতরে যাই। তোমার সঙ্গে মশকরাও করা যায় না। বিরাট মুসিবত দেখছি।'

বিশাল একটা হলঘরে এসে ঢুকল ওরা। সিলিং থেকে বিশাল বিশাল, ঝাড়বাতি ঝুলছে, মেঝেতে নরম গালিচা। একেকটা সোফা দেখলে সিংহাসনের মত মনে হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের ভিড়ে হলঘর ভরে গেছে। ঘরের মাঝখানে পাঁচ ধাপঅলা বিশাল একটা কেক দেখা গেল।

'বাপ রে,' বলল ভিক্টর। 'কত্তো বড় কেক!'

হেসে উঠল রিয়া। বলল, 'তুমি আর মানুষ হলে না! এতকিছু থাকতে শুধু কেকই চোখে পড়ল?'

চটাস করে ভিক্টরের মাথায় চাঁটি মারল জিমি।

'পেটুক কোথাকার!'

রিয়া বলল, 'থাক, মেরে কাজ নেই। চলো, তোমাদেরকে বাবা-মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

হলঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস্টার ভিনসেন্ট ওয়েস্টমোর আর মিসেস ওয়েস্টমোর। রিয়া ওদের সেদিকে নিয়ে

গেল।

'বাবা,' বলল ও। 'এরা আমার বন্ধু—অয়ন, জিমি, ভিক্টর, পল, হ্যারি।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বললেন মি. ওয়েস্টমোর। তোমাদের কথা অনেক শুনেছি। বিশেষ করে অয়ন আর জিমি—তোমাদের প্রশংসায় রিয়া তো পঞ্চমুখ!'

'তাই নাকি!' জিমি বলল। 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'অবিশ্বাস্য তো বটেই! আগে ছেলেদের সহ্যই করতে পারত না। আজকাল দেখছি উল্টো কাণ্ড—জন্মদিনের পার্টিতেও দাওয়াত দিচ্ছে!'

'বিষ না খাইয়ে দিলেই হলো,' বিড়বিড় করল জিমি।

'কী!' রিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

হেসে উঠল সবাই। অয়ন বলল, 'ও কিছু না, আঙ্কেল। ওর ভুল ধারণা ভেঙে গেছে তো, তাই বদলে গেছে।'

'হ্যাঁ, সেই পোড়ো বাড়ির ঘটনাটা!' বললেন মি. ওয়েস্টমোর। 'তোমাদের অভিনন্দন জানানো হয়নি।'

'কী শুরু করলে তোমরা?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রিয়া। 'পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছ। বাবা, আমার গিফট কোথায়?'

'উঁহুঁ, এক্ষুণি দেয়া যাবে না,' হেসে বললেন মি. ওয়েস্টমোর। 'আরেকটু অপেক্ষা করো। গেস্টরা সবাই আসুক, তারপর দেব।'

'কিন্তু জিনিসটা কী?'

'তাও বলা যাবে না, টপ সিক্রেট। একটা সারপ্রাইজ আছে তোমার জন্যে। যাও এখন, বন্ধুদের নিয়ে এনজয় করো। যথাসময়ে গিফট পাবে।'

'ঠিক আছে,' বলে উল্টো ঘুরল রিয়া। ওর পিছু নিল ছেলেরা।

'আজকাল তা হলে প্রশংসাও করা হচ্ছে!' ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল জিমি।

'মিথ্যে কথা!' ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রিয়া। 'তোমাদের

প্রশংসা করব আমি? বয়েই গেছে!'

'তা তো বটেই!' বিজ্ঞের মত বলল অয়ন। 'আচ্ছা, আমাদের যদি পছন্দই না করো, তা হলে দাওয়াত দিলে কেন?'

'যদি বলি, একটা কেস দিতে?' দুষ্টু হাসি খেলে গেল রিয়ার ঠোঁটে।

'তামাশা করছ?'

'না, আমি সিরিয়াস।'

'তোমার কেস নিতে আমাদের বয়েই গেছে!' ভেঙচি কাটল জিমি।

'নাকি ভয় পাচ্ছ?'

'ফালতু কথা বলবে না, রিয়া। আমরা ভয় পাই না।'

'প্রমাণ করো!'

'কেসটা কী?' জানতে চাইল অয়ন।

'খুব সহজ। তবে সময় বড্ড কম। এই... মিনিট পনেরো পাবে। বাবা আমার জন্যে কী গিফট এনেছে, জেনে দিতে হবে।'

'এটা কোনও ব্যাপার হলো?' ফস করে বলল হ্যারি।

'তা হলে করেই দেখাও!' বলল রিয়া। 'পনেরো মিনিট... মনে থাকে যেন! আমি আমার বান্ধবীদের কাছে যাচ্ছি।'

চলে গেল রিয়া। চিন্তিত গলায় অয়ন বলল, 'মাত্র পনেরো মিনিট... কাজটা একটু অসম্ভবই বটে!'

দুই

'এর মধ্যে অসম্ভবের কী আছে?' বিস্মিত গলায় বলল পল অ্যাডামস। 'তুমি তো কথা বলায় ওস্তাদ, অয়ন। মি. ওয়েস্টমোরকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে জেনে নাও না!'

'বলবেন কি না কে জানে?' বলল অয়ন। 'তা ছাড়া ওভাবে কথা আদায় করাটা বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যায়, রিয়াকে বলে দিতে হবে কিনা!'

'তা হলে?'

'মাথা খাটিয়ে দেখা যাক। এতে মজাও আছে।'

'তা হলেই হয়েছে!' বলল জিমি। 'মেয়েটার সামনে বেইজ্জতি না হতে হয়! পরে খেপিয়ে মারবে।'

'ফালতু কথা বলিস না!' চোখ রাঙাল অয়ন। 'আয় ভেবে দেখি, জিনিসটা কী হতে পারে।'

'মাথায় কিছুই খেলছে না। ভাবাভাবিটা তুই-ই কর।'

'ওকে। মাত্র পনেরো মিনিট যখন বাকি, উপহারটা রিয়ার বাবা কাছাকাছিই কোথাও রেখেছেন। কথা হচ্ছে, কোথায়?'

'কোথায়?'

'কেউ কোনও উপহারের বাক্স দেখতে পাচ্ছ?'

'তা তো দেখছিই,' বলল ভিক্টর। 'মেইন এন্ট্রান্সের পাশে অনেক গিফট পড়ে আছে, কিন্তু ওগুলো তো গেস্টদের আনা।'

'তারমানে জিনিসটা মি. ওয়েস্টমোরের পকেটেই আছে।

পকেটে রাখার মত ছোট গিফট কী হতে পারে? জিনিসটা নিশ্চয়ই দামি হবে।'

'কোনও ধরনের অলঙ্কার?' পট করে বলল হ্যারি।

'সাবাস!' বলল অয়ন। 'অলঙ্কারই হবে। কিন্তু কী ধরনের অলঙ্কার?'

'তা কী করে বলব?'

কী যেন ভাবল অয়ন। চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, 'আরে! মি. ব্লেক না?'

'কার কথা বলছিস?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল জিমি।

হলঘরের একপ্রান্তে বয়স্ক একজন ভদ্রলোক গল্প করছেন। তাঁকে ইঙ্গিত করে অয়ন বলল, 'অ্যাণ্ড্রু ব্লেক। লস অ্যাঞ্জেলেসের সবচেয়ে বড় জুয়েলারি দোকানের মালিক।'

'সঙ্গে ওটা কে?' অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী লোকটাকে দেখিয়ে বলল হ্যারি।

'রিয়ার পুলিশ মামা—লেফটেন্যান্ট জন করবিন,' বলল জিমি। 'সেদিন স্কুলে এসেছিল, পরিচয় হয়েছে।'

'হুঁ,' অয়ন বলল। 'রিয়ার বাবার মত লোক জুয়েলারি কিনলে ব্লেকের দোকান থেকেই কিনবেন। মনে হচ্ছে একটা সূত্র পাওয়া গেল।'

'এবার?'

'এবার শুরু হবে আমার কথার খেলা,' হাসল অয়ন। 'তোমরা সবাই আমাকে শুধু সায় দিয়ে যাবে, ওকে?'

'ওকে!'

'চলো এগোই।'

রিয়ার মামা ইতোমধ্যে সরে গেছেন, জুয়েলারি দোকান মালিককে গিয়ে পাকড়াও করল ওরা।

'হ্যালো, মি. ব্লেক! কেমন আছেন?' পরিচিত ভঙ্গিতে বলল অয়ন।

'তোমরা...' মি. ব্লেক বিভ্রান্ত।

'আমরা সবাই রিয়ার বন্ধু। আমার নাম অয়ন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'আমরাও। আপনার সঙ্গে গল্প করলে অসুবিধে আছে?'

'না, না, অসুবিধে কীসের?'

'থ্যাঙ্কস,' এবার গলা নামিয়ে ফেলল অয়ন। 'একটা বিষয়ে আমাদের ভীষণ কৌতূহল। রিয়ার জন্য মি. ওয়েস্টমোর যে-জুয়েলারিটা কিনেছেন, ওটার দাম কি বাড়াবাড়ি ধরনের বেশি নয়?'

'জুয়েলারির কথা কে বলল তোমাদের?' মি. ব্লেক চমকে উঠলেন।

'আঙ্কেলই বলেছেন, গোপনে!' হাসল অয়ন। 'আমরা সবাই জানি, রিয়া বাদে।'

'তা-ই বলো,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মি. ব্লেক।

'কিন্তু দামটা বড্ড বেশি হয়ে গেল না?'

'কী-যে বলো! সপ্তদশ শতাব্দীর একটা অ্যান্টিক নেকলেস, তার ওপর হীরের তৈরি—নয় লাখ ডলার তো কমই বলা যায়। এ-সবের দামের ব্যাপারে তোমার বোধহয় ধারণা নেই।'

মুচকি হাসল অয়ন—কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে। বলল, 'ক'টা হীরে যেন আছে ওটায়?'

বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেননি মি. ব্লেক। বললেন, 'ছয়টা। একেকটার দামই লাখ ডলারের কাছাকাছি। বাকিটা অ্যান্টিক ভ্যালু।'

'হুঁ! মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক। দামটা খুব বেশি নয়। আচ্ছা, আসি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

খানিকটা দূরে এসে হাসিতে ফেটে পড়ল ছেলেরা। ভিক্টর বলল, 'তোমার আসলে সিনেমায় নামা উচিত, অয়ন! এমন অভিনয় করতে পারো!'

একটু পরেই রিয়া এসে হাজির। জিজ্ঞেস করল, 'কী, পেরেছ জানতে? পার্টি কিন্তু এক্ষুণি শুরু হয়ে যাবে!'

'কী মনে হয়?' ভুরু নাচাল জিমি, মিটিমিটি হাসছে।

'ভ্যাবলার মত হাসছ কেন? কাজ হয়নি সোজা বলে দিলেই হয়।'

'কী!' জিমি রেগে গেল। 'আমার হাসি ভ্যাবলার মত?'

'তুমি একটা ভ্যাবলা—হাসি তো ওরকমই হবে।'

'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!'

'আহ, থাম তো!' বিরক্ত কণ্ঠে বাধা দিল অয়ন। 'তোদের এই দা-কুমড়ো সম্পর্ক নিয়ে মহাবিপদ হলো দেখছি। যাক গে, তোমার কাজ হয়ে গেছে, রিয়া। গিফটটা কী, আমরা জানি।'

'তা-ই?' রিয়া উত্তেজিত। 'শিগ্‌গির বলো।'

'এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তার আগে আমাদের পুরস্কার কী দিচ্ছ, শুনি।'

'যা চাবে, তা-ই পাবে!'

'বেশ তো! তা হলে কথা দাও, পুরো ক্লাসকে একদিন টিফিন খাওয়াবে...'

'ওরে বাবা! সে তো বিরাট আয়োজনের ব্যাপার!'

'এখনও শেষ করিনি তো!' দাঁত কেলিয়ে বলল অয়ন। 'আরও একটা শর্ত আছে। আগামী এক সপ্তাহ আমাদের খেপাতে পারবে না।'

'ব্ল্যাকমেইল হয়ে যাচ্ছে!'

'এটা তো শোধবোধ। একটু আগে তুমিও আমাদের ব্ল্যাকমেইল করেছ। পনেরো মিনিটের মধ্যে অসাধ্য সাধন করতে না পারলে খেপানোর হুমকি দিয়ে।'

'কক্ষনো আমি হুমকি দিইনি!'

'মুখে বলোনি, তবে আভাসে-ইঙ্গিতে দিয়েছ। সেটাই বা কম কীসে?'

'আচ্ছা, যাও, তোমাদের শর্তে আমি রাজি। এখন বলো, গিফটটা কী?'

'একটা অ্যান্টিক নেকলেস,' বলল অয়ন। 'ছটা হীরে বসানো। নয় লাখ ডলার দিয়ে কিনেছেন আঙ্কেল।'

'দারুণ!' উচ্ছ্বসিত গলায় বলল রিয়া। 'সত্যি বলছ তো?'

'না,' মুখ ভেঙচাল জিমি। 'হানড্রেড পারসেন্ট ডাঁহা মিথ্যে! যত্তসব! এজন্যেই বলে, নারীর মন, সন্দেহপ্রবণ...'

'অ্যাই, খবরদার,' চোখ রাঙাল রিয়া। 'ছড়া বানাবে না! আর মনে রেখো, কথাটা যদি সত্যি না হয়...'

কথাটা শেষ করল না ও, গটমট করে হেঁটে চলে গেল। জিমি বলল, 'দেমাগ কত! ওকে আবার শিক্ষা দিতে হবে, অয়ন।'

'গিফটটা পেয়ে নিতে দে,' হাসল অয়ন। 'আগামী এক সপ্তাহ ও আমাদের খেপাতে পারবে না, কিন্তু আমরা পারব না—এমন কোনও চুক্তি হয়নি।'

কথাটা শুনে হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল বাকিরা।

আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই এসে পড়েছে। হলঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে একজন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান!' হঠাৎ গমগম করে উঠল মি. ওয়েস্টমোরের গলা। 'আমার একমাত্র মেয়ে ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।' বিশাল কেকটার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, মেয়েকে বাঁহাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। রিয়ার বাঁ পাশে ওর মা।

'এই অনুষ্ঠানে কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হবার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ,' বলে চললেন মি. ওয়েস্টমোর। 'এখন আমার মামণি কেক কাটবে।'

'নেকলেসটা কখন দিচ্ছ?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল রিয়া।

'নেকলেস!' চমকে উঠলেন মি. ওয়েস্টমোর। 'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি থটরিডিং জানি,' মুখ টিপে হাসল রিয়া। 'যাক গে, কখন দেবে বললে না?'

'কেক কাটার পরে। কিন্তু... কে বলেছে তোমাকে?'

জবাব না দিয়ে বাবার পাশে দাঁড়ানো বেয়ারার ট্রে থেকে ছুরি তুলে নিল রিয়া। অতিথিরা সবাই ঘন হয়ে কেকের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। তুমুল করতালির মধ্যে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভাল রিয়া। তারপর কেক কাটার জন্য ঝুঁকল। আর তখুনি ঘটল এক আজব ঘটনা।

হঠাৎ করে নিভে গেল সমস্ত বাতি।

অন্ধকারে তীব্র গুঞ্জনে মেতে উঠল সবাই। মি. ওয়েস্টমোর বললেন, 'প্লিজ, প্লিজ, সবাই শান্ত হোন! এক্ষুণি কারেন্ট চলে আসবে—নিশ্চয়ই কোথাও শর্ট সার্কিট হয়েছে। অ্যাই, হ্যারল্ড!' কাকে যেন ডাকলেন তিনি, 'দেখো না কী হয়েছে!'

মিনিট দুয়েকের মধ্যে কয়েকটা ইমার্জেন্সি লাইট জ্বালানো হলো। আর পাঁচ মিনিটের মাথায় আবার সমস্ত বাতি জ্বলে উঠল। একজন লোক মি. ওয়েস্টমোরের দিকে এগিয়ে গেল, পরে জানা গেল—তার নামই হ্যারল্ড, এ-বাড়ির বাটলার।

'কী হয়েছিল?' জানতে চাইলেন মি. ওয়েস্টমোর।

'কীভাবে যেন একটা সার্কিট ব্রেকার খুলে গিয়েছিল,' বলল হ্যারল্ড। 'তবে সব ঠিক হয়ে গেছে, সার। আর কোনও অসুবিধে নেই।'

'থ্যাঙ্ক গড! আর কোনও ঝামেলা চাই না। এনিওয়ে, লেট আস কন্টিনিউ।'

এক টুকরো কেক তুলে রিয়াকে খাওয়ালেন ওর বাবা-মা, সে-ও তাঁদেরকে খাওয়াল। এবার উপহার দেবার পালা। কোটের ভিতরের পকেটে হাত ঢুকিয়েই থমকে গেলেন মি.

ওয়েস্টমোর। তাড়াতাড়ি বাকি সব পকেট দেখলেন। অতিথিরা সবাই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। অপ্রস্তুত হাসি দিলেন তিনি। বিড়বিড় করে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে! নেকলেসটা নেই!'

তিন

পরিস্থিতিটা সামাল দিলেন মিসেস ওয়েস্টমোর। চট করে সবার অলক্ষে নিজের হাত থেকে একটা আংটি খুলে নিলেন। তারপর রিয়ার আঙুলে সেটা পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মামণি, এই হলো তোমার উপহার।'

অতিথিরা কিছু বুঝতে পারেনি, সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। কিন্তু অয়নরা তার ব্যতিক্রম। বিস্মিত গলায় জিমি বলল, 'আংটি কেন? নেকলেস কোথায়?'

'কিছু একটা ঘাপলা হয়েছে,' চিন্তিত গলায় অয়ন বলল।

কয়েকজন বেয়ারা এসে কেক কাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অতিথিরা সবাই টেবিল থেকে প্লেট তুলে নিচ্ছে, কিন্তু অয়ন এগিয়ে গেল রিয়াদের দিকে।

'ওদিকে যাচ্ছ কেন?' অধৈর্য কণ্ঠে বলল ভিক্টর। 'নাস্তা করবে না?'

'পরে,' সংক্ষেপে বলল অয়ন।

'এসব কী?' বাবাকে প্রশ্ন করছে রিয়া। 'আমার নেকলেস কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না,' বিভ্রান্ত দেখাল মি. ওয়েস্টমোরকে। 'পকেটেই তো ছিল।'

'আমি ধারণা করতে পারি,' ওদের সামনে গিয়ে বলল অয়ন। 'ওটা চুরি গেছে।'

'কী বলছ!'

'কারেন্ট চলে যাওয়াটা, আঙ্কেল, মোটেই কাকতালীয় নয়। নেকলেসটা গায়েব হয়ে যাওয়া একই সূত্রে গাঁথা।'

পিছনে কপাল চাপড়াল জিমি। বলল, 'এই রে! শুরু হলো হিব্রু ভাষা!'

'কী বলতে চাও, অয়ন?' প্রশ্ন করল হ্যারি।

'একটা সার্কিট ব্রেকার আপনাআপনি খুলে পড়ে যেতে পারে না,' অয়ন বলল। 'পরিকল্পনামাফিকই ঘটেছে সব।'

'ব্যাপার কী?' হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন রিয়ার মামা। 'জটলা কীসের, দুলাভাই?'

'কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে, জন,' বললেন মি. ওয়েস্টমোর। 'নেকলেসটা অন্ধকারে কেউ আমার পকেট থেকে হাতিয়ে নিয়েছে।'

'কী সর্বনাশ! আপনি চুপচাপ বসে আছেন কেন? এক্ষুণি সবাইকে তল্লাশি করা দরকার।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো? গেস্টদের তল্লাশি করলে আমার মান-ইজ্জত কিছু থাকবে?'

'কিন্তু তাই বলে তো চোরকে ছেড়েও দেয়া যায় না,' বলল রিয়া। 'আমার নেকলেস নিয়ে গেছে ব্যাটা!'

'লক্ষ্মী মা, এটা নিয়ে কথা বাড়িয়ো না,' মিনতি করলেন মি. ওয়েস্টমোর। 'তোমাকে আরেকটা কিনে দেব।'

'এটা কোনও কথা হলো না, দুলাভাই,' প্রতিবাদ করলেন করবিন। 'একজন পুলিশ হিসেবে আমি অপরাধকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমি আমার লোকজনকে ডাকছি।'

'অসম্ভব!' কড়া গলায় বললেন রিয়ার বাবা। 'ইউনিফর্ম পরা কোনও লোককেই আমি আমার বাড়িতে ঢুকতে দেব না।'

'সেক্ষেত্রে আপনার কিছু প্রাইভেট ডিটেকটিভ দরকার,' এবার মুখ খুলল অয়ন। 'আমাদের মত।'

'কী! বিস্মিত কণ্ঠে বললেন করবিন। 'তোমরা?' পরমুহূর্তে তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'আরে... অয়ন হোসেন আর জিমি পারকার না? এখানে কী করছ?'

'ওরা আমার বন্ধু,' বলল রিয়া। 'একই সঙ্গে পড়ে।'

'দেখো, খুদে গোয়েন্দারা,' বললেন করবিন, 'ইতোমধ্যে তোমরা বেশ কিছু চমক দেখিয়েছ বটে, তবে এখানে তোমাদের আমি চাই না। পুলিশের কাজ পুলিশকেই করতে দাও, ওকে?'

'আঙ্কেল তো পুলিশ ডাকতে চাইছেন না,' যুক্তি দেখাল জিমি।

'সেটা আমি দেখছি,' বলে ভগ্নিপতির দিকে ফিরলেন করবিন। 'দেখুন দুলাভাই, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। সাদা পোশাকে আমার কিছু লোক আসুক। গোপনে তদন্ত করবে ওরা। গেস্টরা কিচ্ছু টের পাবে না।'

'কিন্তু...' ইতস্তত করলেন মি. ওয়েস্টমোর। শেষে বললেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু গেস্টদের যেন কোনও অসম্মান না হয়।'

'হবে না,' কথা দিয়ে চলে গেলেন করবিন।

অয়নরাও সরে এল, ওদের পিছু নিল রিয়া। খানিকদূর এসে থেমে বলল, 'হুঁহ্! বললেই হলো? অয়ন-জিমি, আমি চাই চোরটাকে তোমরা ধরো।'

'আবার কেস দিচ্ছ?' ভুরু নাচাল জিমি। 'বিনিময়ে কী দেবে?'

'কচু আর ঘণ্টা। আগের কেসটায় ফেল করেছ। গিফট হিসেবে নেকলেস পাইনি আমি। পেয়েছি আংটি।'

'কিন্তু আসল গিফট ছিল নেকলেসটাই! আঙ্কেল নিজে স্বীকার করেছেন।'

'তাতে কী? আমি তো পেয়েছি আংটি!'

'তা হলে কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব!' হুমকি দিল জিমি।

'বললেই হলো? চোর ধরার জন্য মাথা কুটে মরছ তোমরা—আমি জানি।'

'ভুল!' এবার বলল অয়ন। 'আগ্রহ একটু আছে বটে, তবে পুরস্কার না পেলে বেগার খাটতে রাজি নই। তোমার মামার যে-রকম আগ্রহ দেখলাম, চোরটা উনিই ধরবেন। তা হলে শুধু শুধু আমরা খাটতে যাব কেন?'

'মামাকে হারাতে পারলে কিন্তু তোমারই লাভ,' উস্কানি দিল হ্যারি। 'ক্রেডিট তোমার হবে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল রিয়া। শেষে বলল, 'ঠিক আছে, মানলাম। পুরস্কার দেব।'

'যা চাইব তা-ই?' জিমি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'গুড, তা হলে কাজে নেমে পড়া যায়।'

'আলোচনার জন্যে নিরিবিলি জায়গা দরকার,' বলল অয়ন।

'এসো আমার সঙ্গে,' বলে হাঁটা ধরল রিয়া।

'আরে? ভিক্টর কোথায়?' পল বলল।

'ওই তো!' আঙুল তুলে দেখাল হ্যারি। 'দেখো পেটুকটার কাণ্ড!'

বড়সড় একটা প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে ব্যস্ত ভিক্টর। কাছে গিয়ে ওর পিঠে একটা কিল বসাল জিমি। 'কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না! এখন খাওয়ার সময় হলো?'

'বারে!' ভিক্টর অবাক! 'খাব না?'

'পরে,' বলল জিমি। 'এখন এসো!'

প্লেটটা রেখে দিতে বোধহয় মায়া হলো বেচারার। ওটা হাতে নিয়েই ওদের পিছু নিল ভিক্টর। হলঘরের পাশে একটা ছোট

সিটিংরুমে এসে ঢুকল সবাই।

'এখন,' সোফায় বসে বলল অয়ন। 'আমাদের ভেবে বের করতে হবে, নেকলেসটা চুরি করার সুযোগ কার কার ছিল? কারও কোনও মতামত আছে?'

'আমার কিন্তু ট্রে হাতে ওই বেয়ারাকেই সন্দেহ হয়,' বলল জিমি। 'কারেন্ট যখন চলে যায়, তখন ওয়েস্টমোর আঙ্কেলের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সে।'

'ফালতু কথা বোলো না,' প্রতিবাদ করল রিয়া। 'বার্টি আমাদের অনেক পুরানো লোক, খুবই বিশ্বস্ত। ও এমন কাজ করতে পারে না।'

'কিন্তু সন্দেহের তালিকা থেকে কাউকেই বাদ দেয়া উচিত হবে না,' বলল অয়ন। 'আচ্ছা, আশপাশে আর কে ছিল, বলতে পারবে?'

'অতকিছু কেউ খেয়াল করে নাকি?' বলল পল। 'তবে এক হাতঅলা একজন ভদ্রলোকের কথা মনে আছে আমার। বেয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'আমারও মনে আছে,' সায় দিল অয়ন। 'কোটের বাঁ হাতা ঢলঢল করছিল। ব্যতিক্রম, মনে রাখার কারণ এটাই। লোকটা কে, রিয়া?'

'বিল পামার, একটা ক্যাটারিং কোম্পানির ম্যানেজার,' জানাল রিয়া। 'আজকের পার্টির সমস্ত আয়োজন ওরাই করেছে। আমাদের বাড়িতে লোকজন কম—এত বড় পার্টি করা সম্ভব নয়।'

'ওর হাতের কী হয়েছে?'

'কী একটা দুর্ঘটনায় যেন বাম হাত কাটা পড়েছে, আমি ঠিক জানি না।'

'মাত্র এক হাতে এমন চুরি—প্রায় অসম্ভব ব্যাপার,' মন্তব্য করল হ্যারি।

'আমার মনে হয়, অন্য কেউ করেছে,' বলল পল। 'অন্ধকারে

ভিড় ঠেলে এসে নেকলেসটা মেরে দিয়েছে। কেউ দেখতে পায়নি।'

'এটা সম্ভব,' স্বীকার করল হ্যারি।

'আমি রীতিমত অন্ধকার দেখছি,' বলল জিমি। 'ঘরভর্তি লোক, কাজটা যে কারও হতে পারে। শরীর তল্লাশি ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না।'

'বাবা কিছুতেই রাজি হবে না,' বলল রিয়া। 'দরকার নয় লাখ ডলার গচ্চা দেবে, কিন্তু প্রেস্টিজ নয়।'

'আমার ধারণা, চোর সেটা জানে,' চিন্তিত দেখাল অয়নকে। 'জানে বলেই ঝুঁকিটা নিয়েছে। তা ছাড়া তল্লাশি করলেও নেকলেসটা পাওয়া যাবে কি না, সন্দেহ আছে।'

'তারমানে কোনও ক্লু নেই,' হতাশ কণ্ঠে বলল জিমি। 'এগোবার কোনও রাস্তা দেখছি না।'

'দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে দেয়ালের গায়ে ফুটো খুঁজে বের কতে হয়,' গম্ভীর গলায় অয়ন বলল।

'আমরা ক্রিমিনোলজি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ ফিলোসফি এল কোত্থেকে?' খোঁচা লাগাল জিমি।

'কথাটার মানে কী, অয়ন?' জানতে চাইল রিয়া।

'অন্যপথে চেষ্টা চালাতে হবে,' ব্যাখ্যা করল অয়ন। 'চোর নয়, তার সহকারীকে ধরতে হবে।'

'মানে! সহকারী পেলে কোথায়?'

'কারেন্ট চলে যাওয়াটা... মোটেই কাকতালীয় নয়। একেবারে সময়মত গেল। এর আগ পর্যন্ত কেকের উপর মোমবাতি জ্বলছিল। চুরির জন্য ঘুটঘুটে অন্ধকার পাওয়া যেত না এবং শুধু ওই সময়েই সব গেস্ট ওয়েস্টমোর আঙ্কেলের কাছাকাছি যাবার সুযোগ পেয়েছে।'

'অর্থটা কী দাঁড়াল?'

'চোর একা নয়। অন্তত আরও একজন আছে। সে-ই মেইন

সুইচবোর্ড থেকে সার্কিট ব্রেকার খুলে নিয়েছে।'

'কিন্তু সুইচবোর্ডটা বাড়ির পিছনে। ওখান থেকে হলঘরে কী ঘটছে, বোঝা সম্ভব নয়। টাইমিং মেলাল কী করে?'

'সঙ্কেত দেবার ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই ছিল। যা হোক, লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে। তা হলেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। তবে আরেকটা খটকা রয়ে যাচ্ছে।'

'কী?' সাগ্রহে জানতে চাইল সবাই।

'নেকলেসটার কথা চোর জানল কী করে? আঙ্কেল তো ব্যাপারটা চেপে রেখেছিলেন।'

'হুঁ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল জিমি। 'ইনফরমেশন লিক করেছে কেউ। নয়তো যে জানত, সে-ই চোর।'

'অ্যাঙ্গু ব্লেক?' সবার প্রথমে এই নামটাই মনে এল পলের।

'মনে হচ্ছে ক্লু পাওয়া গেছে,' বলল অয়ন। 'দু'গ্রুপে কাজ করতে হবে। এক গ্রুপ হলঘরে ব্লেক সাহেবের উপর নজর রাখবে। অন্য গ্রুপ যাবে সাগরেদটার খোঁজে।'

টস হলো। অয়ন, রিয়া আর ভিক্টর পড়ল এক গ্রুপে—ওরা হলঘরে থাকবে, বাকি তিনজন যাবে বাড়ির পিছনে। সুইচবোর্ডটা কোথায়, চিনিয়ে দিল রিয়া।

'তা হলে কাজে নেমে পড়া যাক,' প্রস্তাব দিল জিমি।

'হ্যাঁ,' বলল অয়ন। 'যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। গেস্টরা বেশিক্ষণ থাকবে না, এরই মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর পরে হলঘরে সবাইকে চাই আমি।'

'ওকে,' বলে বেরিয়ে গেল সবাই।

চার

হলঘরে গেস্টরা খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত, সেইসঙ্গে গল্প-গুজব করছে। ভিতরে ঢুকেই মি. ব্লেককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করল অয়ন। কিন্তু তাঁকে কোথাও দেখা গেল না।

'গেল কোথায়?' বিড়বিড় করল ও। রিয়া আর ভিক্টরকে বলল, 'ছড়িয়ে পড়ো। মি. ব্লেক কোথায়, জানতে চাই আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছড়িয়ে পড়ল তিনজনে। অতিথিদের জটলার মাঝে ঢুঁ মারছে। কিন্তু ব্লেক সাহেবকে কোথাও পাওয়া গেল না। হঠাৎই তাঁকে দেখতে পেল অয়ন। হলঘরের পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। বেরুতেই একহাতি বিল পামারের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। দু'জনে গল্প শুরু করল।

তাড়াতাড়ি সেদিকে এগোতে গেল অয়ন, কিন্তু পথিমধ্যে বাধা পেল। বরফ ভর্তি একটা ওয়াইন কুলার নিয়ে যাচ্ছিল একজন ওয়েটার, তার সঙ্গে ধাক্কা খেল ও। প্রায় পড়েই যাচ্ছিল ওয়েটার, চট করে ধরে ফেলল ও।

'সরি,' ক্ষমা চাইল অয়ন। 'আমি দেখতে পাইনি।'

'ইটস্ ওকে,' বলল ওয়েটার। তারপর চলে গেল।

মি. ব্লেকের সামনে গিয়ে হাজির হলো অয়ন।

'আরে! অয়ন যে!' মি. ব্লেকের মুখে হাসি ফুটল। 'তোমাকেই খুঁজছিলাম মনে মনে।'

'আমাকে!' অয়ন অবাক। 'কেন?'

'ওই সময় নেকলেস নিয়ে কতকিছু জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওটা রিয়াকে দিলেন না কেন মি. ওয়েস্টমোর? বলতে পারো?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'হুঁ। আমার একটু চিন্তা হচ্ছে। কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'সমস্যা?' মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠল অয়ন। 'ও-কথা বলছেন কেন?'

'আর বোলো না!' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন মি. ব্লেক। 'আমার উপর যেন কুফা ভর করেছে। গত দু'মাসে আমার দোকান থেকে বিক্রি করা বেশ কিছু দামি জুয়েলারি মালিকদের কাছ থেকে চুরি হয়ে গেছে। কী বিশ্রী কাণ্ড!'

'তা তো বটেই!' স্বীকার করল অয়ন। 'আশা করি এবার তেমন কিছু ঘটেনি। আচ্ছা, ওই রুমে কী করছিলেন আপনি?'

কথাচ্ছলে প্রশ্নটা করা হলো, তবে ব্লেকের ভিতর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বললেন, 'একটা জরুরি ফোন করতে গিয়েছিলাম।' কথা শেষ করে ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝোলালেন তিনি। পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন। 'লাইটারটা কোথায় রাখলাম!'

'আমার কাছে লাইটার আছে,' বলে উঠল পামার।

লাইটারটা প্যান্টের বাম পকেটে ছিল। বাম হাত নেই, কাজেই ডান হাতে সেটা বের করতে বেশ কষ্ট করতে হলো তাকে। শেষে মি. ব্লেকের সিগারেট ধরিয়ে দিল।

'থ্যাঙ্কস,' বললেন জুয়েলারি ব্যবসায়ী। তারপর দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে একদিকে চলে গেল।

একটু পর ভিক্টর আর রিয়া এসে পড়ল।

'কী কথা হলো?' জানতে চাইল ভিক্টর।

'ফোন করতে ওই রুমে ঢুকেছিল ব্লেক,' আঙুল তুলে দেখাল অয়ন। 'তবে আমার সন্দেহ আছে।'

'ওটা আমাদের রিডিংরুম,' জানাল রিয়া। 'ফোন একটা আছে বটে।'

'ওখানে চোরাই মালও লুকানো যায়,' বলল অয়ন। 'চলো খুঁজে দেখি।'

রিডিংরুমটা তেমন বড় নয়। বুকশেলফ আছে, আর আছে একটা বড় টেবিল; সঙ্গে কয়েকটা চেয়ার। দেরি না করে ঘর তল্লাশিতে লেগে পড়ল ওরা। তবে বৃথাই কষ্ট করল ওরা। নেকলেস তো দূরের কথা, সন্দেহজনক কোনও কিছুই পেল না।

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্তি প্রকাশ করল রিয়া। 'বেহুদা খাটলাম।'

'ধীরে, বৎস, ধীরে!' বলল অয়ন। 'এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কী করে?'

'এ-ই বুঝি গোয়েন্দাগিরি? শুধু শুধু হাত-পা ময়লা হলো।'

'এজন্যেই বলি, সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয় না। সারা জীবন শুয়ে-বসে কাটিয়েছে তো! এটুকু কষ্ট সহ্য হচ্ছে না।'

'প্যান প্যান না করে কাজের কথা বলো তো,' মুখ ঝামটা দিল রিয়া।

'হুঁ,' একটু চিন্তা করল অয়ন। 'ব্লেক যদি সত্যিই চোর হয়, আর এখানে নেকলেসটা লুকিয়ে থাকে, তা হলে জিনিসটা নেবার জন্যে ফিরে আসবে সে।'

'কী করতে চাও তা হলে?' জানতে চাইল ভিক্টর।

'একজনকে লুকিয়ে থাকতে হবে এ ঘরে,' সিদ্ধান্ত নিল অয়ন। 'তুমিই থাকো, ভিক্টর। সময় কাটানো সমস্যা হবে না। খাবার এনে দিচ্ছি। ব্লেক ফিরে এলে কী করে, লক্ষ রাখবে।'

'শিয়োর!' খাবারের কথায় বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে গেছে ভিক্টরের।

'চলো, রিয়া,' বলে রিডিংরুম থেকে বেরিয়ে এল অয়ন।

হলঘরে পা দিয়েই চমকে উঠল ওরা দু'জন। সাদা পোশাকে বেশ কয়েকজন পুলিশ ডিটেকটিভ এসে গেছে, সেই সঙ্গে

ইউনিফর্ম পরা সাধারণ পুলিশও আছে। বাড়ির সামনেটা ভরে গেছে পুলিশ কারে। রিয়ার বাবা উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচামেচি করছেন।

'অসম্ভব! আমার বাড়িতে আমি এ-সব হতে দেব না। জন, তোমার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল?'

'আমি দুঃখিত, দুলাভাই,' করবিন বললেন। 'এমনটা ঘটবে ভাবিনি।'

'আমাদের আপনি বাধা দিতে পারবেন না, মি. ওয়েস্টমোর,' বললেন একজন সাদা পোশাকধারী অফিসার। 'আমাদের সঙ্গে ওয়ারেন্ট আছে। বেশ কিছুদিন ধরে এরকম ঘটনা ঘটছে। আজ লোকটাকে ধরার সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তা আমরা হাতছাড়া করব না।'

কথাটা শুনে মি. ওয়েস্টমোর হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন।

'সেরেছে!' বলল অয়ন। 'চোরটা সতর্ক হয়ে যাবে এবার। গোপনে কাজ চেয়েছিলাম, সেটা গেল ভজকট হয়ে।'

'যে-রকম আয়োজন দেখছি, আমাদের কষ্ট বৃথা গেল,' হতাশ কণ্ঠে বলল রিয়া। 'চোরটাকে পুলিশই ধরবে।'

'এত সহজে হাল ছাড়ছি না আমি,' দৃঢ় গলায় বলল অয়ন। 'চোর ইতোমধ্যে যথেষ্ট ধূর্ততা দেখিয়েছে, পুলিশের কথাও নিশ্চয়ই প্ল্যান করার সময় মাথায় রেখেছে সে।'

'মানে পুলিশকে ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা সে করে রেখেছে? তাকে তা হলে ধরা যাবে কেমন করে?'

'ওর প্ল্যানে পুলিশ আছে, আমরা নেই। আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। ওকে আমরাই ধরব।'

'মুখে তো বড় বড় কথা,' ভেঙচি কাটল রিয়া। 'কাজের বেলায় দেখব, কত বড় বীর। যাক গে, এখন কী করবে?'

'নজরদারি,' বলল অয়ন। 'তুমি বরং এক কাজ করো। ভিক্টরকে কিছু খাবার দিয়ে এসো।'

'আমি কেন? মেয়ে বলে?'

'জী না,' দাঁত কেলাল অয়ন। 'হাজার হোক ভিক্টর তোমার গেস্ট। আর গেস্টকে আপ্যায়নের দায়িত্ব হোস্টেরই। বুঝলে?'

হলঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির পিছনদিকে রওনা দিল জিমিরা। কিচেনে এসে ঢুকল। মস্ত বড় কিচেন। সঙ্গে একটা প্যান্ট্রিও আছে। অ্যাপ্রন পরা বাবুর্চিরা রান্না নিয়ে ব্যস্ত, ওয়েটাররাও ছোটাছুটি করছে। আচমকা ওদের তিনজনকে ঢুকতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

কাজ তদারক করছিল বাটলার হ্যারল্ড; এবার এদিকে এগিয়ে এল। বলল, 'আপনারা...'

'আমরা রিয়ার বন্ধু,' চটপট বলল জিমি। 'আমি জিমি...'

ওর কথা শেষ হলো না। বাটলার বলল, 'আপনাদের আমি চিনি, মাস্টার পারকার। মিস ওয়েস্টমোরের সব বন্ধুকেই চিনি। কিন্তু আপনারা এদিকে কী মনে করে?'

'বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখছিলাম,' জানাল জিমি। 'আচ্ছা, পিছনে যাবার রাস্তা কোন্‌টা?'

'ওই তো!' কিচেনের উল্টোদিকে একটা করিডোর দেখাল হ্যারল্ড। 'আমি আসব আপনাদের সঙ্গে?'

'দরকার নেই, আপনি কাজ করুন। আচ্ছা, আসি।'

করিডোর ধরে কিছুদূর এগোতেই চওড়া দরজা পাওয়া গেল। সেটা খুলে পিছনের আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। চারপাশটা দেখে নিল জিমি। তিনটে ভ্যান দেখা যাচ্ছে। সেগুলোর গায়ে লেখা: *ওয়েস্টার্ন ক্যাটারিং কোম্পানি*। ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন লোক কাজে ব্যস্ত—জিনিসপত্র ওঠাচ্ছে-নামাচ্ছে।

'মেইন সুইচবোর্ডটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল পল।

'বাঁয়ে যেতে হবে,' বলল জিমি। 'এসো।'

বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে সুইচবোর্ডটা দেখা গেল একটু পরে।

লাল রঙের একটা চৌকো বাক্স—উপরে সাদা রঙে মড়ার খুলি আর একটা ক্রস আঁকা। তলায় বড় করে লেখা:

বিপজ্জনক!

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।

কাছে গিয়ে বাক্সটা পর্যবেক্ষণ করল ওরা। খানিক পরে জিমি বলল, 'আজব ব্যাপার। এ-সব বক্সে তালা দেয়া থাকে। কিন্তু এটাতে নেই কেন?'

'তালা দেবার ব্যবস্থা কিন্তু আছে,' হুড়কো দেখাল হ্যারি। কিন্তু তালা নেই।'

কী ভেবে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল জিমি। ঘাস হাতড়াতে শুরু করল। খানিক পর একটা ছোট ভাঙা তালা হাতে সোজা হলো। বলল, 'তালা দেয়াই ছিল। কেউ এটা ভেঙে ফেলেছে। অয়নের সন্দেহের পিছনে যুক্তি দেখতে পাচ্ছি।'

'কিন্তু কে ভাঙল এটা?'

'সেটাই বের করতে হবে। এসো।'

একটা ভ্যানের কাছে গেল ওরা। ড্রাইভার তার সিটে বসে ঝিমোচ্ছিল। কাছে গিয়ে জিমি ডাকল, 'এই যে! শুনতে পাচ্ছেন?'

'কী ব্যাপার?' বিরক্তকণ্ঠে বলল ড্রাইভার।

'আপনি এখানে কতক্ষণ ধরে আছেন?'

'অনেকক্ষণ। কেন?'

'আচ্ছা, ওই সুইচবোর্ডের কাছে কাউকে যেতে দেখেছেন?'

'না। কেন?'

'একটু দরকার ছিল।'

'কাউকে দেখিনি আমি,' খেঁকিয়ে উঠল ড্রাইভার। 'যাও, ভাগো।'

ভ্যান থেকে সরে এল ওরা। বিস্মিত কণ্ঠে হ্যারি বলল, 'ব্যাটা এমন করল কেন?'

'জানি না, তবে মিছে কথা বলেছে সে,' জিমি বলল। 'তালাটা

যেভাবে ভাঙা হয়েছে, শব্দ হতে বাধ্য। ভ্যান থেকে সুইচবোর্ডটা পরিষ্কার দেখা যায়। তা ছাড়া পরে লোক এসে সার্কিট ব্রেকার জোড়া দিয়েছে। ওদেরও দেখতে পায়নি, এটা আমি বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু মিথ্যে বলবে কেন?'

'সেটাই প্রশ্ন। কাজটা ওরই হতে পারে। নজর রাখা দরকার। পল, তুমি থাকো এখানে। আমরা অয়নকে ব্যাপারটা জানিয়ে আসি।'

'ওকে,' মাথা ঝাঁকাল পল।

চলে গেল জিমি আর হ্যারি। পল এবার লক্ষ করল, সন্দেহভাজন ড্রাইভার একজন ওয়েটারের সঙ্গে কথা বলছে। কথাগুলো শোনার সিদ্ধান্ত নিল ও। গা ঢাকা দিয়ে ভ্যানের উল্টোপাশে পৌঁছুল, তারপর কান পাতল ও।

'...কী বলছ তুমি?' ওয়েটারের কণ্ঠ শোনা গেল।

'ঠিকই বলছি। তিনটা ছেলে এসে সুইচবক্সের কথা জিজ্ঞেস করছিল।' ড্রাইভার বলল।

'ক'টা বাচ্চাকে নিয়ে এত ভাবনার কী আছে?'

'আছে। কিছুই প্ল্যানমত এগোচ্ছে না। বাড়িতে পুলিশ এসেছে, জানো?'

'সেটা নিয়ে চিন্তা নেই। পুলিশের নজর ফেরানোর ব্যবস্থা আছে।'

'কিন্তু বাচ্চাগুলো...'

কথা শোনায় এতই মগ্ন ছিল, পিছনে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা বিপদ টের পায়নি পল। আচমকা কানের কাছে একটা বজ্রকণ্ঠ গর্জে উঠল, 'অ্যাই ছেলে! কী করছ এখানে?'

পালাবার চেষ্টা করল পল, কিন্তু শক্ত হাতে তার কাঁধ চেপে ধরল লোকটা। ঘাড়ের উপর রদ্দা পড়ল একটা—জ্ঞান হারাল ও।

পাঁচ

হলঘরে তীব্র শোরগোল, অতিথিরা সবাই তারস্বরে চেঁচামেচি করছে। কেউ শরীরতল্লাশি করাতে রাজি নয়। তবে পুলিশ বাহিনীর ইনচার্জ লোকটা ঘাগু মাল, নাছোড়বান্দাও বটে। লোকবল রয়েছে তার, কারও প্রতিবাদের তোয়াক্কা করছে না। লোকটার নাম ডিটেকটিভ পিটার হালাস—ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে সবার।

অয়ন আর রিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল, এই সময় হাজির হলো জিমি আর হ্যারি।

'বাপ রে!' অবস্থাটা দেখে বলে উঠল হ্যারি। 'এ দেখছি মাছের বাজার বসে গেছে।'

'এসে গেছিস?' বলল অয়ন। 'পল কোথায়?'

'বাড়ির পিছনে,' জবাব দিল জিমি। 'পাহারায় রেখে এসেছি।'

'কিছু পেয়েছিস মনে হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল জিমি। তারপর নিজেদের অভিজ্ঞতা খুলে বলল।

'পলকে পাহারায় রেখে ভাল কাজ করেছিস,' মন্তব্য করল অয়ন।

'তোদের খবর কী?'

'ভাল না। পুলিশ এসে ঝামেলা বাধিয়ে দিয়েছে।'

'বাবা যা খেপেছে না মামার উপর!' রিয়া বলল। 'আর

কোনোদিন বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। পারলে এখনই ঝাঁটাপেটা করত।'

'কী করবে এখন?' জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

'এখানেই থাকি কিছুক্ষণ,' বলল অয়ন। 'পুলিশ কোনও মূল্যবান ক্লু পেলে জানতে পারব।'

ঘরের এককোণে একটা সোফায় বিধ্বস্তের মত বসে ছিলেন মি. ওয়েস্টমোর। তাঁর অবস্থা হয়েছে ঝড়ে পড়া কাকের মত। পাশে বসে মিসেস ওয়েস্টমোর সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। সেদিকে এগিয়ে গেল ওরা। আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকল।

সামান্য পরেই ডিটেকটিভ হালাসকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তার হাতে একটা মখমলে মোড়া লাল ছোট বাক্স। কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'এটা চিনতে পারছেন?'

জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মি. ওয়েস্টমোর।

'নেকলেসের বাক্স,' বলল হালাস। 'র‍্যাপিং পেপারটাও পাওয়া গেছে। একটা টেবিলের তলায় পড়ে ছিল।'

'নেকলেসটা...'

'নেই। খালি বাক্স ফেলে গেছে চোর। তবে চিন্তা করবেন না, অল্প সময়ের ভিতরেই উদ্ধার করে ফেলব।'

'আপনাকে ধরে জুতো পেটা করা দরকার,' হঠাৎ খেপে গেলেন মি. ওয়েস্টমোর।

আশ্চর্যের ব্যাপার, হালাসের ভিতর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, সে শুধু একটু হাসল। বলল, 'এখন গালি দিচ্ছেন বটে, কিন্তু নেকলেসটা পেলে ঠিকই পিঠ চাপড়াবেন।'

'নেকলেসটা উদ্ধার করতে কেউ বলেছে আপনাকে? আমি তো মানাই করলাম।'

'সমস্যাটা একার আপনার নয়, মি. ওয়েস্টমোর। গত দু'মাসে এ-রকম আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সেগুলো উদ্ধার করতে হলে চোরটাকে ধরা একান্ত প্রয়োজন।'

'ধরবেন কী করে?' প্রশ্ন করলেন মিসেস ওয়েস্টমোর। 'কোনও সূত্র আছে? নাকি এসব তল্লাশিই ভরসা?'

'আছে, ম্যাডাম, আছে,' আশ্বাস দিল হালাস। 'আপনাদেরকে ব্যাপারটা খুলেই বলি, হয়তো মত পাল্টাবেন। এ-সব চুরির পিছনে একজন লোককেই সন্দেহ করছি আমরা। তার নাম ডন ডুগার্ড—কুখ্যাত জুয়েলারি থিফ, বড়সড় একটা দল আছে তার। গোপন সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি, সে এখন লস অ্যাঞ্জেলেসে। আর সে আসার পর থেকেই চুরিগুলো শুরু হয়েছে।'

'আপনার ধারণা সে এখন এই বাড়িতে?'

'হতে পারে। তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, তার বাঁ হাতের তালুর উল্টোপিঠে একটা উল্কি আসছে—হাঙরের ছবিঅলা। ওটা দেখে সহজেই চিনে ফেলা সম্ভব তাকে।'

'কিন্তু অমন কোনও লোক দেখিনি আমরা...' প্রতিবাদ করলেন মি. ওয়েস্টমোর।

'হয়তো ছদ্মবেশ নিয়েছে। নইলে কোনও সাগরেদকেও পাঠিয়ে থাকতে পারে। তবে আরেকটা সূত্র আছে আমাদের হাতে—অ্যাণ্ড্রু ব্লেক।'

'মি. ব্লেক।'

'হ্যাঁ। গত দু'মাসে যে-ক'টা চুরি হয়েছে, তার সমস্ত জুয়েলারি কেনা হয়েছিল ব্লেকের দোকান থেকে। তার সঙ্গে ডুগার্ডের যোগাযোগ না থেকে পারে না। আজ আমরা আসলে ব্লেককেই ফাঁদে ফেলতে চাইছি। তাকে চাপ দিলে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে।'

'তা হলে বাকিদের হয়রানি করার মানেটা কী?' আবার রেগে যাচ্ছেন মি. ওয়েস্টমোর।

'আপনি বুঝতে পারছেন না,' মাথা নাড়ল হালাস। 'আইন মোতাবেক শুধু তাকে সার্চ করতে পারি না আমরা। বাধ্য হয়ে সবাইকে টেনে আনতে হচ্ছে।'

'এটা কোনও কথা হলো না...' তর্ক শুরু করলেন মি. ওয়েস্টমোর।

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হলো না। কোত্থেকে যেন একজন পুলিশ ছুটে এসেছে, একটা গ্রুপ নিয়ে সে গিয়েছিল বাড়ির কর্মচারীদের তল্লাশি করতে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, 'লোকটাকে পাকড়াও করেছি আমরা, সার।'

'ডুগার্ড?' ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল হালাস।

'না, তবে তার সাগরেদ হতে পারে। লোকটা একজন বেয়ারা—নাম বার্টি।'

'বার্টি!' রিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'অসম্ভব! ও আমাদের অনেক পুরনো লোক।'

'তার পকেটে এটা পাওয়া গেছে,' একটা স্বর্ণের চেইন হালাসের হাতে তুলে দিল পুলিশটা।

'কী এটা?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল হালাস।

'নেকলেসের চেইন। হীরেগুলো সঙ্গে গাঁথা ছিল, চেইন কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কোথায় সেগুলো?'

'পাইনি, সার। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে।'

'পেয়েছি ব্যাটাকে, নিশ্চয়ই ডুগার্ডের দোসর। দু'ঘা দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে। সব দরজায় পাহারা বসাও। ডুগার্ডের আরও সাঙ্গ-পাঙ্গ থাকতে পারে। কেউ যেন হীরে নিয়ে পালাতে না পারে। সারা বাড়ি সার্চ করো। হীরেগুলো আমার চাই।'

'দেখুন ডিটেকটিভ,' শান্তস্বরে বললেন রিয়ার মা। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে। বার্টিকে খুব ভাল করে চিনি আমরা। ও এমন কাজ করতে পারে না।'

'এক্ষুণি সেটা জানা যাবে,' বলল হালাস। 'তবে লোকটাকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছি। চুরির সময় সে মি. ওয়েস্টমোরের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, তাই না? আচ্ছা চলি।'

চলে গেল হালাস। তার পিছন পিছন ছুটলেন রিয়ার বাবা-মা।

'চোর তা হলে ধরা পড়ল?' হুফ করে শ্বাস ফেলল জিমি। 'কী হে, ভিক্টোরিয়া, আমি বলিনি ওই বেয়ারাই চোর?'

রিয়ার মুখ থমথম করছে। খোঁচাটা গায়েই মাখল না। বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। অয়ন, কিছু একটা করো! বার্টি আর যা-ই হোক, ডুগার্ডের সাগরেদ না।'

'চোরকে বাঁচাতে বলছ?' অয়ন প্রশ্ন করল।

'বার্টি চোর না!' চেঁচিয়ে উঠল রিয়া।

'শান্ত হও, শান্ত হও!' তাড়াতাড়ি বলল অয়ন। 'খটকা একটা অবশ্য আমার মনেও লাগছে। নেকলেস থেকে হীরেগুলো আলাদা করে ফেলা হলো কেন? ডুগার্ডের ব্যাপারে যা শুনলাম, বিনা মতলবে কোনও কাজ করার মানুষ বলে তো মনে হলো না।'

'মনে হচ্ছে তোমার মাথায় কোনও আইডিয়া এসেছে?' হ্যারি প্রশ্ন করল।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল অয়ন। 'আচ্ছা, এমন হতে পারে না—বার্টির ব্যাপারটা জাস্ট একটা ডাইভারশন? পুলিশের ব্যস্ততার ফাঁকে হীরেগুলো সরিয়ে ফেলার একটা বুদ্ধি?'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়।'

'হুঁ। একটা ব্যাপারে আমি শিয়োর। ডুগার্ড উপস্থিত আছে, এই বাড়িতেই।'

'অসম্ভব। উল্কিওয়ালা কোনও লোক দেখিনি আমরা,' প্রতিবাদ করল জিমি।

'ছদ্মবেশ নিয়েছে সে,' বলল অয়ন। 'রঙ দিয়ে উল্কি ঢাকা সম্ভব। কিংবা...' কী যেন মনে পড়ায় চমকে উঠল ও। 'মাই গড! হাতটাই গায়েব করে দিয়েছে সে!'

'মানে।' সবাই অবাক।

'বিল পামার,' রুদ্ধশ্বাসে বলল অয়ন। 'সে-ই ডুগার্ড।'

'তা কী করে হয়?' বোকার মত বলল রিয়া। 'তার কোম্পানির এত লোক এসেছে, তারা বুঝে ফেলবে না?'

'সব ওর সাঙ্গ-পাঙ্গ, আসল লোকেরা কেউ আসেনি। সর্বনাশ হয়েছে, জিমি। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছিস তুই। এরপরে পল-কে একা রেখে আসা মোটেই উচিত হয়নি।'

'কিছু একটা করতে হবে... এক্ষুণি!' তাগিদটা বুঝতে পারছে জিমি।

'চলো, মামাকে সব বলি,' প্রস্তাব দিল রিয়া।

'না,' মাথা নাড়ল অয়ন। 'আগে পলের অবস্থা দেখা দরকার। সেইসঙ্গে কিছু প্রমাণও চাই। ডুগার্ড এখন অসতর্ক অবস্থায় আছে। এই-ই আমাদের সুযোগ। সব ঠিকঠাক থাকলে পুলিশের কাছে যাব।'

'এখন তা হলে কী করবে?'

'পিছনের আঙিনায় যাব। দরজা না, বিকল্প পথ দরকার। আমাদের সন্দেহ করে থাকলে দরজা দিয়ে বেরোতে দেখলেই সাবধান হয়ে যাবে।'

'ওদিকে বাবার প্রাইভেট স্টাডি আছে,' জানাল রিয়া। 'ওখানকার জানালা দিয়ে বেরুনো সম্ভব।'

'চলো যাই।'

ছুটল চার বন্ধু।

ছয়

জানালা দিয়ে লনে নামল ওরা। আশপাশে তাকাল, কেউ দেখতে পেয়েছে কি না। ভাগ্য ভাল, নেই কেউ।

'এদিকে!' চাপা গলায় ডাকল রিয়া।

দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করল ওরা। সামান্য পরেই বাড়ির পিছনে পৌঁছে গেল। পল-কে দেখা গেল না কোথাও।

'সবাই ছড়িয়ে পড়ো—পল-কে খুঁজে বের করো,' নির্দেশ দিল অয়ন। 'রিয়া, তুমি এখানেই থাকো, কোথাও যাবার দরকার নেই।'

'কেন? আমি বসে থাকব কেন?' রিয়া রেগে গেল।

'যা একখানা পোশাক পরেছ, দশ মাইল দূর থেকেও দেখা যাবে। ড্রেস তো না, যেন লাইটহাউস!'

'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আমি লাইটহাউস পরেছি?'

'নয়তো কী? এরকম ঝলমলে পোশাক পরে গোয়েন্দাগিরি হয়? যা বলছি শোনো। চুপচাপ বসে থাকো এখানে।'

ছেলেরা চলে গেল।

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রিয়া।

পল-কে কোথাও খুঁজে পেল না ওরা। একটু পর হতাশ হয়ে ফিরে এল।

'গেল কোথায়?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল হ্যারি।

'নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে,' আন্দাজ করল অয়ন।

'চলো, মামার কাছে যাই,' বলল রিয়া। 'আর অপেক্ষা করাটা ঠিক হবে না।'

'আরে!' হঠাৎ বলে উঠল জিমি। 'ডুগার্ড বেরিয়ে এসেছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বাকিরা। হ্যাঁ, ডুগার্ডই। একটা ভ্যানে ওয়াইন কুলার ওঠাচ্ছিল দু'জন ওয়েটার। তাদের সঙ্গে কথা বলছে। ড্রাইভারকে কী যেন নির্দেশ দিতেই মাথা ঝাঁকাল লোকটা। গিয়ে ভ্যান স্টার্ট দিল। ডুগার্ড গিয়ে বসল তার পাশে।

'চলে যাচ্ছে নাকি?' বিস্ময় ফুটল রিয়ার কণ্ঠে। 'তা কী করে সম্ভব?'

'পুলিশ নিশ্চয়ই কিছু পায়নি,' বলল অয়ন। 'যেতে বাধা দেবে কেন?'

'হীরেগুলো কি তা হলে ফেলে যাচ্ছে?'

'না। সঙ্গেই আছে।'

'কী করে... বাড়ি থেকে হীরেগুলো বের করার কোনও ব্যবস্থা নেই।'

মাথার ভিতর কী যেন অনেকক্ষণ ধরে খোঁচাচ্ছিল অয়নের, এবার ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। উত্তেজিত কণ্ঠে ও বলল, 'আমি জানি হীরেগুলো কীভাবে পাচার করা হয়েছে। জলদি এসো, ভ্যানটাকে থামাতে হবে!'

পিছনের গেটের দিকে ছুট লাগাল অয়ন, পিছু পিছু বাকি তিনজনও। খোলা গেটের সামনে গিয়ে থামল ওরা। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে অয়নের। ভ্যানটাকে থামানোর বুদ্ধি দরকার। পেয়েও গেল।

'গেট বন্ধ করো! জলদি!'

হ্যারি আর রিয়া কাজে লেগে পড়ল। জিমি আর অয়ন রাস্তার পাশ থেকে দুটো বড় বড় পাথর হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'আরে!' ভ্যানের ভিতর ড্রাইভার অবাক। 'কে যেন গেট বন্ধ

করে দিচ্ছে। এ তো দেখছি সেই বাচ্চাগুলো!'

'থামবে না,' কড়া গলায় হুকুম্ দিল ডুগার্ড। 'গেট্ ভেঙে বেরিয়ে যাও!'

গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে বেড়ে গেল ভ্যানের গতি। গেটের কাছাকাছি আসতেই অয়ন চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাটাক!'

পাথর ছুঁড়ল দু'বন্ধু। কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো। চুরচুর করে ঝরে পড়ল ভ্যানের উইণ্ডশিল্ড। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মুখের সামনে দু'হাত তুলল্ ড্রাইভার, এক পায়ে চেপে ধরল ব্রেক প্যাডাল। টায়ারের কর্কশ শব্দ হলো, ওই অবস্থায় গেটের উপর আছড়ে পড়ল গাড়িটা। লোহার কবজা ভাঙার বিশ্রী শব্দ হলো, পাল্লা ভেঙে বেরিয়ে গেল ভ্যান, তবে কয়েক গজ গিয়ে থেমে গেল।

ভ্যানের সামনেটা ভচকে গেছে। অনেক কষ্টে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডুগার্ড, এই মুহূর্তে তার দুটো হাতই দেখা যাচ্ছে। ভ্যানের ড্রাইভার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারেনি, বাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডুগার্ডের শরীর জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে। যন্ত্রণাটা বোধহয় সহ্য হলো না তার, উপরন্তু অয়নদের দেখে মাথায় আগুন চড়ে গেল। এত সাধের প্ল্যান এই বিচ্ছুগুলোর জন্য বানচাল হয়ে গেছে। চিৎকার করে দু'হাত তুলে ছুটে এল সে।

কত বড় বোকামি হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারল না ডুগার্ড। রিয়ার দিকে এগিয়ে বোকামির মাত্রা আরও বাড়াল সে। বাউলি কেটে ডুগার্ডের হাতের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল রিয়া, শত্রুর হাঁটুর পিছনে একটা লাথি ঝাড়ল। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ডুগার্ড। আবার উঠে দাঁড়াল, কিন্তু সামলে ওঠার আগেই তার একটা হাত চেপে ধরল রিয়া। পিঠের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল। ধপাস করে ভারী বস্তার মত আছড়ে পড়ল চোর মহাশয়। হাততালি দিয়ে উঠল ছেলেরা।

'ব্রাভো, রিয়া।' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল অয়ন। 'দারুণ তোমার

মার্শাল আর্ট!'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' মাথা নিচু করে বাউ করল রিয়া।

মাটিতে পড়ে থাকা ডুগার্ড আর নড়ছে না। বোধহয় বেহুঁশ হয়ে গেছে। দূরে কোলাহল শোনা গেল, পুলিশ আসছে। ভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল অয়ন, পিছনের দরজা খুলে ফেলল।

'পল, আছ তুমি এখানে?' ডাকল ও।

গোঙানির মত শব্দ হলো, একটা বস্তা নড়ছে। তাড়াতাড়ি বস্তার মুখ খুলে পল-কে বের করল ও। বেচারার হাত-পা বাঁধা—মুখেও রুমাল গুঁজে দেয়া হয়েছে। মুক্ত হয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সে।

ভ্যান থেকে নেমেই অবাক হয়ে গেল ওরা দু'জন। ইতোমধ্যে উঠে পড়েছে ডুগার্ড, অসতর্ক অবস্থায় হ্যারিকে জিম্মি করে ফেলেছে। তাকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। রিয়া আর জিমি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ানো। ডুগার্ডের পিঠ ভ্যানের দিকে।

বেকায়দা পরিস্থিতি। তবে মোকাবিলার জন্য তৈরি অস্ত্র হাতের কাছেই পাওয়া গেল। ভ্যানের ভিতর থেকে একটা মদের বোতল তুলে নিল অয়ন, তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল।

পুলিশের দিকে ফিরে বেশ তর্জন-গর্জন করছিল ডুগার্ড। ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে তার মাথায় বোতলটা ভাঙল অয়ন। চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে ধরাশায়ী হলো বেচারা।

পুলিশরা সব অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। মুচকি হেসে বোতলের ভাঙা মুখটা তুলে দেখাল অয়ন। বলল, 'এটা... মার্শাল আর্টের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়।'

সাত

একঘণ্টা পর। মি. ওয়েস্টমোরের স্টাডিতে বসে আছে সবাই—অয়নরা, বাবা-মা সহ রিয়া, লেফটেন্যান্ট করবিন আর ডিটেকটিভ হালাস। রহস্যটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

'গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত তোমাদের, মামা,' খোঁচা মেরে বলল রিয়া। 'এতগুলো পুলিশ নিয়ে যা পারলে না, আমরা এ ক'জন মিলে কেমন করে ফেললাম?'

'এ অবিশ্বাস্য,' বলল হালাস। 'তোমরা নিশ্চয়ই কোনও জাদু জানো।'

'জাদু-টাদু কিছু না,' এবার অয়ন বলল। 'এটা হচ্ছে কাজ করার পদ্ধতির ব্যাপার। আপনারা খোলাখুলিভাবে সবার শরীরতল্লাশি করেছেন—এতে সবসময় কাজ হয় না। অন্যদিকে, আমরা তদন্ত করেছি গোপনে—একটা সুবিধেও পেয়েছি আমরা। ছোট বলে কেউ আমাদের গুরুত্ব দেয়নি। ফলে ক্লু জোগাড় করা সহজ হয়েছে।'

'কী রকম?'

'ডুগার্ডকে চেনার ব্যাপারটাই ধরুন। মি. ব্লেককে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু তার লাইটারটা ছিল বাঁ পকেটে। কথা হচ্ছে যে লোকের বাঁ হাতই নেই, সে বাঁ পকেটে লাইটার রাখে কী করে? আমার মনে একটা খটকা লেগে গেল। কাজেই আপনি যখন বললেন, ডুগার্ডের বাঁ হাতে একটা উল্কি

আছে, তখন বুঝে ফেললাম, উল্কি লুকানোর জন্য পুরো বাঁ হাতই কোটের আড়ালে ঢেকে রেখেছে সে। কিন্তু পুলিশের সামনে এ-ধরনের ভুল সে কিছুতেই করত না।'

'কিন্তু ডুগার্ড যদি পামার না হয়ে থাকে,' বললেন মি. ওয়েস্টমোর। 'আসল পামার কোথায়?'

'আমার ধারণা পামারকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথাও বন্দি করে রেখেছে সে,' বলল অয়ন। 'সঙ্গে কোম্পানির বাকি কর্মচারীদেরও। একটু চাপ দিলেই জানা যাবে। ভীষণ ধুরন্ধর লোক এই ডুগার্ড। নিশ্ছিদ্র একটা প্ল্যান খাড়া করে কাজে নেমেছিল সে। পামারকে দেখেই সম্ভবত তার মাথায় বুদ্ধিটা আসে। বাঁ হাত না থাকাটা ওর জন্যে একটা বিরাট প্লাস পয়েন্ট হিসেবে দেখা দেয়।'

'কিন্তু ব্লেকের ব্যাপারটা কী? সে কি এতে জড়িত?'

'মনে হয় না। তাঁর মত নামি-দামি লোক জেনে-শুনে এসবে জড়াবেন না। আমার আন্দাজ হলো, তাঁর দোকানে ডুগার্ডের কোনও একজন চর আছে। বড়-সড় কেনাবেচা হলে সে-ই ডুগার্ডকে ক্রেতা সম্পর্কে তথ্য পাচার করে। একটু চেষ্টা করলেই লোকটাকে ধরা যাবে। ভাল কথা, ডুগার্ডের সমস্ত লোক কি ধরা পড়েছে?'

'হ্যাঁ,' বললেন করবিন। 'একটাকেও পালাতে দিইনি।'

'গুড। ওই ব্যাটা তা হলে সাবধান হবার সুযোগ পাবে না।'

'কিন্তু হীরেগুলো এখনও পাইনি আমরা,' গম্ভীরকণ্ঠে বললেন হালাস। 'সেগুলো কোথায়, তুমি জানো অয়ন?'

'ঠিক ঠিক বলতে পারব না, তবে অনুমান করতে পারি।'

'তা হলে বলছ না কেন? শিগগির বলো!'

'একটু ধৈর্য ধরুন, সব বলছি,' হাসল অয়ন। 'কীভাবে চুরিটা হলো, এটা আগে বলি। ডুগার্ড তার একজন লোককে বসিয়ে রেখেছিল মেইন সুইচবোর্ডের কাছে। যথাসময়ে তাকে সঙ্কেত

দেয় সে—সঙ্কেতটা কীরকম, ঠিক বলতে পারব না। অনেকরকম হতে পারে। আজকাল হাতঘড়ির মাধ্যমেই দু'জন মানুষের মধ্যে সঙ্কেত আদান-প্রদান করা যায়—তেমন কোনও টেকনিকই হয়তো খাটিয়েছে সে। যা হোক, কারেন্ট চলে যেতেই ওয়েস্টমোর আঙ্কেলের পকেট থেকে নেকলেসটা হাতায় ডুগার্ড—বার্টির ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। অন্ধকারে নেকলেসের চেইনটা কেটে হীরেগুলো আলাদা করে সে। বাক্সটা ফেলে দেয় টেবিলের তলায়, চেইনটা বার্টির পকেটে... আর হীরেগুলো লুকিয়ে ফেলে।'

'কোথায়?' সমস্বরে বলল সবাই।

'আপনারাই ভাবুন, আমি সূত্র দিচ্ছি। পুরো নেকলেস নিয়ে বেরুনো সম্ভব নয়, কাজেই শুধু হীরেগুলোর উপর নজর দেয় ডুগার্ড—ভীষণ বাস্তববাদী মানুষ সে, স্বীকার করতেই হবে। তা ছাড়া চেইনটা একটা ডাইভারশন হিসেবেও কাজ করে। এখন কথা হচ্ছে, সবার অলক্ষে কীভাবে হীরেগুলো বের করা যায়? একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোনও জিনিস লুকানোর সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি হচ্ছে—একই রকম দেখতে আরও কিছু জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া...'

'এক মিনিট!' বলে উঠল জিমি। 'হীরের সঙ্গে মিল আছে এমন একটা জিনিসের কথাই মাথায় আসছে আমার... বরফ!'

'ওয়াইন কুলার!' চেঁচিয়ে উঠল রিয়া। 'ডুগার্ডের লোকেরা ভ্যানে ওয়াইন কুলার তুলছিল।'

'সাবাস!' বলল অয়ন। 'ঠিক ধরেছ। ডুগার্ডের ভ্যানের ওয়াইন কুলারের বরফগুলো গলালেই ছ'টা হীরে পাওয়া যাবে। আমি শিয়োর!'

'এক্ষুণি যাচ্ছি,' বলে ছুটে বেরিয়ে গেল হালাস।

উঠে দাঁড়ালেন করবিন। বললেন, 'আমি সত্যি ইমপ্রেসড, অয়ন। তোমাদের ছোট করে দেখা মোটেই উচিত হয়নি। সত্যি

তোমরা দারুণ বুদ্ধিমান।'

'সে কী!' বলে উঠল রিয়া। 'সমস্ত ক্রেডিট ওদের দিয়ে দিচ্ছ। আমি বুঝি বেগার খেটেছি?'

'তোকে আর কী ক্রেডিট দেব? পারিস তো শুধু ঝগড়া আর মারামারি করতে।'

'কী! আমি ঝগড়াটে?'

'তোমাদের একটা পুরস্কার পাওনা হয়েছে, অয়ন,' বললেন মি. ওয়েস্টমোর। 'বলো কী চাও?'

'সরি, আঙ্কেল,' মাথা নাড়ল অয়ন। 'পুরস্কার পাওনা হয়েছে বটে, তবে সেটা আপনার নয়, রিয়ার কাছে।'

'কী চাও?' জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'পার্টিটা বলবৎ রইল,' বলল অয়ন। 'তবে, ঝগড়াঝাটি আর খেপানোর উপর নিষেধাজ্ঞা এক সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে এক মাসে উন্নীত করা হলো।'

'কী হে, কাউয়া বুড়ি,' হুল ফোটাল জিমি। 'রাজি?'

'কী!' হুঙ্কার দিল রিয়া। 'পাবদা-পুঁটি কোথাকার, এত্ত বড় সাহস...'

'অ্যাই, অ্যাই!' ওকে থামাল অয়ন। 'শর্ত ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!'

'কিন্তু ও যে আমাকে খেপাল!'

'তাতে কী? ওর উপর তো নিষেধাজ্ঞা নেই।' একগাল হাসল অয়ন। 'তা ছাড়া... মাই ডিয়ার ভিক্টোরিয়া, এক মাসের সময়সীমা শুরু হচ্ছে এখন থেকেই!'

রেলগাড়ি ঝমাঝম

এক

bangla book's direct link

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ট্রেনটা ছাড়ল যথাসময়েই। ইদানীং আমেরিকান ট্রেনের সেই রমরমা অবস্থা আর নেই, লোকজন চড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে—পুরো ট্রেনই ফাঁকা ফাঁকা দেখা গেল। ডা. গ্যারি পারকারকে ঠিক রেলগাড়ির ভক্ত বলা যাবে না, তিনি টিকেট কেটেছেন ঠেকায় পড়ে। নইলে কোন্ পাগল চার-পাঁচ হাজার মাইল ট্রেনে পাড়ি দেয়? কিন্তু করার কিছু নেই। সামনে স্বাধীনতা দিবসের সরকারি ছুটি। বাড়ি-ফিরতি লোকজন সারা দেশে ছোটাছুটি করছে, সামনের এক সপ্তাহের মধ্যে প্লেনের কোনও টিকেটই নেই। অগত্যা ডেনভার যেতে হলে কলোরাডো এক্সপ্রেসই ভরসা।

ডা. পারকারের সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী—দু'জনেই ডেনভারে একটা মেডিক্যাল কনভেনশনে যোগ দিতে যাচ্ছেন। বাবা-মায়ের সঙ্গে যাচ্ছে জিমি পারকার আর ওর বন্ধু অয়ন হোসেন। অয়ন অবশ্য শেষ মুহূর্তের যাত্রী। ডেনভার যাওয়ার ব্যাপারে ওর বিশেষ আগ্রহ ছিল না, তবে ট্রেনে যাওয়া হচ্ছে শুনে লাফিয়ে উঠেছে। এত লম্বা রেল জার্নি আগে কখনও করেনি ও, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যেই আসা। কথাটা অবশ্য জিমির বেলাতেও খাটে।

ট্রেনটা বিশাল, দোতলা। একতলায় টয়লেট, মালপত্র রাখার জায়গা। দু'তলায় থাকার ব্যবস্থা। ট্রেনের দুটো বিশাল কম্পার্টমেন্ট হল অবজারভেশন ডেক। পুরো দেয়াল কাঁচের,

ভিতরে রিভলভিং চেয়ার। সেখানে বসে চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।

স্লিপিং কারের দুটো কেবিন পেয়েছে ওরা। একটাতে পারকার দম্পতি, অন্যটায় দু'বন্ধু উঠেছে। সে-ও হুলস্থুল ব্যাপার। নরম গদিমোড়া বাঙ্ক, কার্পেট, অ্যাটাচড্ বাথরুম... এমনকী ছোট একটা টিভিও আছে। আরাম-আয়েশের চূড়ান্ত যাকে বলে।

'ওয়াও!' পোর্টারের পিছু পিছু কেবিনে ঢুকে বিস্ময়সূচক শব্দ করল অয়ন। 'এ দেখছি এলাহী কারবার!'

'ঠিকই বলেছিস,' লাফ দিয়ে সিটে বসল জিমি। 'দারুণ ব্যবস্থা!'

এই সময় দরজা খুলে উঁকি দিলেন ডা. পারকার। পোর্টারকে বকশিশ দিয়ে বিদায় করলেন। তারপর ওদের জিজ্ঞেস করলেন, 'সব ঠিক তো? থাকার ব্যবস্থা পছন্দ হয়েছে?'

'খুব হয়েছে!' বলল অয়ন। 'রীতিমত চমৎকার।'

'যা-ই বলো, বাবা,' জিমি বলল, 'ট্রেন জার্নির আইডিয়াটা কিন্তু দারুণ!'

'হুঁ,' বললেন ডা. পারকার। 'মাঝখান থেকে ক'টা দিন নষ্ট হলো আর কী! প্লেনে গেলে একদিনেই পৌঁছে যেতাম, সেখানে চারদিন এই ট্রেনে বন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে।'

'ভাল দিকটা দেখুন, আঙ্কেল।' যুক্তি দেখাল অয়ন। 'কলোরাডো এক্সপ্রেস অ্যামট্র্যাকের সবচেয়ে বড় ট্রেনগুলোর একটা। এটাতে চড়ার সুযোগ হলো, তা ছাড়া অনেকগুলো স্টেট দেখতে দেখতে যাব। রকি পর্বতমালা দেখতে পাব, নেভাদা রেঞ্জ দেখতে পাব, লবণ হ্রদ, কলোরাডো নদী... প্লেনে গেলে তো এই সুযোগ পাওয়া যায় না।'

'আমার জন্যে এসব নতুন নয়, অয়ন। আগে প্রচুর ট্রেন জার্নি করেছি। ১৯৭১-এ যখন অ্যামট্র্যাক চালু হলো, তখন তো কথাই ছিল না। আহ্, কী সেসব দিন!' উদাস হয়ে গেলেন ডা.

পারকার। 'কতই বা বয়স তখন আমার। মেডিক্যালে মাত্র ঢুকেছি। ভীষণ ঘোরাঘুরি করতাম। তোমাদের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। ভাল কথা, অ্যামট্র্যাকের ইতিহাস জানো?'

'আমি জানি, আঙ্কেল,' চটপট বলল অয়ন।

'হায় হায়!' আঁতকে উঠল জিমি। 'অয়ন, তোর পায়ে পড়ি, এখানে লেকচার শুরু করিস না।'

'দূর, জিমি!' তিরস্কার করলেন ডা. পারকার। 'ভাল ভাল ব্যাপারে তোমার একদমই আগ্রহ নেই। দেখিই না, অয়ন কতটুকু জানে!'

'হ্যাঁ,' শুরু করল অয়ন। 'অ্যামট্র্যাক হচ্ছে ন্যাশনাল রেলরোড প্যাসেঞ্জার কর্পোরেশনের ডাকনাম। ১৯৭০ সালে কংগ্রেস এটা গঠন করে, সার্ভিস শুরু হয় ১৯৭১ থেকে। একসময় রেলপথই ছিল আমেরিকার প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু সড়কপথের উন্নতি, সেইসঙ্গে আকাশপথ চালু হওয়ায় রেলওয়ে মার খেয়ে যায়। প্রাইভেট কোম্পানিগুলো ব্যবসা গুটিয়ে সরে পড়ছিল, শেষ পর্যন্ত রেলপথে যাত্রী পরিবহন চালু রাখার জন্য সরকার অ্যামট্র্যাক চালু করে।'

'কিন্তু রেলপথে তো শুধু যাত্রী নয়, মালামালও বহন করা হয়,' প্রতিবাদ করল জিমি।

'খুব কম,' বলল অয়ন। 'ট্রাক সার্ভিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেদিক থেকেও সুবিধা করতে পারছে না রেলওয়ে। শুধুমাত্র কিছু পরিমাণ কয়লা, খাদ্যশস্য, কেমিক্যাল আর মোটরগাড়ি ট্রেনে বহন করা হয়, বাকি সব সড়কপথে। ট্রেন এখন বলতে গেলে পুরোপুরিই যাত্রী-পরিবহন ব্যবস্থা। জানিস কি না জানি না, অ্যামট্র্যাক পুরো দেশে প্রায় চব্বিশ হাজার মাইল দীর্ঘ রেলপথ অপারেট করছে, সার্ভিস দিচ্ছে পাঁচশোরও বেশি স্টেশনে।'

'হয়েছে, এত লম্বা-চওড়া বক্তৃতা না দিলেও চলবে,' হাত নেড়ে বলল জিমি। 'তোর এসব জ্ঞানী জ্ঞানী কথাবার্তা অসহ্য

লাগছে।'

'যা-ই বলো,' হাসলেন ডা. পারকার। 'অয়ন কিন্তু অনেক কিছু জানে। তুমিও একটু পড়াশোনা করলে পারো।'

'খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই! অ্যামট্র্যাকের উপর ওর থিসিস করার ইচ্ছে থাকতে পারে। আমার নেই। অয়ন, একটু চেষ্টা-চরিত্র কর—পি.এইচ.ডি একটা পেয়েও যেতে পারিস।'

'কী বললি?' চোখ রাঙিয়ে বলল অয়ন।

'থাক্ থাক্, ঝগড়াঝাটির দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি বললেন ডা. পারকার। 'আমি যাচ্ছি। খাবারের সময় দেখা হবে। ভাল কথা, জিমি, তোমাদের টিকেট সঙ্গে আছে তো?'

পকেট চাপড়ে জিমি জানাল, 'আছে, বাবা।'

'গুড। টিকেট চেকার এলে দেখিয়ে দিয়ো।'

'আচ্ছা।'

চলে গেলেন ডা. পারকার। সিটে কাত হয়ে অয়ন বলল, 'আমার ভীষণ মজা লাগছে। অ্যাই জিমি, একটা ছড়া শুনবি?'

'ছড়া!' জিমি অবাক! 'কী ছড়া?'

সুর করে অয়ন বলল:

'রেলগাড়ি ঝমাঝম

পা পিছলে আলুর দম...'

'এ আবার কেমন ছড়া?' বিরক্ত গলায় বলল জিমি। 'মানে কী এর?'

'কোনও মানে নেই। এটা একটা ননসেন্স রাইম। চলন্ত ট্রেনের ছন্দের সঙ্গে মিল রেখে তৈরি করা। তুইও মিলটা ধরতে পারবি। একটু মনোযাগ দিয়ে লক্ষ কর।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল জিমি। তারপর খুশি খুশি গলায় বলল, 'তাই তো! ভারি মজার ব্যাপার দেখছি। কোথায় পেয়েছিস এ ছড়া, অয়ন?'

'বাবার কাছে শুনেছি। ওঁর বাংলাদেশি ছড়ার স্টক অফুরন্ত।

শুনলেই কেবল দেশে যেতে ইচ্ছে করে।'

'একবার গেলেই পারিস!'

'যাব, নিশ্চয়ই যাব। আপাতত এ দেশটাকে তো দেখে নিই!'

'হুঁ, মনে হচ্ছে সামনের চারটা দিন বেশ ভালই কাটবে।'

'আরও ভাল হতো, যদি একটা রহস্য পেয়ে যেতাম,' আশার সুরে বলল অয়ন।

'হাহ্! দিবাস্বপ্ন আর কাকে বলে?' মুখ ভেঙচাল জিমি। 'রহস্য... তাও কিনা এই ট্রেনের ভিতরে?'

'দিবাস্বপ্ন নয় রে গাধা, এটা হলো উইশফুল থিংকিং।'

'উঁহুঁ, এ হলো ফুলিশ থিংকিং—বেকুবের চিন্তা।'

'আমাকে বেকুব বলছিস?'

'নয়তো কাকে?'

'তবে রে...' অয়ন ঝাঁপিয়ে পড়ল জিমির উপরে।

অবশ্য ঝগড়াঝাটি-মারামারি যা-ই করুক, অয়নের ইচ্ছেটা যে খুব শীঘ্রি বাস্তবে পরিণত হবে, সেটা ওদের কেউই ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি।

দুই

স্যান ফ্রান্সিসকোতে ট্রেন থামল আধঘণ্টার জন্য। সেখানকার অনেক যাত্রীর সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা উঠলেন। তাঁর বয়স জিমির মায়ের মতই, পরনে দামি একটা মিঙ্ক কোট। মাথার টুপি, কানের দুল—সবকিছুতেই রুচির ছাপ মেলে, ভদ্রমহিলা দেখতেও

ভারি সুন্দরী বটে। লোকজন ঘাড় ফিরিয়ে বারবার তাঁকে দেখছিল।

ভদ্রমহিলার সমস্ত লাগেজ নিয়ে পোর্টার স্লিপিং কারে উঠল, তিনি কণ্ডাক্টরের হাতে তাঁর টিকেটটা তুলে দিলেন।

'সাত নম্বর কেবিন,' বলল কণ্ডাক্টর। 'এইদিকে, ম্যাডাম। আমার সঙ্গে আসুন।'

পথ দেখিয়ে নির্দিষ্ট কেবিনে পৌঁছে দেয়া হলো তাঁকে। পোর্টারকে বকশিশ দিয়ে বিদায় করলেন তিনি। টেবিলের উপর হাত থেকে ছোট জুয়েলারি বক্সটা নামিয়ে রাখলেন। জিনিসটা সারাক্ষণ আগলে রেখেছেন তিনি। একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল। জানালার পাশ থেকে কোলাহলরত প্ল্যাটফর্ম অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলেন ভদ্রমহিলা, তাঁকে দেখে দুশ্চিন্তায় আছেন বলে মনে হচ্ছে। সিটে বসে জানালা দিয়ে উদাস নয়নে বাইরে তাকিয়ে রইলেন তিনি। একটু পরে ডিনারের সময় হয়ে গেল। জুয়েলারি বক্সটা হাতে নিয়ে ডাইনিং কারের দিকে রওনা হলেন তিনি।

খেতে বসেছিল অয়নরা। হালকা গল্প-গুজবের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় সেখানে হাজির হলেন ভদ্রমহিলা। ওদের পেরিয়ে প্রায় চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু জিমির মা-কে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আরে! ক্যাথারিন না?'

বিস্মিত হয়ে চোখ তুললেন মিসেস পারকার; পরমুহূর্তে তাঁর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, 'ডেইজি, তুই!'

খুশিতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলেন দু'জনে। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কেটে যেতেই সামলে উঠলেন মিসেস পারকার। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'গ্যারি, এ হচ্ছে আমার স্কুল জীবনের বান্ধবী—ডেইজি হকিন্স।'

'মিসেস ডেইজি হকিন্স-মুনরো,' শুধরে দিলেন ভদ্রমহিলা।

'আমার স্বামী হেক্টর মুনরো—নামকরা ব্যবসায়ী, নাম শুনে থাকবি হয়তো।'

'তুই বিয়েও করেছিস—জানতামই না!'

'জানবি কী করে, কতদিন যোগাযোগ নেই!' অয়ন-জিমিকে দেখালেন মিসেস মুনরো। 'এই বাচ্চাদুটো কার—তোর?'

'বামপাশেরটা আমার—জিমি,' জানালেন মিসেস পারকার। 'আর এ হলো অয়ন। জিমির বন্ধু। অ্যাই বাচ্চারা, জায়গা ছাড়ো। তোমাদের আন্টিকে বসতে দাও।'

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল অয়ন আর জিমি। খালি জায়গাতে বসলেন মিসেস মুনরো, জুয়েলারি বক্সটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলের উপর।

'তারপর,' বললেন তিনি, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা?'

'ডেনভারে,' জবাব দিলেন মিসেস পারকার, 'ডাক্তারদের একটা সম্মেলনে যোগ দিতে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি তুই বিরাট ডাক্তার হয়ে গেছিস। আছিস কোথায়?'

'লস অ্যাঞ্জেলেসে। তোর খবর বল। একা দেখছি... তোর হাসব্যাণ্ড আর বাচ্চা-কাচ্চা কোথায়?'

'আমার আর কী খবর? স্যান ফ্রান্সিসকোতে সেট্‌ল্ করেছি, ছেলে-পুলে হয়নি। আর হেক্টর তো ভীষণ ব্যস্ত—সারা দেশে চরকির মত ঘুরে বেড়ায়। এই মুহূর্তে সল্ট লেক সিটিতে আছে, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। সেজন্যেই যাচ্ছি।'

'সুখেই আছিস তা হলে?'

'সুখ?' হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে গেলেন মিসেস মুনরো। 'গত সপ্তাহ পর্যন্ত ছিলাম বটে। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' সাগ্রহে জানতে চাইলেন মিসেস পারকার।

'একটা ঘটনা ঘটেছে,' ইতস্তত করে বললেন মিসেস মুনরো। 'ব্যাপারটা কাউকে বলতেও পারছি না, এদিকে আমার নাওয়া-

খাওয়া সব মাথায় উঠেছে। তুই আমাকে সাহায্য করতে পারিস, ক্যাথি?'

'কী হয়েছে বলবি তো!'

এতক্ষণ হেলাফেলায় দাঁড়িয়ে ছিল অয়ন আর জিমি, এবার একই সঙ্গে পিঠ আর কান খাড়া করে ফেলল। একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

'বলছি,' বললেন মিসেস মুনরো। 'হেক্টর গত সপ্তাহে সল্ট লেক সিটিতে এসেছে। আসার আগে আমাকে বলল যে, অনেকদিন দু'জনে মিলে কোথাও বেড়াতে যাই না; এবার গেলে কেমন হয়? কথাটা শুনে খুব খুশি হলাম। কারণ আসলেই অনেকদিন হয়েছে কোথাও বেড়াতে গেছি। ও যা ব্যস্ত, একদমই সময় পায় না। তাই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। হেক্টর বলল যে, সল্ট লেকে ওর কাজ শেষ করতে সপ্তাহখানেক লাগবে, আমি যেন তারপরে যাই। আমার টিকেটের ব্যবস্থা করে ও চলে এল। আমিও অপেক্ষা করতে থাকলাম। তারপরই ঘটল ঘটনাটা।'

'কী ঘটল?' জানতে চাইলেন ডা. পারকার।

'হেক্টর চলে আসার পরদিন ওর প্রাইভেট স্টাডি গোছাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে কিছু কাগজ পড়ে আছে। বাস্কেটটা খালি করতে গিয়ে সেখানে একটা ব্লটিং পেপার পেলাম। ভাল কথা, বলতে ভুলে গেছি, হেক্টর পুরানো আমলের কালির কলম ব্যবহার করে—জিনিসটার প্রতি ওর দুর্বলতা আছে। যা হোক, লক্ষ করলাম, ব্লটিং পেপারে কয়েকটা লাইন ফুটে আছে—সম্ভবত যে-চিঠিটায় অতিরিক্ত কালি মোছার জন্য ব্যবহার করেছিল, সেটারই। কয়েকদিন আগে একটা রহস্য গল্প পড়েছিলাম, তাতে ডিটেকটিভ ব্লটিং পেপার থেকে ক্লু উদ্ধার করে। ব্যাপারটা কতটুকু সম্ভব দেখার জন্যে কাগজটা আয়নার সামনে ধরলাম। কিন্তু লাইনগুলো পড়ে আমার মাথায় যেন বাজ

পড়ল।'

'কেন? কী লেখা ছিল?'

'পরিষ্কার পড়া যাচ্ছিল না, তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছিল—আমি যে আজ কলোরাডো এক্সপ্রেসে যাচ্ছি, এটা উল্লেখ করা হয়েছে। আর একটা লাইন বেশ ভাল পড়া যাচ্ছিল। তা হলো, *"কাজটা সারার আদর্শ সময় হবে আইওয়া পৌঁছুনোর ঠিক আগে!"*—কিছু বুঝতে পারছিস?'

'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক,' স্বীকার করলেন মিসেস পারকার। 'হাতের লেখাটা যে তোর হাজব্যাণ্ডের—তুই শিয়োর?'

'হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ধরনের একটা চিঠি কেন লিখতে গেল হেক্টর? কাকেই বা লিখেছে?'

'ঠিকই বলেছিস, ব্যাপারটা দুশ্চিন্তারই বটে!'

'এখন আমি কী করব, বলতে পারিস? হেক্টর কী করতে চাইছে?'

'এ বিষয়ে এক্ষুণি কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না,' বললেন ডা. পারকার। 'তা ছাড়া এই মুহূর্তে করার কিছু নেইও। পরশু আমরা আইওয়া পৌঁছুব, তখনই আসল ঘটনা বোঝা যাবে। চিন্তা করবেন না, আপনার পাশে আমরা থাকব।'

কথাটা শুনে মিসেস মুনরো কতটুকু সান্ত্বনা পেলেন বোঝা গেল না। তবে জিমির হাত ধরে টান দিয়ে অয়ন বলল, 'অবজারভেশন ডেকে চল, কথা আছে।'

নীরবে ওকে অনুসরণ করল জিমি। অবজারভেশন ডেকে দুটো মুখোমুখি চেয়ার দখল করল ওরা।

অয়নের কপালে ভ্রূকুটি। তা দেখে জিমি জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছিস?'

'সত্যিই একটা রহস্য পেয়ে গেছি আমরা, জিমি,' বলল অয়ন। 'কী আশ্চর্য, তাই না?'

'তা তো বটেই,' স্বীকার করল জিমি। 'কিন্তু আমি বুঝতে

পারছি না, মি. মুনরো অমন একটা চিঠি লিখতে গেলেন কেন? মতলবটা কী?'

'ভাল প্রশ্ন। আমারও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা হচ্ছে। আইওয়া পৌঁছুনোর আগে ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে? কাজ সারা মানে কী ধরনের কাজ?'

'মার্ডার-ফার্ডার নয়তো?' শঙ্কিত গলায় বলল জিমি। 'ভাষাটা কিন্তু খুবই সিরিয়াস। আমার কেন জানি ভয় করছে।'

'নিশ্চিত হবার কোনও উপায়ও তো দেখছি না,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল অয়ন। 'কাজটা যে-কোনও কিছু হতে পারে।'

'তা হলে এখন আমরা করবটা কী?'

'চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। আর সত্যি যদি খুন-টুনের ব্যাপার হয়, একটা মোটিভ তো থাকবে! ডেইজি আন্টির সঙ্গে কথা বলে সেটা বের করতে হবে।'

'কিন্তু আমরা ছোট মানুষ। উনি কি এসব ব্যক্তিগত বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন?'

'প্রয়োজনে ক্যাথারিন আন্টিকে পটিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে। পারবি না?'

'গ্যারান্টি দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।'

'গুড, আমাদের কাজ এখন থেকে শুরু হচ্ছে। মনে রাখিস, আমাদের সামান্য ভুলে একজন মানুষের জীবন চলে যেতে পারে। কাজেই সাবধান, খুব সাবধান!'

তিন

সেদিন আর কিছু ঘটল না, তার পরের দিনও না। চোখ-কান খোলা রাখল অয়ন আর জিমি, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও কিছুই দেখল বা শুনল না। ভিতরে ভিতরে একটা চাপা উত্তেজনা, অস্থিরতা অনুভব করতে লাগল দু'বন্ধু।

ট্রেন এখন রকি পর্বতমালার ভিতর দিয়ে ছুটছে। সে এক আজব কাণ্ড। এই ট্রেন লাইন বসাতে গিয়ে মানুষকে কত পরিশ্রমই না করতে হয়েছে। কখনও পাহাড় কেটেছে, কখনও জঙ্গল, কখনও বা দুরন্ত নদীর উপর দিয়ে সেতু বানাতে হয়েছে। অবজারভেশন ডেকে বসে দু'বন্ধু মুগ্ধ বিস্ময়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল।

ট্রেন কখনও বা টানেলে ঢুকছে, কখনও বা উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বতকে পাশ কাটাচ্ছে। নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। পাহাড়গুলোর সৌন্দর্যও দেখার মত। মাথায় বরফের টোপর, শরীরে পাইন গাছের চাদর। রেললাইনের পাশে পাশেই আছে বিখ্যাত কলোরাডো নদী। কী স্বচ্ছ তার পানি! দেখলেই ছুঁতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে দু'একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সেগুলো ছবির মত সুন্দর। আকাশের মেঘ যেন বাড়িগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এসব দেখে দু'বন্ধু কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর ভাবল, এরকম সুন্দর জায়গায় থাকতে পারলে কী ভালই না হতো!

তৃতীয়দিন দুপুর নাগাদ পরিস্থিতি গুমোট হয়ে উঠল। তিনটে নাগাদ আইওয়াতে পৌঁছুনোর কথা কলোরাডো এক্সপ্রেসের, এখন বাজে দুটো। সকাল থেকেই মিসেস মুনরোর কেবিনে বসে আছেন পারকার দম্পতি, লাঞ্চও সেখানেই করেছেন। অয়ন আর জিমিও রয়েছে, তবে মাঝে মাঝে ওরা গোটা ট্রেনে চক্কর দিয়ে আসছে। বলা তো যায় না, সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কারও করে ফেলতে পারে। তবে প্রতিবারই হতাশ হতে হয়েছে।

দুটো বেজে যাওয়ায় মিসেস মুনরোর কেবিনে এসে থিতু হলো দু'জনে। সময় ঘনিয়ে আসছে, খুব শীঘ্রি কিছু একটা ঘটবে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারছে ওরা। হতাশায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে অয়নের। এমন বিচ্ছিরি অবস্থায় আগে কখনও পড়েনি। একটা ক্রাইম ঘটবার সময় হয়ে গেছে, অথচ দু'দিন আগে আভাস পাওয়া সত্ত্বেও সেটা কিনারা করতে পারেনি। অবশ্য দোষটা ওর একার নয়। হাতে কোনও সূত্র ছিল না, এগোবে কী করে? মিসেস মুনরোর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি আগ্রহী হননি। আর জিমি তো মায়ের কাছে প্রসঙ্গটা তুলেই এক ধমক খেয়েছে। মিসেস পারকার ওকে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, বড়দের নিয়ে মাথা না ঘামাতে। এখন যে কী হবে!

হঠাৎ ভাবনায় ছেদ পড়ল অয়নের। ট্রেনের আওয়াজ হঠাৎ বদলে গেছে। ব্যাপার কী? জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখল, বিশাল একটা ব্রিজে উঠেছে ট্রেনটা—কলোরাডো নদী অতিক্রম করছে ওরা। নদীর পানিতে রোদের ঝিলিমিলি।

ঠিক তক্ষুণি করিডোরে একটা চিৎকার শোনা গেল।

'বাঁচাও! বাঁচাও!! ট্রেনে আগুন লেগেছে!'

দুই লাফে করিডোরে বেরিয়ে এল অয়ন আর জিমি, পিছু পিছু পারকার দম্পতি আর মিসেস মুনরোও বেরুলেন। করিডোরে মাঝবয়েসী একজন মহিলাকে চেঁচাতে দেখা গেল। চোখ তুলে

সবাই দেখল, সামনের কম্পার্টমেন্টের দরজা দিয়ে ভকভক করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে; এই কম্পার্টমেন্টেও ছড়িয়ে পড়েছে কিছুটা। কর্কশ শব্দে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে চলেছে। কে যেন চেইন টানতেই ট্রেন থেমে গেল।

আশেপাশের কেবিন থেকেও অনেক যাত্রী বেরিয়ে এসেছে। কয়েকজন আগুন নেভানোর জন্য ছুটে গেল, কিন্তু একটু পরই খকখক করে কাশতে কাশতে তাদেরকে পিছিয়ে আসতে হলো। ধোঁয়া খুব বেশি।

এই সময় কোথা থেকে যেন একজন অ্যাটেনডেন্ট উদয় হলো। সে চেঁচিয়ে বলল, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, কেউ উত্তেজিত হবেন না! ওটা একটা খালি কামরা, কোনও যাত্রী নেই। এক্ষুণি আগুন নিভিয়ে ফেলা হবে। আপনারা যে-যার কেবিনে দয়া করে ফিরে যান।'

কিন্তু এ যেন বিনে পয়সার সার্কাস, কেউ নড়ল না। তামাশাটা অয়নও দেখছিল, কিন্তু কী যেন মনে পড়তেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও। জিমির হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'কেবিনে... জলদি!'

ঠাস করে মিসেস মুনরোর কেবিনের দরজা খুলল অয়ন। দেখল, ভিতরে সেই মাঝবয়েসী মহিলাটা বসে আছে, যে আগুন দেখে সবার আগে চেঁচামেচি করছিল। পাশের জানালাটা খোলা। অবাক হয়ে ঘাড় ঘোরাল মহিলা।

'আপনি এখানে কী করছেন, ম্যাডাম?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল অয়ন। 'এটা তো আপনার কেবিন না।'

'ধোঁয়া দেখে মাথা ঘোরাচ্ছিল,' কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বলল মহিলা। 'তাই একটু টাটকা বাতাসের জন্য...'

'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না,' আশ্বাস দিল অয়ন। 'আগুনটা তেমন সিরিয়াস নয়।'

'তাই নাকি? বাঁচা গেল!' উঠে দাঁড়াল মহিলা। 'যাক গে,

এখন অনেকটা ভাল লাগছে। আমি তা হলে যাই।'

'এক মিনিট,' বাধা দিল অয়ন। 'এভাবে তো আপনি যেতে পারবেন না।'

'মানে!' মহিলা অবাক।

গলায় মধু ঢেলে অয়ন বলল, 'আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, ম্যাডাম।'

'বাচ্চা ছেলে, তোমার সাহস তো কম না!' রেগে গেল মহিলা। 'আমাকে বাধা দিচ্ছ!'

'অতশত বুঝি না, আপনি যেতে পারবেন না।'

'এক চড়ে সবক'টা দাঁত ফেলে দেব, বেয়াদব!'

'চড়-থাপ্পড় যা-ই দিন,' সুর মেলাল জিমি, 'আপনি এখানেই থাকছেন।'

রেগে মেগে আরও কী কী যেন বলতে যাচ্ছিল মহিলা, এই সময় জিমির বাবা-মা আর মিসেস মুনরো দরজায় উদয় হলেন।

'আরে! ইনি কে?' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন ডা. পারকার। 'হচ্ছেটা কী এখানে?'

'উনি একজন অবাঞ্ছিত অতিথি, আঙ্কেল,' জানাল অয়ন।

'কী!' খেপে গেল মহিলা। 'আমি অবাঞ্ছিত অতিথি?'

মহিলাকে পাত্তা না দিয়ে অয়ন মিসেস মুনরোকে বলল, 'ডেইজি আন্টি, দেখুন তো আপনার জুয়েলারি বক্সটা ঠিক আছে কি না?'

টেবিল থেকে বক্সটা তুলে নিলেন মিসেস মুনরো। ঢাকনা খুলে ভিতরে উঁকি দিয়েই হাহাকার করে উঠলেন তিনি।

'হায় হায়! সর্বনাশ হয়েছে! আমার এতসব দামি দামি অলঙ্কার... সব গায়েব!'

অয়নকে দেখে মনে হলো না খুব একটা অবাক হয়েছে। ও বলল, 'মনে হচ্ছে কণ্ডাক্টরকে ডাকার সময় হয়েছে। জিমি, এক দৌড়ে যা। আর কণ্ডাক্টরকে বলিস, আগুন নিয়ে উতলা হবার কিছু

নেই। ওটা সম্ভবত একটা স্মোক-বম্ব ছাড়া আর কিছু নয়। তুই যা, আমরা ততক্ষণ এই অবাঞ্ছিত অতিথির উপর নজর রাখছি।'

'এসব ষড়যন্ত্র!' চেঁচিয়ে উঠল মহিলা। 'কায়দা করে আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে। আমি কিছু করিনি, আমাকে যেতে দিন।'

'যদি সত্যিই কিছু না করে থাকেন,' বললেন ডা. পারকার, 'তা হলে ভয় কী? আসুক না কণ্ডাকটর!'

'পস্তাবেন!' শাসাল মহিলা। 'এই আমি বলে দিচ্ছি।'

অয়নের কথাই ঠিক। স্মোক-বম্বটা ইতোমধ্যে খুঁজে পেয়েছে ট্রেনের লোকজন। কণ্ডাক্টর তো মহাখাপ্পা। তার ধারণা, কেউ তামাশা করে ওটা ফাটিয়েছে। লোকটাকে পেলে আচ্ছাসে দু'ঘা লাগিয়ে দিত। অবশ্য জিমি বুঝতে পারছে, পুরো ব্যাপারটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যা হোক, সে-সব ব্যাখ্যা না করে শুধু চুরির কথা বলে কণ্ডাক্টরকে ডেকে নিয়ে এল ও। একটু পরই ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল।

'কী ব্যাপার?' কেবিনে ঢুকে জানতে চাইল কণ্ডাক্টর। 'কী হয়েছে, জানতে পারি?'

সংক্ষেপে তাকে ঘটনাটা জানালেন ডা. পারকার। সব শুনে মাথা ঝাঁকাল সে। তারপর মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা জানতে পারি, ম্যাডাম?'

'জুলিয়া এভারেট,' বলল মহিলা। 'লোকে আমাকে মাদাম জুলিয়া বলে।'

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'সল্ট লেক সিটি।'

'কিছু মনে করবেন না, ম্যাডাম,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল কণ্ডাক্টর। 'এই পরিস্থিতিতে আপনার দেহতল্লাশি করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই।'

'যদি আমি রাজি না হই?'

'সেক্ষেত্রে আইওয়াতে পৌঁছে পুলিশে রিপোর্ট করতে হবে আমাকে। ততক্ষণ আপনি নজরবন্দি থাকবেন।'

'ওরাও তো তল্লাশি করবে,' শ্বাস ফেলল মাদাম জুলিয়া। 'বেশ, এখনই সেটা করে ফেলুন।'

'গুড, আমি তা হলে একজন মহিলা অ্যাটেণ্ড্যান্ট ডাকছি।'

পরবর্তী আধঘণ্টা যেন একটা ঘোরের মধ্যে কাটল। মিসেস পারকার এবং মিসেস মুনরোর উপস্থিতিতে মাদাম জুলিয়ার দেহতল্লাশি করা হলো। শুধু তাই নয়, পুরো কেবিনের আনাচে-কানাচে তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু তাতে অবস্থার হের-ফের হলো না। মাদাম জুলিয়া কেন, কেবিনেই অলঙ্কারগুলো পাওয়া গেল না। মহিলাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো কণ্ডাক্টর।

যাবার সময় ডা. পারকারের সামনে এসে একটা বাঁকা হাসি দিল মাদাম জুলিয়া। বলল, 'পস্তাবেন, বলেছিলাম না?'

গটমট করে হেঁটে চলে গেল সে।

চার

ধপ করে সিটের উপর বসে পড়ল সবাই। হতাশায় মুখ কালো হয়ে গেছে সবার।

'হায় হায়!' কপাল চাপড়ালেন মিসেস মুনরো। 'আমার সব গেল। কয়েক লাখ ডলারের অলঙ্কার ছিল বাক্সতে। সব শেষ।'

'আমার এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না,' মাথা নাড়ল অয়ন। 'অলঙ্কারগুলো গেল কোথায়?'

'কিছুই বাঁচাতে পারিসনি?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস পারকার।

'গলার নেকলেস আর এই আংটিটা,' বাঁ হাত তুলে একটা হীরের আংটি দেখালেন মিসেস মুনরো। 'সকালে কী ভেবে এ-দুটো পরেছিলাম, নইলে এগুলোও যেত।'

'এর ভিতর ঘাপলা আছে,' চিন্তিত গলায় বলল অয়ন। 'এতগুলো অলঙ্কার তো আর বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না।'

'শুরু হলো খুদে শার্লক হোমসের গোয়েন্দাগিরি!' মন্তব্য করলেন ডা. পারকার।

'মানে!' মিসেস মুনরো বিস্মিত হলেন।

'আর বলিস না, বাচ্চাদের পাগলামি!' বললেন মিসেস পারকার। 'এই দু'জনে কিছুদিন হলো শখের গোয়েন্দা সেজেছে। পাগলামি আর কাকে বলে!'

'তবে কাজ কিন্তু ওরা ভালই করে,' ছেলেদের হয়ে ওকালতি করলেন ডা. পারকার। 'বেশ কয়েকটা রহস্য সমাধান করেছে। এই তো, ক'দিন আগেই একটা হীরের নেকলেস চুরির রহস্য ভেদ করল। পুলিশ পর্যন্ত প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে।'

'আর নেভাদায় গিয়ে যে মরতে বসেছিল, সেটা বলছ না কেন?' মুখ ঝামটা দিলেন মিসেস পারকার। 'কাজ নেই বাপু গোয়েন্দাগিরির। কবে গুণ্ডা-পাণ্ডার হাতে জান খোয়াবে!'

'আরে দূর! এসব কাজে বিপদ একটু-আধটু হয়ই। ভয় পেলে চলে?'

'কেসটা আমাদের দিন, আন্টি,' উৎসাহ পেয়ে বলে উঠল জিমি। 'দেখুন না, চোরটাকে কীভাবে পাকড়াও করি।'

'দিয়ে দিন, দিয়ে দিন,' মিসেস মুনরোকে ইতস্তত করতে দেখে বললেন ডা. পারকার। 'বলা যায় না, সত্যি সত্যি ধরেও ফেলতে পারে।'

'ঠিক আছে,' দ্বিধা ঝেড়ে বললেন মিসেস মুনরো। 'তোমাদের

ভাড়া করলাম আমি।'

'গ্রেট!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল জিমি।

'কেস ফি'র পার্সেন্টেজ কিন্তু আমাকে দিতে হবে,' বললেন ডা. পারকার। 'একটা কেস পাইয়ে দিলাম।'

'নিশ্চয়ই!'

'কিছু প্রশ্ন করি,' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল অয়ন। 'অলঙ্কারগুলো শেষ কখন দেখেছেন আপনি, আন্টি?'

'আজ সকালে,' জানালেন মিসেস মুনরো। 'আংটি আর নেকলেসটা বের করার জন্য বাক্সটা খুলেছিলাম।'

'বাকি সব অলঙ্কার ঠিকঠাক ছিল?'

'খুঁজে তো দেখিনি, তবে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। অবশ্য কেউ যদি দু-একটা আংটি বা কানের দুল সরিয়ে থাকে, সেটা বোঝার কথা না।'

'ধরে নিলাম সরায়নি। আপনার কেবিন গোছগাছ করার জন্য অ্যাটেনড্যান্ট এসেছিল কখন?'

'আমি তখন ব্রেকফাস্টের জন্য ডাইনিং কারে গিয়েছিলাম। ওই ফাঁকেই করেছে।'

'বাক্সটা?'

'আমার সঙ্গেই ছিল। ওটা কখনও আমি হাতছাড়া করি না।'

'তা হলে অ্যাটেনড্যান্টও বাদ। বাকি সময়টা তো আমরাই আপনার সঙ্গে ছিলাম। ভারি গোলমেলে ব্যাপার!'

'চুরিটা তা হলে করল কে?' প্রশ্ন করলেন মিসেস পারকার।

'মাদাম জুলিয়া,' বলল অয়ন। 'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না, অলঙ্কারগুলো গেল কোথায়? খুব বেশি সময় পায়নি সে। বড়জোর দু'তিন মিনিট। এর ভিতরে বাক্স খুলে সেগুলো বের করে কোথায় লুকাতে পারে সে?'

'হয়তো অন্য কারও মাধ্যমে পাচার করে দিয়েছে,' বললেন

ডা. পারকার।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল অয়ন। 'তাও সম্ভব নয়। দরজার উপর চোখ রেখেছিলাম আমি। কেবিন থেকে কাউকে বেরুতে দেখিনি।'

'জানালা দিয়ে পাচার করেনি তো?' হঠাৎ বলল জিমি। 'জানালাটা খোলা ছিল।'

'বিশ্বাসযোগ্য,' স্বীকার করল অয়ন। 'সমস্যা একটাই। ওই সময় আমরা একটা ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। তলায় ছিল কলোরাডো নদী। কারও পক্ষে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। খোলা জানালা দিয়ে অলঙ্কারগুলো বড়জোর পানিতে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু লাখ লাখ ডলারের অলঙ্কার একটা পাগলও পানিতে ফেলবে না।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল অয়ন। তারপর হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। মিসেস মুনরোকে বলল, 'আন্টি, আপনার ওই আংটিটা আমাকে একটু দেবেন?'

'শিয়োর,' অবাক হলেও আংটিটা খুলে অয়নের হাতে দিলেন মিসেস মুনরো।

জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখল ও। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি খাঁটি হীরে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখা যাক,' বলে আংটির হীরেটা দিয়ে জানালার কাঁচে আঁচড় কাটল অয়ন। অবাক ব্যাপার, তাতে কোনও দাগ পড়ল না। অয়নের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এটা দেখে। বলল, 'ও! ব্যাপার তা হলে এই?'

'ক্... কী ব্যাপার?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জিমি।

'মাই ডিয়ার জিমি,' খুশি খুশি গলায় বলল অয়ন, 'এই মাত্র রহস্যটা সমাধান করে দিয়েছিস তুই!'

'তাই নাকি?' জিমি বোকা বোকা কণ্ঠে বলল। 'সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল অয়ন।

'বলো কী?' ডা. পারকারও অবাক হয়েছেন। 'কেস নিতে না নিতেই সলভ করে ফেললে?'

'ঠিকই ধরেছেন, আঙ্কেল।'

'অলঙ্কারগুলো কোথায়, বলতে পারবে?'

'পারব, তবে এখুনি বলব না আঙ্কেল। আগে কিছু প্রমাণ দরকার। চোরটাকেও হাতে-নাতে ধরতে হবে কি না!'

'এই যাহ্,' অধৈর্য শোনাল ডা. পারকারের কণ্ঠ। 'এটা কেমন কথা?'

'একটু ধৈর্য ধরুন, আঙ্কেল। এই ফাঁকে আমি আর জিমি একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইলেন মিসেস পারকার।

'মাদাম জুলিয়ার পিছনে,' বলল অয়ন। 'ডেইজি আণ্টি, আংটিটা আমার কাছে থাক। কাজে লাগবে।'

'বেশ,' বললেন মিসেস মুনরো। 'সাবধানে থেকো।'

'নিশ্চয়ই!' বলে দু'বন্ধু কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ

অবজারভেশন ডেকে মাদাম জুলিয়ার দেখা পেল ওরা—মুখোমুখি চেয়ারে বসে দাড়ি-গোঁফঅলা এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে। চট করে কোণের দুটো চেয়ার দখল করল দু'বন্ধু, এমনভাবে বসল যেন জুলিয়া আর রহস্যময় লোকটা ওদের দেখতে না পায়। অয়ন

বলল, 'হুঁ, তা হলে ইনিই সেই ভদ্রলোক?'

'তুই জানতি, মাদাম জুলিয়া এই লোকের সঙ্গে দেখা করবে?' জিমি প্রশ্ন করল।

'জানতাম না, তবে অনুমান করেছিলাম। দেখা যাচ্ছে ভুল করিনি।'

একটু পরই কথাবার্তা শেষ হলো। মাদাম জুলিয়া উঠে একদিকে চলে গেল। দাড়িঅলা লোকটাও উঠল।

'তাড়াতাড়ি চল, ব্যাটাকে ফলো করতে হবে।' জিমির হাত ধরে টান দিল অয়ন।

একটু দূরত্ব রেখে অনুসরণ করল ওরা। লোকটা গিয়ে ঢুকল ডাইনিং কারে। একটা টেবিল দখল করে বসল।

'এবার?' ভুরু নাচাল জিমি।

'লোকটার পাশের টেবিলটা খালি। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল অয়ন। তারপর জিমিকে বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। শোন।'

পুরোটা শুনে মাথা ঝাঁকাল জিমি। তারপর দু'জনে কথা বলতে বলতে পাশের টেবিলটায় গিয়ে বসল।

'কী একটা দিন গেল, তাই না?' লোকটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল জিমি।

'হ্যাঁ, রীতিমত দুর্ধর্ষ চুরি,' বলল অয়ন, হাতের ভিতর আংটিটা এমনভাবে নাড়াচ্ছে, যেন লোকটা তাকালেই দেখতে পায়। 'তবে ডেইজি আন্টিও কম চালাক নন। চোরটাকে কেমন বোকা বানালেন, ভেবেছিস?'

'তা তো বটেই,' মাথা দোলাল জিমি। 'আসল অলঙ্কার কার্গো হোল্ডে রেখে ইমিটেশন দিয়ে বাক্স ভরে রাখা... ব্রিলিয়ান্ট! অথচ কী অভিনয়টাই না করলেন—যেন সত্যিই অলঙ্কার চুরি হয়েছে। হিঃ হিঃ হিঃ!'

'শ্ শ্ শ্,' ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে বলল অয়ন। 'আস্তে।

কখন কে শুনে ফেলে!'

'তুই-ই বা আংটিটা ওভাবে নাড়াচ্ছিস কেন? ডেইজি আন্টি ওটা তোকে সামলে রাখার জন্য দিয়েছেন, খেলতে না। তা ছাড়া কেউ দেখে ফেললেই তো বুঝে ফেলবে, অলঙ্কার আসলে চুরি যায়নি।'

ওদের কথা শুনেই চঞ্চল হয়ে উঠল লোকটা। তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল সে। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেল দু'বন্ধুর, পরিকল্পনার প্রথম অংশ সফল হয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যার কথা। মিসেস মুনরো যে-কম্পার্টমেন্টে রয়েছেন, সেটার নীচতলায় কার্গো হোল্ডে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে অয়ন আর জিমি। ইতোমধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। মালামালের স্তূপের ভিতর বসে থাকতে থাকতে ওদের হাত-পা টনটন করছে।

'ধেত্তেরি,' বিরক্তস্বরে একসময় বলল জিমি। 'এভাবে আর কতক্ষণ? ব্যাটা মনে হচ্ছে আসবে না।'

'আসবে,' নিশ্চিত স্বরে বলল অয়ন। 'যে-টোপ দিয়েছি, আসতে সে বাধ্য।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' ভেঙচি কাটল জিমি। 'ততক্ষণে আমরা অচল হয়ে যাব। অলরেডি সমস্ত জয়েন্টে খিল ধরে গেছে। উফ্, কী যন্ত্রণা রে, বাবা!'

'কী শুরু করলি?' ধমক দিল অয়ন। 'একটু চুপ করে বস তো!'

'চুপ করব মানে! সারা শরীর ব্যথা হয়ে গেল...'

'সেই কখন থেকে ভাঙা রেডিওর মত প্যাঁ প্যাঁ করে যাচ্ছিস, একটু চুপ কর না রে, ভাই!'

'কী! আমি ভাঙা রেডিও?'

'আমি এখন ঝগড়া করতে পারব না। দ্যাখ জিমি, আর

একটা কথা বললে কিন্তু দু'ঘা মেরে তোকে বেহুঁশ করে ফেলব। শেষ মুহূর্তে তোর জন্য আমি কোনও কিছু পণ্ড হতে দেব না।'

'এত বড় কথা?' রেগে গেল জিমি। 'আজ তোর একদিন কী...'

'শ্ শ্ শ্,' ওকে চুপ করার জন্য ইশারা করল অয়ন। 'কে যেন আসছে।'

খুট করে একটা শব্দ হলো—সিঁড়ির উপরের দরজাটা খুলে গেছে। কার্গো হোল্ডের ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে একটা আবছা ছায়ামূর্তি নীচে নামতে শুরু করল। অন্ধকারে আরও মিশে যাবার চেষ্টা করল অয়ন আর জিমি। নীচে নেমে একটু থামল মানুষটা। তারপর টর্চ নিয়ে একপাশ থেকে লাগেজের ট্যাগ দেখতে শুরু করল। আবছা ভাবে তাকে দেখতে পেল ওরা। দাড়ি-গোঁফঅলা সেই লোকটা।

দম নিয়ে উঠে দাঁড়াল অয়ন। বলল, 'ওখানে খুঁজে লাভ নেই, সার। অলঙ্কারগুলো পাবেন না।'

চমকে উঠল লোকটা। ঝট করে ঘুরে দুই বন্ধুকে দেখতে পেল। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'তো...ত্... তোমরা কারা?'

'আমি অয়ন হোসেন। আর ও হলো জিমি পারকার। আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?'

জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল লোকটা। কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

'ঠিক আছে, আমিই বলে দিই।' বলল অয়ন। 'প্যাসেঞ্জার লিস্টে আপনার নাম হ্যারি উডস্টোন লেখা আছে। তবে আপনাকে আমি হেক্টর মুনরো বলে ডাকতেই পছন্দ করব। নাকি ভুল বললাম?'

'কী বলছ যা-তা?'

'আমার ধারণা ভুল বলিনি। আপনার নকল দাড়ি গোঁফ খুললেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।'

'হাহ্! তাই নাকি?'

'জী। প্ল্যানটা অবশ্য আপনি ভালই ফেঁদেছিলেন—প্রায় নিখুঁতই বলা চলে। শুধু একটা ব্লটিং পেপার সব গুবলেট করে দিয়েছে।'

'কী বলছ তুমি নিজেও জানো না, খোকা।'

'জানি সার। নকল অলঙ্কারের কথা জানি, সেগুলো কোথায় গায়েব হলো জানি, মাদাম জুলিয়ার কথা, এমনকী আপনার লেখা চিঠির কথাও জানি।'

'সেক্ষেত্রে তুমি একটু বেশিই জানো, খোকা,' ক্রূর হাসি হাসল হেক্টর মুনরো। 'এত বেশি জানা ভাল নয়। ফলাফল খুব খারাপ হয়। জুলিয়া, বন্দি করো এই দুই বিচ্ছুকে!'

চমকে গেল অয়ন আর জিমি। কথা বলতে বলতে এতই মগ্ন ছিল, কখন যে সিঁড়ি বেয়ে মাদাম জুলিয়া নেমে এসেছে টেরই পায়নি। এই মুহূর্তে সে একটা পিস্তল ধরে রেখেছে ওদের দিকে।

'নিজেদের খুব চালাক ভেবেছ, তাই না?' খিক খিক করে হাসল জুলিয়া।

পরমুহূর্তেই লাফ দিয়ে আলোর সামনে থেকে সরে গেল দু'বন্ধু। মেঝে থেকে ব্যাগ-বাক্স যা পেল, ছুঁড়তে শুরু করল শত্রুর দিকে।

'অ্যাই! অ্যাই! কী করছ তোমরা?' চেঁচাতে থাকল মুনরো। 'থামো বলছি, থামো!'

ছেলেরা কি তাতে থামে? পরিস্থিতিটা বেকায়দা, এ থেকে বাঁচার জন্য কিছু একটা প্রয়োজন। হাতের কাছে যতগুলো ব্যাগ পেল, খুলে হাতাতে লাগল অয়ন। জিমি ততক্ষণ শত্রুদের ব্যস্ত রাখল। হঠাৎ একটা ক্যামেরা পেয়ে গেল অয়ন, উপরে শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট লাগানো—ব্যাটারিও আছে। আর কী চাই? ফ্ল্যাশের সুইচ অন করে দিল ও, তারপর ইশারায় জিমিকে থামতে বলল।

রাগে গরগর করতে করতে কাছে এগিয়ে এল মুনরো আর

জুলিয়া। বলল, 'তোমাদের কপালে ভোগান্তি আছে।'

'তাই?' সকৌতুকে বলল অয়ন, শত্রুদের আসতে দিল কাছে। তারপর দু'জনের মুখের উপর টিপে দিল শাটার।

তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে গেল মুনরো আর জুলিয়ার, কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে গেল পুরোপুরি। মৃদু আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল দু'জনেই। ঝাঁপিয়ে পড়ে মাদাম জুলিয়ার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল অয়ন আর জিমি, মুনরোর হাত থেকেও টর্চটা ছিনিয়ে নেয়া হলো।

'খেলা খতম, সার,' পিস্তল বাগিয়ে বলল অয়ন। 'নড়াচড়া না করলেই ভাল করবেন।'

এই সময় কার্গো হোল্ডের ভিতরের বাতি জ্বলে উঠল। হুড়মুড় করে কণ্ডাক্টরসহ জিমির বাবা-মা আর মিসেস মুনরো হাজির হলেন। তাঁদের আগেই সতর্ক করা হয়েছিল, গোলমাল শুনে ছুটে এসেছেন। তাঁদের দেখে মুচকি হাসল অয়ন। বলল, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, পরিচিত হোন মি. হেক্টর মুনরোর সঙ্গে!'

ছয়

সল্ট লেক সিটিতে নেমে গেলেন মিসেস মুনরো তাঁর স্বামীকে নিয়ে। যাবার আগে অয়ন আর জিমিকে কেস ফি বাবদ পাঁচশো ডলার দিয়ে গেলেন। ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন ভদ্রমহিলা। তাঁর স্বামী যে এমন একটা প্রতারণামূলক কাজ করবেন, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। অবশ্য মি. মুনরোর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ

করেননি, করবেন সে-সম্ভাবনাও কম। এই সুযোগে মাদাম জুলিয়াও ছাড়া পেয়ে গেছে। তবে এসব নিয়ে অয়ন-জিমির মাথা ব্যথা নেই। কেসটা যে সফলভাবে শেষ করা গেছে, এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

যতক্ষণ মিসেস মুনরো ছিলেন, ততক্ষণ এ নাজুক বিষয়ে আলোচনা করা যায়নি। সল্ট লেক থেকে ট্রেন ছাড়ার পর অবজারভেশন ডেকে বসে মিস্টার এবং মিসেস পারকারের কাছে কেসটা ব্যাখ্যা করল দুই বন্ধু।

'পুরো ঘটনাটাই নির্ভুল প্ল্যানিং-এর মাধ্যমে ঘটেছে,' বলল অয়ন। 'মি. মুনরোর ব্যবসাতে হঠাৎ করে ধস নামায় তাঁর জরুরি ভিত্তিতে কিছু টাকার প্রয়োজন পড়ে। এজন্যে প্রথমেই তাঁর চোখ পড়ে স্ত্রী'র গয়নার উপর। বন্ধকে হবে না, ওগুলো বিক্রিই করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, ডেইজি আণ্টি কিছুতেই তাঁর শখের অলঙ্কার বিক্রি করতে রাজি হবেন না। এ-কারণে একটা জাল বিছালেন মি. মুনরো। আসল গয়নাগুলো সরিয়ে সেখানে ঠিক একই রকম নকল গয়না রেখে দিলেন। কিন্তু এটা তো বেশিদিন চেপে রাখা যাবে না। কাজেই নকল গয়নাগুলো চুরির প্ল্যান করা হলো। যাতে ডেইজি আণ্টি চোরকে দোষারোপ করে মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেন।'

'কিন্তু এত ঝামেলার কি প্রয়োজন ছিল?' বললেন ডা. পারকার। 'ট্রেন থেকেই কি আসল গয়নাগুলো চুরি করা যেত না?'

'যেত, বাবা,' বলল জিমি। 'সেক্ষেত্রে চোর হয়তো ধরাও পড়ে যেত। কিন্তু মি. মুনরো কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাননি। সে-কারণেই ডেইজি আণ্টির সঙ্গে নকল গয়না দেয়া হলো, যাতে সেগুলো চিরতরে গায়েব করে দেয়া যায়। আর চোরাই মালই যদি না থাকে, তা হলে চোর থাকবে কোত্থেকে? ধরা পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। মাদাম জুলিয়ার সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে ব্যবস্থাটা পাকা করলেন মি. মুনরো।'

'কিন্তু গেল কোথায় গয়নাগুলো?' জানতে চাইলেন মিসেস পারকার।

'বলছি, আন্টি,' আবার বলতে শুরু করল অয়ন। 'চিঠিটা... মানে ব্লটিং পেপারটাই ছিল সবচেয়ে বড় সূত্র। বুঝলাম, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কাজেই স্মোক বম্বটা ফাটানোয় বুঝে গেলাম, এটা একটা ডাইভারশন। কথা হচ্ছে আইওয়াতে পৌঁছুনোর আগেই কেন এটা করা হলো? কাজটা তো পুরো জার্নির যে-কোনও একটা সময়ে করলেই চলে। অলঙ্কারগুলো চুরি যাওয়ায় আমি অবাক হইনি, অবাক হলাম সেগুলো পাওয়া না যাওয়ায়। এই সময় জিমি খোলা জানালার কথা উল্লেখ করায় পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আইওয়া পৌঁছুনোর আগেই ট্রেনটা সবচেয়ে বড় ব্রিজ অতিক্রম করে—এজন্যই এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মাদাম জুলিয়াকে তেমন কোনও কষ্ট করতে হয়নি। শুধু জানালা খুলে গয়নাগুলো পানিতে ফেলে দিয়েছে। সেগুলো যদি মাটিতে ফেলা হতো, তা হলে খুঁজে পাওয়া যাবার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই ব্রিজটা বেছে নেয়া।

'এখন কথা হচ্ছে, পানিতে কেন ফেলা হলো? লাখ লাখ ডলারের অলঙ্কার কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ পানিতে ফেলবে না। জবাব একটাই, ওগুলো সব নকল ছিল। আসল মাল আগেই পাচার হয়ে গেছে। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্য ডেইজি আন্টির আংটি দিয়ে জানালার কাঁচে আঁচড় কাটলাম। দেখলাম, হীরে দিয়ে কাঁচ কাটা তো দূরের কথা, আঁচড়ই পড়েনি। মানে জিনিসটা নকল। আর বাক্সের একটা জিনিস নকল হলে বাকিগুলো যে আসল হবে, এমনটা ভাবার কোনও কারণই নেই।

'এবার প্রশ্ন জাগছে, আসল গয়না কে সরিয়েছে? সেটা খুব সহজেই বোঝা গেল—হেক্টর মুনরো। আসলগুলোর মত নকল গয়না তৈরি করানো তার পক্ষেই সম্ভব। শুধুমাত্র তিনিই জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রীর কয়টা অলঙ্কার আছে, সেগুলো দেখতে কেমন।

এটা একটা দুধের শিশুও বুঝতে পারবে। অতএব, ডেইজি আন্টি যদি জানতে পারেন সমস্ত গয়নাই নকল, তা হলে নির্দ্বিধায় স্বামীকেই সন্দেহ করবেন। তার হাত থেকে বাঁচার জন্যই পুরো চুরির নাটকটা সাজানো হয়েছিল। নাটের গুরু যে মি. মুনরো, চিঠিটাই তার প্রমাণ।'

'কিন্তু মুনরো যে ট্রেনেই আছে, তা তুমি কী করে জানলে?' জিজ্ঞেস করলেন ডা. পারকার।

'এটা অবশ্য জানতাম না,' স্বীকার করল অয়ন। 'তবে অনুমান করেছিলাম। পুরো ব্যাপারটা যেভাবে প্ল্যান করা হয়েছে, তাতে শেষটা দেখার জন্য যে-কেউই কাছাকাছি থাকতে চাইবে। তা ছাড়া সল্ট লেকে মি. মুনরোর কোনও কাজ ছিল না, তাই এক সপ্তাহ আগে সেখানে গিয়ে বসে থাকারও কোনও মানে হয় না। এই সময়টা তিনি স্যান ফ্রান্সিসকোতেই ঘাপটি মেরে ছিলেন। যথাসময়ে চেহারা পাল্টে ট্রেনে উঠে পড়েছেন। সল্ট লেকে গিয়ে শুধু ভোল পাল্টে স্ত্রীকে রিসিভ করলেই চলে। তাই ধরে নিলাম, তিনি ট্রেনেই আছেন। মাদাম জুলিয়াকে ফলো করে তাঁকে পেয়েও গেলাম। গোটা ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছিলাম আমি, কাজেই একটা ভুয়া গল্প শুনিয়ে তাঁকে ভড়কে দিতে অসুবিধে হলো না। মরিয়া হয়ে কার্গো হোল্ডে তল্লাশি করতে গেলেন তিনি। ব্যস, ওটাই ছিল ফাঁদ।'

'হুফ্!' শব্দ করে শ্বাস ফেললেন ডা. পারকার। 'কী এক জটিল চরিত্র! ওর একটা শাস্তি হওয়া উচিত ছিল।'

'যা হয়েছে কম কী?' বললেন মিসেস পারকার। 'বউয়ের সামনে আর কোনোদিন চোখ তুলে তাকাতে পারবে? শাস্তি তো দরকার ছিল ওই জুলিয়াটার।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো জিমি। 'পাক্কা হারামি মহিলা। মি. মুনরো যে ওকে কোত্থেকে জোগাড় করেছিলেন কে জানে?'

'শাস্তি অবশ্য তাকে একটা দিয়েছি আমি,' বলল অয়ন,

মিটিমিটি হাসছে।

'কী?' সবাই অবাক!

'জেরার সময় সে যখন ঘন ঘন পানি খাচ্ছিল, তার গ্লাসে পারকার আঙ্কেলের ব্যাগ থেকে ক'টা ট্যাবলেট গুলে দিয়েছিলাম। এত নার্ভাস ছিল, কিচ্ছু টের পায়নি।'

'তাতে লাভটা কী হলো?' জিমি শুধাল।

'ওতে কী আর লাভ হয়?' মুখের হাসি বিস্তৃত হলো অয়নের। 'আগামী কয়েকদিন ঘন ঘন বাথরুমে ছুটতে হবে তাকে, আর খেতে হবে কয়েক গ্যালন ওরস্যালাইন।'

সমস্বরে হেসে উঠল সবাই। ওদের সঙ্গে তাল দেবার জন্যই যেন বেজে উঠল ট্রেনের হুইসেল।

হ্যারোভিলের রহস্য

এক bangla book's direct link

কুউউ... ঝিক ঝিক ঝিক!

তীক্ষ্ণ হুইসেল আর চাকার ছন্দোবদ্ধ আওয়াজের পর পুরনো স্টিম ইঞ্জিনের প্রথম যে-চিহ্ন দেখতে পেল অয়ন, জিমি আর রিয়া—তা হলো এক রাশ সাদা ধোঁয়া। স্টেশনে পৌঁছুনোর আগে বড় একটা বাঁক পেরিয়ে এসেছে রেললাইন, বাঁকের মাঝখানে রয়েছে নানা রকম গাছগাছালি আর পুরনো বাড়িঘর... ওগুলোর উপর দিয়ে উঁকি দিল সাদা ধোঁয়ার মেঘ। কাঁপুনি উঠল রেললাইনের লোহার পাতে। সেই কাঁপুনির পিছু পিছু বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কালো রঙের বিশাল এক যন্ত্রদানব, হেলে-দুলে স্টেশনের দিকে আসছে।

ব্রেক কষার কর্কশ আওয়াজ হলো। আবার হুইসেলের তার টানল ট্রেনের চালক, কালো ইঞ্জিনটা যেন আর্তনাদ করে উঠল তাতে। গতি কমিয়ে থামতে শুরু করল প্ল্যাটফর্মের পাশে। ঝকঝক করছে পুরো ইঞ্জিন—বডি, চাকা... এমনকী হুইল কানেক্টিং রডগুলোও পালিশ করে চকচকে করে তোলা হয়েছে। কালো রঙের সেন্ট্রাল ফিউজেলাজের গায়ে দেখা যাচ্ছে একটা মেটাল সাইন—সবুজের পটভূমিতে সোনালি হরফে জ্বলজ্বল করছে ইঞ্জিনের নাম: *সেকুইয়া।*

বাষ্পের মেঘ ভেদ করে ইঞ্জিনের পিছনে উদয় হলো ট্রেনের বাকি অংশ—প্রথমে দেখা গেল কয়লা আর পানিবাহী টেণ্ডার.

তারপর প্রাচীন ছ'টা কম্পার্টমেন্ট কার... পুরনো আমলের উঁচু ক্যারিজের মত। হ্যারোভিল রেলরোড মিউজিয়াম কোম্পানির নাম লেখা আছে প্রতিটার গায়ে। ট্রেনটা ওই মিউজিয়ামের সম্পত্তি।

হিসহিস, ক্যাঁচকোঁচ, গুমগুম... নানা ধরনের আওয়াজ করতে করতে প্ল্যাটফর্ম ঘেঁষে থমকে দাঁড়াল ট্রেন। কানের উপর চলতে থাকা অত্যাচারের কবল থেকে রেহাই মিলল অবশেষে। জিমির গলা শুনতে পেল অয়ন।

'উফ্, কী সুন্দর!' বলল ওর বন্ধুটি। 'অয়ন, দেখেছিস? মনে হচ্ছে ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে।'

'লোকজন এত কম কেন?' প্রায় শূন্য প্ল্যাটফর্মের উপর চোখ বোলাল রিয়া। 'আরও অনেক বেশি যাত্রী দেখব ভেবেছিলাম।'

ভুল বলেনি ও। ওরা ছাড়া আর-মাত্র চারজন যাত্রীকে দেখা যাচ্ছে—তিনজন পুরুষ আর এক মহিলা। ট্রেন থামতেই তারা এক নম্বর কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ল।

পিছনের কম্পার্টমেন্ট একদম খালি। অয়ন বলল, 'ভালই হলো, ওটায় উঠতে পারব আমরা। ওখান থেকে আঁকবাঁকের দৃশ্য ভালমত দেখা যাবে।'

যার যার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে এগোল তিন বন্ধু। দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল অয়ন, কিন্তু ওটা ধরার আগেই ঝট্ করে খুলে গেল পাল্লা। মুখে গুটি গুটি দাগঅলা ওদেরই বয়সী একটা ছেলে বেরিয়ে এল। পরনে হ্যারোভিল রেলরোড মিউজিয়াম কোম্পানির সবুজ-সোনালি ইউনিফর্ম। মাথায় টুপি। হাতে একটা ক্লিপবোর্ড। তীক্ষ্ণ চোখে নিরীখ করল তিন বন্ধুকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ,' রিয়া বলল। 'মিস্টার ভিনসেন্ট ওয়েস্টমোর পাঠিয়েছেন। উনি আমার বাবা।'

'যা-ই হোক,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ছেলেটা। 'ট্রেনে কোনও জায়গা নেই। তোমরা ফিরে যাও।'

'কী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিমি। 'জায়গা নেই মানে? সব সিট তো খালিই দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকেও মাত্র চারজন যাত্রী উঠেছে। অতলবটা কী তোমার?'

'বাকি সিটগুলো রিজার্ভড্,' নির্বিকার গলায় বলল ছেলেটা। 'বাড়ি ফিরে যাও। বড়লোকের ছেলেমেয়ে তোমরা... সময় কাটানোর জন্য অন্য কিছু খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না।'

উল্টো ঘুরে চলে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু অয়ন ওর কাঁধে হাত রেখে থামাল।

'দাঁড়াও।' অয়ন বলল। 'তুমি এভাবে আমাদেরকে বাধা দিতে পারো না। হ্যারোভিলের রেলওয়ে মিউজিয়ামে যেতে হবে আমাদেরকে... এবং সেটা আজই। মিউজিয়ামের ডিরেক্টর মি. রোজেনবার্গের খাস্ অতিথি আমরা, তাঁর পাঠানো কার্ডও আছে সঙ্গে। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তোমারও জানা আছে, নইলে ট্রেন থেকে নেমেই আমরা লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছি কি না জানতে চাইতে না। কাজেই ট্রেনে আমরা উঠছি... তুমি চাও বা না-ই চাও।'

লাল হয়ে উঠল ছেলেটার চেহারা। একবার মনে হলো রাগে ফেটে পড়বে, পরক্ষণে মত পাল্টাল। ঘুরে হন হন করে অন্য বগির দিকে চলে গেল।

'ওর সমস্যা কী?' বিরক্ত গলায় বলল জিমি। 'এ-রকম করল কেন?'

'তোমার ডিওডোর‍্যান্টের গন্ধ হয়তো পছন্দ হয়নি,' টিটকিরির সুরে বলল রিয়া।

'কী বললে?' চটে উঠল জিমি। 'কোন্ ব্র্যাণ্ডের ডিওডোর‍্যান্ট মেখেছি, জানো? *বিচ বাবল*—সবচেয়ে ভাল ব্র্যাণ্ডগুলোর একটা। এই গন্ধ যদি পছন্দ না হয়, ধরে নিতে হবে মানুষটার নাক-ই নেই!'

'বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা পরালেই কি সেটা রাজপুত্র হয়ে

যায়?'

'কী-ই-ই-ই!' চেঁচিয়ে উঠল জিমি। 'আমি বাঁদর?' শার্টের হাতা গোটাতে শুরু করল। 'আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন!'

'ভয় পাই না,' হাত মুঠো করল রিয়া। 'এসো, এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি, কত ধানে কত চাল।'

দু'জনের মারামারি বেধে যাবার উপক্রম। অয়ন ধমকে উঠল, 'থামবি তোরা? ফালতু একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করছিস। ছেলেটা কেন আমাদেরকে পছন্দ করছে না, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।'

'তা-ই?' ওর দিকে ফিরল জিমি। নাকি সুরে বিদ্রূপ করে বলল, 'তা হলে একটু বুঝিয়ে দিন না, মহাজ্ঞানী অয়ন হোসেন! এই ধরাধামে জন্ম নেয়া ছাড়া আর কী অপরাধ করেছি আমরা ওর চোখে?'

'ভিনসেন্ট আঙ্কেলের পক্ষ থেকে এসেছি আমরা,' সংক্ষেপে জবাব দিল অয়ন।

'তাতে দোষের কী আছে?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল রিয়া।

'আমাদের চোখে নেই, কিন্তু ওর দিকটা ভাবো,' অয়ন বলল। 'হ্যারোভিল রেলরোড মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারমানে এই লাইনে ট্রেনটাও আর চলবে না। এ-অবস্থায় আমরা এসেছি তোমার বাবার প্রতিনিধি হিসেবে... মিউজিয়ামের কালেকশন কিনে নেয়া যায় কি না, সেটা দেখতে। কণ্ডাক্টর হিসেবে চাকরি করে ছেলেটা, কাজ হারাতে চলেছে... আমাদেরকে শত্রু ভাবাটাই কি স্বাভাবিক নয়?'

'কিন্তু আমরা তো ওর মিউজিয়াম বন্ধ হবার জন্য দায়ী নই!' প্রতিবাদ করল জিমি।

'একেবারে নই, তা-ই বা বলি কী করে?' অয়ন কাঁধ ঝাঁকাল।

'মি. ওয়েস্টমোর যদি সমস্ত কালেকশন কিনে নেন, তা হলে মিউজিয়াম আর চালু থাকবে কীভাবে?'

'এ-সব জ্ঞানকথা পরে ঝাড়িস,' জিমি বিরক্তসুরে বলল। 'চল উঠি, নইলে আমাদের ফেলেই চলে যাবে ট্রেন।'

দরজা খুলে পিছনের কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ল তিন বন্ধু, বর্তমান ছেড়ে যেন পা রাখল অতীতে।

কম্পার্টমেন্টের ভিতরে রয়েছে গদিমোড়া বারোটা সিঙ্গেল সিট—প্রত্যেকটা দেখতে পিঠ-উঁচু সোফার মত। চারটার সেট—মুখোমুখি দুটো করে। সিটগুলো সবুজ মখমলে মোড়া, হাতলগুলো নকশাদার। সিটের সামনে টেবিল—গাঢ় রঙের কাঠের তৈরি, গায়ে কারুকাজ। মাথার উপরে লাগেজ রাখার তাক। দেয়ালগুলো ওয়ালপেপারে ঢাকা।

তাকে ব্যাগ রেখে মুখোমুখি তিনটা সিট বেছে নিল তিন বন্ধু। সবার আগে বসল জিমি। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল সিটের তলার স্প্রিং। নড়াচড়ার চেষ্টা করতেই আরও জোরে প্রতিবাদ জানাল। ফিক করে হেসে ফেলল রিয়া।

'হেসো না,' গরম গলায় বলল জিমি। 'আমার কোনও দোষ নেই। সিটগুলো নির্ঘাত গোল্ড রাশের জামানার।'

'আমার তা মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল অয়ন। সাবধানে জিমির মুখোমুখি বসল ও, যাতে শব্দ না হয়। ওর পাশে বসল রিয়া।

'হ্যারোভিলে যাবার এই রেললাইন তৈরি হয়েছে ১৯০২ সালে।' জ্ঞান দেবার সুযোগ পেয়ে গেছে অয়ন, শুরু করল বক্তৃতা। 'সে-আমলে টেলিফোন আর লাইট বালব আবিষ্কৃত হয়েছিল, ফলে হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল কপার ওয়ায়্যার... মানে তামার তারের চাহিদা। নেভাদার তামা-খনিগুলো থেকে উত্তোলন করা আকরিক তাই পরিবহন করা হতো রেলগাড়িতে, গলানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হতো দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে।

অবশ্য শুধু আকরিক নয়; রেলপথে যাত্রী, কার্গো আর লাইভস্টকও পরিবহন করা হতো...'

'অ্যাই, লেকচারবাজি থামা তো!' বিরক্ত হয়ে বলল জিমি। 'ইতিহাসের ক্লাস করার জন্য আসিনি তোর সঙ্গে।'

একটু যেন মনঃক্ষুণ্ন হলো অয়ন। নতুন কোথাও যাওয়ার আগে জায়গাটা সম্পর্কে পড়াশোনা করা ওর স্বভাব। জিমি সবসময় এ-নিয়ে খোঁটা মারে। আরে বাবা, জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে খোঁটা দেবার কী আছে? এ তো বদভ্যাস নয়!

'যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল রিয়া।

'হ্যাঁ,' অয়ন সায় দিল। 'চোদ্দ পার্সেন্ট।'

'শুনে খুশি হলাম,' জিমি বলল। 'কিন্তু চোদ্দ পার্সেন্ট মানে কতজন, তা হিসেব করতে যাচ্ছি না। ছুটি কাটাতে যাচ্ছি, মাথায় কোনও জটিল চিন্তা ঢোকাতে রাজি নই।'

'ভুল করছিস,' অয়ন বলল। সময় সময় জটিল এবং রাশভারী কথা বলা ওর স্বভাব। 'মগজটাকে সচল রাখার জন্য বুদ্ধির চর্চা করা চাই। সুস্থ দেহের সঙ্গে সুস্থ মস্তিষ্কের সম্পর্ক কতখানি, তা নিশ্চয়ই জানিস?'

'তোর সুস্থ মস্তিষ্ক যদি সতর্ক না হয়,' হুমকির সুরে বলল জিমি, 'আমার সুস্থ দেহ ওটাকে ছুঁড়ে ট্রেনের বাইরে ফেলে দেবে।'

'বাহ্!' বলে উঠল রিয়া। 'এবার দেখি তোমরা লেগে গেলে!'

'চুপ!' অয়ন ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলল। 'আমাদের নতুন বন্ধু আসছে।'

কণ্ডাক্টরের ইউনিফর্ম পরা ছেলেটাকে দেখা গেল প্ল্যাটফর্মে। প্রতিটা বগির পাশে থেমে ভিতরের যাত্রীদেরকে দেখে নিচ্ছে, হাতের ক্লিপবোর্ডে টুকে নিচ্ছে কী যেন। শেষ বগির পাশে এসে তিন বন্ধুকে দেখল, ক্লিপবোর্ডে টিক চিহ্ন দিল, তারপর পকেট

থেকে একটা বাঁশি বের করল। ইঞ্জিনের দিকে ফিরে বাজাল ওটা। পাল্টা একটা বাঁশি শোনা গেল তার জবাবে। সঙ্কেত পেয়ে শেষ বগিতে উঠে পড়ল ছেলেটা। একটু পরেই মৃদু ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করল ট্রেন।

কুউউউ... আবার বেজে উঠল ইঞ্জিনের প্রলম্বিত হুইসেল।

কয়েক মিনিট পর তিন বন্ধুর সামনে উদয় হলো ছেলেটা। হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'টিকেট, প্লিজ।'

আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে টিকেটও পাঠিয়েছেন মিউজিয়ামের ডিরেক্টর। পার্স খুলে ওগুলো বের করল রিয়া, তুলে দিল কণ্ডাক্টরের হাতে। পুরনো একটা পাঞ্চারের সাহায্যে টিকেটের কোনা ফুটো করল ছেলেটা, তারপর ফিরিয়ে দিল।

উল্টো ঘুরে চলে যাচ্ছিল ছেলেটা, অয়ন থামাল ওকে। 'অ্যাই শোনো, আমরা একটু কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে।'

'আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না,' রুক্ষ গলায় জানাল ছেলেটা।

'জানি,' বাঁকা সুরে বলল জিমি। 'তুমি তো চাও লাথি দিয়ে আমাদেরকে ট্রেন থেকে ফেলে দিতে।'

'তাতে দোষের কিছু নেই,' ছেলেটা বলল। 'হ্যারোভিলে এমনিতেই যথেষ্ট চোর-ছ্যাঁচড় আর ডাকাত আছে। বাইরে থেকে আমদানি করার দরকার দেখছি না।'

'কী বললে? আমরা চোর-ছ্যাঁচড়? ডাকাত?' গলার স্বর সপ্তমে চড়ে গেল জিমির। 'দেখো মিয়া, কার সঙ্গে কথা বলছ জানো না। আর যদি একটাও বাজে কথা বলো...'

'অ্যাই জিমি, থাম্ তুই। এত উত্তেজিত হোস নে।' বন্ধুকে বাধা দিল অয়ন। তারপর ফিরল ছেলেটার দিকে। 'খামোকাই আমাদেরকে শত্রু ভাবছ তুমি। কোনও কুমতলব নিয়ে হ্যারোভিলে যাচ্ছি না আমরা। রিয়া, তুমিই বলো কেন যাচ্ছি আমরা।'

'মিউজিয়ামের ডিরেক্টর মি. ফ্র্যাঙ্ক রোজেনবার্গ আর আমার বাবা পুরনো বন্ধু,' রিয়া ব্যাখ্যা করল। 'বিপদে পড়ে উনি সাহায্য চেয়েছেন... চাইছেন মিউজিয়ামের কালেকশন বিক্রি করে টাকার জোগাড় করতে। বাবা আসতে পারছে না, তাই আমাদেরকে পাঠিয়েছে। মিউজিয়াম দেখে রিপোর্ট দিতে হবে—কালেকশন কি কিনেই নিতে হবে, নাকি অন্য কোনোভাবে সাহায্য করা সম্ভব। সত্যি বলতে কী, ওটাও মূল উদ্দেশ্য নয়। আমরা যাচ্ছি আসলে ছুটি কাটাতে।'

একটু যেন দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল ছেলেটা। 'সত্যি বলছ? তোমরা মিউজিয়ামের দখল নেবার জন্য যাচ্ছ না?'

'মাথা খারাপ! প্রশ্নই ওঠে না।'

বুকের উপর থেকে যেন আধমণ পাথর নেমে গেল ছেলেটার। হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'যাক বাবা, বাঁচা গেল। আমি তো ভাবছিলাম...' হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি কাইল ডিকসন। তোমরা?'

'নাইস টু মিট ইউ, কাইল,' রিয়া হাত মেলাল। 'আমি ভিক্টোরিয়া ওয়েস্টমোর... সংক্ষেপে রিয়া। এরা আমার বন্ধু—অয়ন হোসেন আর জিমি পারকার। একই ক্লাসে পড়ি আমরা।'

অয়ন আর জিমিও হাত মেলাল। দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল কাইল।

'থাক, থাক,' তাড়াতাড়ি বলল জিমি। 'আমরা কিছু মনে করিনি। তোমার জায়গায় আমি থাকলেও হয়তো একই আচরণ করতাম। বসো না!'

'ধন্যবাদ,' জিমির পাশের খালি সিটে বসল কাইল। 'বড় কেউ আসেনি কেন তোমাদের সঙ্গে? লস অ্যাঞ্জেলেস তো অনেক দূর। একা একা তোমাদেরকে নেভাদায় আসতে দিল তোমাদের বাবা-মা?'

'একা কোথায়? আমরা তিনজন না?' বলল জিমি। 'তা ছাড়া আমরা তিনজন একত্রে থাকলে বড়রাও আমাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না।'

'ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা।'

'ও আসলে আমাদের হবির কথা বলছে,' অয়ন ব্যাখ্যা করল। 'অবসরে শখের গোয়েন্দাগিরি করি আমরা, বেশ কিছু জটিল রহস্যের সমাধানও করেছি। বড় বড় ক্রিমিনালরাও হার মেনেছে আমাদের সামনে।'

'যাহ্!' অবিশ্বাস ফুটল কাইলের চোখে। 'কী বলছ!'

'মিথ্যে নয়, একদম সত্যি,' অয়ন বলল। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে খোঁজ নিলেই জানতে পারবে সব। ইন্টারনেটেও সম্ভবত দু'একটা খবর পাওয়া যাবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল কাইল। 'সত্যিই তা হলে তোমরা গোয়েন্দা? ভাল... খুব ভাল। কী ধরনের রহস্যের তদন্ত করো?'

'সব রকম। আমরা কোনও নির্দিষ্ট ছকে আটকে থাকতে পছন্দ করি না।'

'আর রহস্যটা যদি ভূত-প্রেত সংশ্লিষ্ট হয়?'

কাইলের কণ্ঠে কী যেন মিশে আছে। ভুরু কুঁচকে অয়ন বলল, 'আমরা তাতেও আগ্রহী। কেন? এদিকে কোথাও ভূতের উপদ্রব আছে?'

একটু ইতস্তত করে কাইল বলল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায়?' সাগ্রহে সামনে ঝুঁকল রিয়া।

'এই ট্র্যাকেই,' কাইল জানাল। 'ব্ল্যাক মাউন্টেইনের ভিতর দিয়ে একটা টানেল গেছে... ওখানে।'

'হাহ্,' অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল জিমি, 'আমাদেরকে ভয় দেখাতে চাইছ তুমি।'

'মোটেই না,' আহত গলায় বলল কাইল। 'রাতের বেলা গোঙানি আর ফিসফিসানির শব্দ ভেসে আসে ওখান থেকে।

টানেলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে বাষ্প। অনেকেই দেখেছে। ভয়ঙ্কর একটা ইতিহাসও আছে ওই টানেলের। বিশ্বাস করো, ওটা একটা ভূতের আখড়া। বেশিরভাগ লোকেই এড়িয়ে চলে জায়গাটা।'

এমন ভাবে কথা বলছে ছেলেটা, বুক কেমন যেন করে উঠল জিমির। ওর আবার ভূত-প্রেতের ভয় একটু বেশি। ঢোঁক গিলে বলল, 'তুমি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় জানাল কাইল। 'একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। সত্যিই জায়গাটা ভয়ঙ্কর। ওয়েন'স পিকের ট্র্যাক ধরে গেলে এড়ানো যায় টানেলটা, কিন্তু সেটা সবসময় সম্ভব হয় না। তা ছাড়া পার্সিও বিশ্বাস করে না এ-সব। যে যা-ই বলুক, ওই টানেল ধরেই যাবে ও। গোঁয়ার্তুমি আর কী।'

'পার্সি কে?' জানতে চাইল অয়ন।

'পার্সি শিহান, ট্রেনের ড্রাইভার,' কাইল বলল। 'আর এই ট্রেনের বয়লারম্যান হলো জেরেমি স্যাণ্ডার্স... আমার মামা। যাক গে; এবার আমাকে উঠতে হয়। বাকি যাত্রীদের টিকেট চেক করতে হবে। এরপরে নেব স্টুয়ার্ডের ভূমিকা। কিছু খাবে তোমরা?'

'কী খাবার আছে?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

বিব্রত হলো কাইল। 'ইয়ে... খাবার আসলে কিছুই নেই। আছে খালি ড্রিঙ্ক—কোকা কোলা, জুস আর সোডা। ও হ্যাঁ, আইসক্রিমও আছে। আজ অবশ্য পার্সি ফ্রিজ খুলতে মানা করে দিয়েছে... কেন, কে জানে! কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। তোমরা তো আর বিনে পয়সায় কিছু খেতে যাচ্ছ না। খাবে তোমরা? প্লিজ... খাও।'

'এত সাধাসাধি করছ কেন?' রিয়া কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আমরা না খেলে সমস্যা কোথায়?'

কাইল লজ্জিত গলায় বলল, 'সমস্যাটা আসলে আমার। আজ

আমার ডিউটি ছিল না, তাও চুপি চুপি উঠে পড়েছি ট্রেনে। ওয়েন'স পিকে পৌঁছুনোর আগে পার্সি টেরই পায়নি। তখন আর ফেরার উপায় ছিল না। ও খুব রেগে গেছে, এখন যদি ড্রিঙ্ক বা আইসক্রিম বিক্রি করে একটু কাজ দেখাতে পারি, ওর রাগ পড়ে যাবে।'

'ডিউটি না থাকলে ট্রেনে উঠতে গেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল অয়ন।

শ্রাগ করল কাইল। 'কী করব বলো, ট্রেনে চড়তে খুব ভাল লাগে আমার। নইলে লেখাপড়ার পাশাপাশি এমনতরো চাকরি নিই? থাক সে-কথা, তোমরা খাচ্ছ তো?'

'নিশ্চয়ই,' রিয়া বলল। 'আইসক্রিম আনো—আমাদের... সেইসঙ্গে তোমারও জন্য। খেতে খেতে গল্প করা যাবে।'

চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কাইলের। 'ধন্যবাদ, তোমরা খুব ভাল। ধৈর্য ধরে একটু বসো, আমি হাতের কাজ সেরেই আইসক্রিম নিয়ে আসছি।'

প্রায় ছুটে চলে গেল ছেলেটা। পিছন থেকে ওকে বিদায় জানাল জিমি আর রিয়া। অয়ন কিছু বলল না। থম মেরে গেছে ও। কপালে ভ্রূকুটি, একমনে কামড়াচ্ছে ঠোঁট।

'কী হলো, অয়ন?' জিমি বলল। 'অমন চুপ মেরে গেলি কেন? কী হয়েছে?'

'এই চেহারা আমি চিনি।' রিয়া বলল। 'বলে ফেলো, অয়ন। চুপ করে থেকে লাভ নেই। আন্দাজ করতে পারছি কী ভাবছ তুমি।'

চোখ তুলে তাকাল অয়ন। হাসল হঠাৎ করে। বলল, 'ঠিকই ধরেছ। মনে হচ্ছে আরেকটা রহস্য পেয়ে গেছি আমরা।'

দুই

হ্যারোভিলের উদ্দেশে রেলপথের যাত্রা নাকি প্রথম শ্রেণীর *রেলওয়ে রোমান্স* উপহার দেবে—অন্তত রেল স্টেশনের র‍্যাকে শোভা পেতে থাকা ব্রোশিয়ারগুলোর সেটাই ভাষ্য। ওতে বলা হয়েছে—১৯০০ খ্রিস্টাব্দে চালু হওয়া মূল স্টেশন স্টার্লিং থেকে কার্ন নদীর পাশ ঘেঁষে লেক ইসাবেলার দিকে যাবে ট্রেন। এর ফলে সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালার রাজসিক পটভূমিতে অপরূপ উপত্যকা, গহীন গিরিখাদ আর সবুজ বনানীর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে পাবে যাত্রীরা। স্টার্লিং-হ্যারোভিল-ওয়েন'স পিকের এই লাইন ১৯০২ থেকে ১৯০৪ সালের মাঝে তৈরি করেছে হ্যারোভিল রেলরোড কর্পোরেশনের কর্মীরা... চরম প্রতিকূলতার মাঝে।

ভয়ানক এক সময় ছিল ওটা। দুঃসাহসী ওই মানুষদেরকে মোকাবেলা করতে হয়েছে তুষারঝড়, হিংস্র রেড ইণ্ডিয়ান, বুনো জানোয়ার এবং চায়নিজ শ্রমিকদের বিদ্রোহ। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ব্রোশিয়ারে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের বীরত্বগাথা। অয়ন ভেবেছিল ওসব বিজ্ঞাপনের ভাষা... ট্যুরিস্টদেরকে আগ্রহী করে তোলার জন্য লেখা হয়েছে। কিন্তু ট্রেন রওনা হবার একটু পরেই ভেঙে গেছে ভুল ধারণাটা।

কার্ন নদীর পাশ ঘেঁষে একটা উপত্যকার মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে রেলগাড়ি। বরফের মুকুট পরা সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালার হাজারো চূড়া আড়াল করে রেখেছে আকাশকে, সূর্যের

কিরণে অপার্থিব ঝলমলানি ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে। পাহাড়শ্রেণীর গোড়া ছেয়ে রাখা সবুজ বনানী আর কার্ন নদী হেসে উঠছে সেই আলোয়... মোহগ্রস্ত করে ফেলছে দর্শককে। মুগ্ধ চোখে বাইরে তাকিয়ে আছে তিন বন্ধু।

একটু পর নড়েচড়ে উঠল জিমি। অয়নকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তুই হঠাৎ রহস্যের কথা বললি কেন? কাইলের কাছে ভূতের কথা শুনেছিস বলে?'

সরাসরি জবাব দিল না অয়ন। রিয়াকে বলল, 'মি. রোজেনবার্গের চিঠিটা আছে তোমার সঙ্গে? বের করো ওটা।'

ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল রিয়া। মেলে ধরল টেবিলের উপর। সেটা এ-রকম:

প্রিয় ভিনসেন্ট,

আর পারছি না আমি। হার মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। আবারও পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে... আর এবার সেটা আগের চেয়ে কয়েক গুণ বিশ্রীভাবে। এমনকী মার্থা আর মিরা-র উপরেও প্রভাব পড়তে শুরু করছে এর। বুঝতে পারছি, এ-অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। কত কষ্ট নিয়ে কথাটা স্বীকার করছি আমি, তা আশা করি বুঝতে পারছ। কিন্তু কী করব... পুরনো ক'টা লোকোমোটিভ আর নানা ধরনের স্মৃতিচিহ্নের চেয়ে আমার পরিবারের গুরুত্ব অনেক বেশি।

মিউজিয়ামটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমি। আগামী মঙ্গলবার নিলামে তুলে সমস্ত কালেকশন বিক্রি করে দেব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটু ভাবতেই মনে হলো, তুমি এর যোগ্য ক্রেতা হতে পারো। অতীতকে সংরক্ষণ করা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে কতখানি জরুরি তা তুমি ভাল

করেই জানো। তাই সবকিছু তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে খুব ভাল লাগবে আমার। আশা করি নিরাশ করবে না আমাকে। তাই এই চিঠি পাওয়ামাত্র চলে এসো হ্যারোভিলে।

রিয়া আর রিয়ার মা-কেও নিয়ে এসো সঙ্গে। হ্যারোভিল জায়গাটা খুব সুন্দর, ভাল লাগবে ওদের। মার্থা আর মিরাও খুব খুশি হবে ওদেরকে দেখতে পেলে। চিঠির সঙ্গে তাই ট্রেনের তিনটা টিকেট দিচ্ছি তোমাদের জন্য। এসো কিন্তু! প্রতীক্ষায় রইলাম।

ইতি,
তোমার বন্ধু,
ফ্র্যাঙ্ক রোজেনবার্গ,
হ্যারোভিল, নেভাদা।

বলা বাহুল্য, আসতে পারেননি মি. ওয়েস্টমোর। অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ তিনি, চাইলেই চট করে সময় বের করতে পারেন না। তাই বলে একেবারে অগ্রাহ্য করেননি বন্ধুর আবেদন। রিয়াকে পাঠিয়েছেন... সেই সঙ্গে অয়ন আর জিমিকে। ওদের উপরে অগাধ আস্থা তাঁর। বলে দিয়েছেন, নিলাম ছাড়া অন্য কোনোভাবে তাঁর বন্ধুকে সাহায্য করা যায় কি না, সেটা দেখতে।

'চিঠিটা পেয়েই মি. রোজেনবার্গকে ফোন করেছিল বাবা;' রিয়া বলল। 'স্কুলজীবনের বন্ধু ওঁরা। ছেলেবেলা থেকেই ফ্র্যাঙ্ক রোজেনবার্গ ছিলেন একটু অদ্ভুত স্বভাবের—রেলগাড়ির পাগল। পড়াশোনা শেষ করে ঢুকে পড়েছিলেন রেল কোম্পানিতে। বেশ ক'বছর কাজ করেছেন মেকানিক, শান্টার এবং ড্রাইভার হিসেবে। এরপর টাকা জমিয়ে খুলে বসেছেন রেলরোড মিউজিয়াম। ওটা নাকি তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু মিউজিয়াম খোলার পর থেকেই দুর্ভাগ্য তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে। বিভিন্ন কারণে দিনের

পর দিন বন্ধ রাখতে হয়েছে মিউজিয়াম, দর্শক পাননি... আয়-রোজগারও হয়নি মোটেই। পুরনো ইতিহাস বলতে সম্ভবত ওসবের কথাই বুঝিয়েছেন। তবে ইদানীং নাকি ওসবও সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আগুন লেগেছে মিউজিয়ামে, চুরি হয়েছে, অ্যাকসিডেন্টও ঘটেছে। সামাল দিতে আর পারছেন না তিনি। ফোনে সে-কথাই বলেছেন বাবাকে।'

'কিন্তু এই চিঠির কোথাও আমি ভূতের উপদ্রবের কথা লেখা দেখছি না,' জিমি বলল।

'লিখলেও কিছু যেত-আসত না,' অয়ন বলল। 'ভূত বলে কিছু নেই। মি. রোজেনবার্গের আসল সমস্যা অন্যখানে। আগুন, চুরি, অ্যাকসিডেন্ট... আমার ধারণা পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে এসব। আর সেটা ঘটাচ্ছে জলজ্যান্ত মানুষ, ভূত-প্রেত নয়।'

'বলতে চাইছিস স্যাবোটাজ?' জিমি ভুরু কোঁচকাল। 'পুরনো একটা মিউজিয়ামে স্যাবোটাজ চালিয়ে কার কী লাভ?'

'সেটাই খুঁজে বের করব আমরা। এর মধ্যে কোনও না কোনও রহস্য থাকতে বাধ্য।'

'আর যদি দেখি কোনও রহস্য নেই? মি. রোজেনবার্গ স্রেফ দুর্ভাগ্যের শিকার?'

'সেক্ষেত্রে যে-কাজে এসেছি, সেটাই করব। নিলামে অংশ নিয়ে কিনে নেব মিউজিয়ামের কালেকশন। তবে হতাশ হবার কিছু দেখছি না। আর কিছু না হোক, ভূতের রহস্যটা তো ভেদ করা যাবে।'

'আবারও ভূত-প্রেতের পিছনে দৌড়াবি?' অস্বস্তি ফুটল জিমির কণ্ঠে। 'গারগয়েলের অভিজ্ঞতাই এখনও ভুলতে পারিনি...'

'ওটা কিন্তু মানুষের কারসাজি ছিল—ভুলে যাসনি নিশ্চয়ই? যতবারই এ-ধরনের কেস নিয়েছি আমরা, ততবারই একই কাণ্ড দেখতে পেয়েছি। তবুও কেন যে তোর ভূতের ভয় কাটে না, আল্লাহই জানে!'

মুখ টিপে হাসল রিয়া। টিটকিরির সুরে বলল, 'ভীতুর ডিম একটা!'

'হেসো না!' গরম গলায় বলল জিমি। 'এভাবে একের পর এক ভুতুড়ে কেস নিতে শুরু করলে একদিন সত্যি সত্যি ভূতের দেখা পেয়ে যাব আমরা। তখন বুঝবে মজা।'

'বলেছে তোকে!' তিরস্কার করল অয়ন। 'চল্ উঠি। ট্রেনটা দেখব।'

পিছনের কম্পার্টমেণ্ট থেকে শুরু করল তিন বন্ধু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সবকিছু। চার নম্বর বগিতে পৌঁছে লক্ষ করল, ওটা ডাইনিং কার। ভিতরে রয়েছে ছোট একটা রেস্টুরেণ্ট, সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুম। রেস্টুরেণ্টের ভিতরটা পুরনো আমলের ওয়েস্টার্ন সেলুনের মত করে সাজানো। কাঠের তৈরি নকশাদার একটা কাউণ্টার আছে, সামনে একসারি উঁচু টুল। পিছনের দেয়ালে মদের বোতল রাখার র‍্যাক, এখন অবশ্য খালি। টেবিলগুলো গোল, ছোট আকারের। ছাত থেকে ঝুলছে ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি। সবখানে ধুলোর আস্তর—রেস্টুরেণ্টটা বন্ধ। সম্ভবত যাত্রীরা কখনও খায় না এখানে।

দরজার চৌকাঠ পরীক্ষা করছিল অয়ন। হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলল, 'জিমি-রিয়া, দেখে যাও! এখানে একটা বুলেটের গর্ত দেখতে পাচ্ছি।'

এককোণে লাগানো বেসিন দেখছিল জিমি। অয়নের কাছে এসে বলল, 'বেসিনের কলগুলো গিল্টি করা—দেখতে ঠিক পিস্তলের মত। অদ্ভুত সুন্দর! রিয়া, তোমার বাবা এই ট্রেনটা কিনে নিলে খুব মজা হবে। ইচ্ছেমত চড়তে পারব আমরা।'

'এত খুশি হয়ো না,' রিয়া বলল। 'ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিনবে না বাবা। নিশ্চয়ই বড় কোনও মিউজিয়ামে দান করে দেবে।'

'ধ্যাৎ! আনন্দটাই মাটি।'

'এখানে আর দেখার কিছু নেই,' অয়ন বলল। 'চলো এগোই।'

তৃতীয় আর দ্বিতীয় বগি একেবারে খালি। কোনও যাত্রী নেই। এক নম্বর বগির প্রবেশপথে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল তিন বন্ধু। দরজা বন্ধ, পাল্লার উপরে একটা কাগজে লেখা নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে:

ব্যবসায়িক মিটিং চলছে।
বিরক্ত করা নিষেধ।

দরজার মাঝখানে লাগানো কাঁচ ভেদ করে উঁকি দিল অয়ন। স্টার্লিং থেকে ওদের সঙ্গে যে-চারজন যাত্রী উঠেছে, তারা বসে আছে মুখোমুখি। মাঝখানের টেবিলে রয়েছে একটা খোলা ব্রিফকেস। এদিকে মুখ করে থাকা পুরুষ আর নারীটিকে পরিষ্কার দেখা গেল—সিটের গদিতে যেন সেঁধিয়ে যেতে চাইছে। কেন যেন ভয় পাচ্ছে তাদের সামনে বসা মানুষটাকে। চল্লিশের মত বয়স হবে দু'জনেরই—এ-বয়সেই পাক ধরতে শুরু করেছে জুলফির চুলে। হাবভাবে মনে হলো, এরা সারাজীবনই পরাজয়ের গ্লানি পেয়ে এসেছে।

ওদের সামনে বসা লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না অয়ন। মাঝে মাঝে সে একটু সামনে ঝুঁকলে শুধু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কাঁধ আর পিঠের একাংশ... সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে পরনের খয়েরি সুট। বেশ উত্তেজিত লোকটা, দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও আবছাভাবে ভেসে আসছে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর... যদিও বোঝা যাচ্ছে না কী বলছে। কয়েকবার তাকে টেবিলের উপর ঘুসি বসাতে দেখা গেল। ব্যাপারটা কী!

চতুর্থ যাত্রীটি বসেছে উত্তেজিত পুরুষটির পাশে, জানালার ধারে। দরজার পিছন থেকে তার কিছুই দেখতে পেল না অয়ন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাল ছেড়ে দিল ও। বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, 'এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চলো ফিরি।'

উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ওরা। কয়েক পা যেতেই পিছনে ঝট্ করে খুলে গেল বন্ধ দরজাটা। ঘাড় ফেরাতেই খয়েরি সুট পরা লোকটাকে দেখতে পেল অয়ন। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

'অ্যাই!' বিশ্রীভাবে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'কে তোমরা? এখানে ঘুরঘুর করছ কেন?'

বেকুব বনে গেল তিন বন্ধু—কথা নেই, বার্তা নেই, লোকটা আচমকা এমন খেপে গেল কেন?

অয়ন বলল, 'আপনার মত আমরাও এ-ট্রেনের যাত্রী। হ্যারোভিলের মিউজিয়াম দেখতে যাচ্ছি। এখানে এসেছিলাম কণ্ডাক্টর কাইলকে খুঁজতে। আপনি দেখেছেন ওকে?'

'না, দেখিনি,' রূঢ় গলায় বলল লোকটা। 'ভাগো এখান থেকে!'

ছেলেমেয়েদের আর কিছু বলার সুযোগ দিল না সে। কম্পার্টমেন্টে ঢুকে ধড়াম করে বন্ধ করল দরজা। কাঁচের সামনে পর্দাও টেনে দিল, যাতে ভিতরে আর উঁকি দেয়া না যায়।

'আচ্ছা অভদ্র তো!' বলে উঠল রিয়া। 'এমন দুর্ব্যবহারের মানেটা কী?'

'কাইলই বা কোথায়?' জিমি বলল। 'সামনেই তো এল... কিন্তু দেখলাম না কেন ওকে? আমাদের আইসক্রিমই বা কোথায়?'

'তাই তো! যাত্রীদের টিকেট চেক করবে বলে এসেছে... কিন্তু সামনের বগিতে ও নেই। ওখানকার চারজন আর আমরা ছাড়া আর কোনও যাত্রীও নেই ট্রেনে। তা হলে গেল কোথায়?'

'কে বলল আর কেউ নেই?' অয়ন বলল। 'চোদ্দ পার্সেন্টের কথা ভুলে গেছ, রিয়া?'

'আবার হিব্রু ভাষায় কথা বলছিস?' বিরক্ত হলো জিমি। 'কীসের চোদ্দ পার্সেন্ট?'

'যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে বলেছিলাম না তখন?' রিয়া বলল। 'আমরা স্টেশন ছাড়ার ঠিক আগ-মুহূর্তে আরেকজন লোক উঠেছে ট্রেনে। আমার মনে ছিল না।'

'কোন্ লোক?' একটু অবাক হলো জিমি। 'কই, আর কাউকে তো দেখলাম না। তোমার ভুল হচ্ছে না তো?'

'উঁহুঁ,' রিয়াকে সমর্থন জানাল অয়ন। 'আমিও দেখেছি... যদিও মাত্র এক পলকের জন্য। মাঝারি গড়নের লোক, খুব শুকনো, মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল, চোখে সানগ্লাস—কালো সুট আর কালো জুতো পরা ছিল। কোনও ভুল নেই, লোকটা এই ট্রেনেই উঠেছে।'

'ওরে বাবা,' রিয়া বলে উঠল। 'এক পলকেই এতকিছু দেখে ফেলেছ? আমি তো কালো পোশাক ছাড়া আর কিছুই খেয়াল করিনি।'

'অয়নের ও-দুটো চোখ না, ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস,' জিমি বলল। 'আর কী দেখেছিস?'

'পোশাক পরিপাটি ছিল না লোকটার, সুটটা ছিল ভাঁজ পরা,' অয়ন যোগ করল। 'আর হ্যাঁ... কোনও লাগেজও ছিল না তার সঙ্গে।'

'তুই যখন বলছিস, তা হলে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কোথায় ওই লোক?'

'বাথরুমে থাকতে পারে,' অনুমান করল রিয়া। 'আমরা তো আর একটা বাথরুমেও উঁকি দিইনি।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'যাক গে, চলো সিটে ফিরি। সামনের বগির ওই অভদ্রটার গালাগাল আর শুনতে রাজি নই আমি।'

ফিরতি পথে এগিয়ে চলল তিন বন্ধু। তৃতীয় বগিতে পৌঁছেছে, এমন সময় কোত্থেকে যেন ভেসে এল চাপা ধুপধাপ আওয়াজ।

অয়নের হাতা টেনে ধরল জিমি। 'শুনলি?'

'হ্যাঁ,' অয়ন বলল। 'ডাইনিং কার থেকে আসছে! চল্ দেখি।'

রেস্টুরেন্টে ছুটে গেল ছেলেমেয়েরা। ভিতরটা আগের মতই শূন্য এবং নীরব। ভুল শুনেছে কি না, সন্দেহ হতে যাচ্ছিল ওদের... এমন সময় আবার হলো ধুপধাপ আওয়াজটা। এবার আগের চেয়ে জোরে।

পাঁই করে ঘুরল তিন বন্ধু। শব্দের উৎস লক্ষ করে জিমি বলল, 'ঠিকই ধরেছ তুমি, রিয়া। সত্যিই কেউ বাথরুমে আছে।'

'সম্ভবত কোনও সমস্যা হয়েছে,' অয়ন বলল। 'নইলে এভাবে দরজা পেটাত না।' এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজায় টোকা দিল ও। 'হ্যালো? কেউ আছেন ভিতরে?'

জবাবে ভেসে এল চিৎকার। 'অ্যাই! বাইরে কে? জলদি দরজা খোলো! নইলে কিন্তু ভাল হবে না!!'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তিন বন্ধু। গলাটা চিনতে পেরেছে—কাইল ডিকসন।

'সমস্যা কী ওর?' বিরক্ত গলায় বলল জিমি। 'আবার খেপে গেল কেন?'

দরজার তালাটা পরীক্ষা করল অয়ন। পুরনো আমলের জিনিস, বাইরে থেকে চাবি মেরে দেয়া যায়। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, এ-মুহূর্তে চাবিটা নেই তালায়।

'খেপার পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছি,' বলল ও গম্ভীর গলায়। 'কাইলকে বাথরুমে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়েছে কেউ।'

তিন

'দরজা খোলো!' আবার চেঁচাল কাইল। দুমদাম করে কিল মারল দরজায়। কিন্তু অনড় রইল ভারী কাঠের পাল্লা। 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

'কাইল, শান্ত হও,' অয়ন বলল। 'আমরা তোমাকে আটকাইনি, বরং আওয়াজ শুনে উদ্ধার করতে এসেছি। শোনো, দরজায় চাবি নেই। কোথায় ওটা, বলতে পারো?'

'যাবে কোথায়? তালার সঙ্গেই তো থাকার কথা। পায়ের কাছে পড়েছে কি না দেখো।' গলা শুনে মনে হলো একটু প্রশমিত হয়েছে কাইলের রাগ।

'না, নেই,' মেঝেতে চোখ বুলিয়ে বলল জিমি। 'ডুপ্লিকেট কোনও চাবি আছে?'

ওর প্রশ্ন যেন শুনতেই পায়নি কাইল। বলল, 'চাবি নেই মানে? থাকতেই হবে! ভাল করে খোঁজো!'

'উফ্!' জিমি মুখ বাঁকাল। 'ওর সঙ্গে কথা বলাই বৃথা। অয়ন, মনে হচ্ছে তোকে তালা খোলার জাদু দেখাতে হবে।'

'দাঁড়া, এত অস্থির হোস কেন?' দরজার দিকে ফিরল অয়ন। 'কাইল, আমার কথা শোনো। মিথ্যে বলছি না, সত্যিই চাবি নেই এখানে। ডুপ্লিকেট চাবি কোথায় পাব, বলতে পারো?'

ওপাশ থেকে বিড়বিড় করে উঠল কাইল। তারপর বলল, 'কিচেনে খুঁজে দেখো। কাউন্টারের পিছনে, পেরেকে ঝোলানো

থাকার কথা।'

'আমি যাচ্ছি।' রেস্টুরেন্টে ছুটে গেল জিমি। কাউন্টার পেরোতেই থমকে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, 'অয়ন, এখানকার মেঝে আইসক্রিম গলে সয়লাব হয়ে গেছে। কাইলের টুপিটা ভাসছে তার মাঝে।'

'চাবি নিয়ে আয়,' অয়ন বলল। 'আইসক্রিম নিয়ে পরে ভাবা যাবে।'

সাবধানে পা ফেলল জিমি, কাউন্টারের পিছনে ঝুলছে ছোট্ট একটা চাবির গোছা... আলতো হাতে খুলে নিল ওটা। তারপর ফিরে এল বাথরুমের সামনে। তার খানিক পরে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেল কাইল। হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এল সে। পরনের সোনালি-সবুজ ইউনিফর্ম কুঁচকে গেছে। বুকের কাছটা ভিজে গেছে পানির ছিটেয়। গলার কাছটায় কালচে একটা দাগ। মুখ টকটকে লাল।

'ঠাট্টা-মশকরার একটা সীমা থাকা উচিত,' রাগী গলায় বলল ছেলেটা। 'ভূতের ভয় দেখিয়েছি বলে এভাবে শায়েস্তা করবে আমাকে?'

'কী!' চোখ কপালে তুলল রিয়া। 'বলতে চাইছ, এর জন্য আমরা দায়ী?'

'আর কে?' খেপাটে গলায় বলল কাইল। 'শুনে রাখো...'

'কাইল!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল অয়নের গলা। 'খুব অন্যায় করছ তুমি। সাহায্য করলাম বলে কোথায় ধন্যবাদ দেবে, তা না আমাদেরই ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছ। আবারও বলছি, আমরা তোমাকে আটকাইনি। তবে কে আটকেছে, সেটা আন্দাজ করতে পারি।'

ওর কণ্ঠের দৃঢ়তা প্রভাব ফেলল কাইলের মধ্যে। একটু ইতস্তত করে বলল, 'সত্যি আটকাওনি? তা হলে কে করেছে কাজটা?'

'পরে বলব,' অয়ন বলল। 'এখন চলো, কিচেনে যাই। মেঝে নাকি আইসক্রিম গলে স্নয়লাব হয়ে গেছে। ওটা পরিষ্কার করা দরকার। নইলে তুমিই বিপদে পড়বে—ঠিক বলেছি?'

জবাব দিল না কাইল। তার বদলে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার আইসক্রিম!' দুদ্দাড় করে ছুটে গেল কিচেনে। পরক্ষণে আবার চেঁচাল, 'আমার টুপি!'

'এ দেখছি চেঁচানোর ওস্তাদ!' জিমি মন্তব্য করল।

'আজব চরিত্র, কোনও সন্দেহ নেই,' রিয়া সুর মেলাল।

'বাথরুমে আটকা পড়লে তোমরাও হয়তো এমনই করতে,' অয়ন বলল ওদেরকে। 'চলো, কাইলের সাহায্য দরকার।'

চারজনে মিলে খুব শীঘ্রি পরিষ্কার করে ফেলল মেঝে। এরপরে রেস্টুরেন্টের একটা টেবিল ঘিরে বসল ওরা। কাইলের কাছে জানতে চাইল বাথরুমে আটকা পড়ার কাহিনি।

'ফ্রিজ থেকে তোমাদের জন্য আইসক্রিম বের করছিলাম,' কাইল বলল, 'হঠাৎ পিছনে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনলাম। ঘুরতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই আমার গলা টিপে ধরল কে যেন। দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল চোখের সামনে। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি আমি বাথরুমের কমোডে বসে আছি।'

'আমাদেরকে দায়ী ভাবছিলে কেন?' রিয়া প্রশ্ন করল।

'কারণ ট্রেনের পিছনদিকে তোমরা ছাড়া আর কোনও যাত্রী নেই। মি. গরম্যানের কম্পার্টমেন্টে তো ঢুকতেই পারিনি। মিটিং করছেন উনি, পরে টিকেট চেক করতে বলেছেন। ওখান থেকে কারও বের হবার কথা না।'

'মি. গরম্যান কে?' জিমি বলল। 'খয়েরি সুট পরা ওই ষাঁড়টা?'

'ষাঁড়?' হেসে ফেলল কাইল। 'ভালই বলেছ। মি. গরম্যান আসলে খান্দানি তামার ব্যবসায়ী—কপার-ব্যারন বলে ওঁকে লোকে। বিরাট বড়লোক। রেল স্টেশনের আশপাশের সমস্ত

জমিই কিনে নিয়েছেন উনি। হ্যারোভিলের বেশিরভাগ লোক এখন তাঁর জন্য কাজ করে। ইদানীং রেল মিউজিয়ামের উপরেও নজর পড়েছে লোকটার।'

'সে-ই তোমাকে বাথরুমে আটকায়নি তো?'

'আরে নাহ্!' মাথা নাড়ল কাইল। 'অন্য টাইপের লোক, অন্যকে নিয়ে মন্দ কাজ করায়। নিজের হাত নোংরা করে না কখনও।'

'হুম,' গম্ভীর হয়ে গেল অয়ন। 'রেল মিউজিয়ামের উপরে নজর পড়েছে বললে। তারমানে রেলরোডের মালিক নয় সে, রাইট?'

'ঠিক ধরেছ। হতে পারবে বলেও মনে হয় না। হ্যারোভিলের রেলরোড কোম্পানি আর মিউজিয়াম... দুটোরই মালিক মি. রোজেনবার্গ। গরম্যানকে দু'চোখে দেখতে পারেন না উনি, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন—দরকার হলে সবকিছু লিখে দেবেন শহরের নামে, তাও গরম্যানের কাছে এক টুকরো লোহাও বিক্রি করবেন না। একেবারে সাপে-নেউলে সম্পর্ক ওঁদের।'

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল অয়ন। দৃষ্টি বিনিময় করল দুই বন্ধুর সঙ্গে। 'ঠিক আছে, তোমার বন্দি হবার ঘটনায় ফিরে আসা যাক। আচ্ছা, মি. গরম্যানের তিন সঙ্গী আর আমাদেরকে ছাড়া আর কোনও প্যাসেঞ্জারকে দেখেছ তুমি?'

'না তো!' কাইল বিস্মিত হলো। 'এ-প্রশ্ন করছ কেন?'

'কারণ আরেকজন উঠেছে ট্রেনে... আমরা দেখেছি!'

'কী বলছ! আমি দেখিনি কেন?'

'একেবারে শেষ মুহূর্তের যাত্রী লোকটা,' রিয়া বলল। 'তুমি যখন ইঞ্জিনের দিকে গেলে, তখন চড়েছে ট্রেনে। তুমি বোধহয় খেয়াল করোনি।'

'তখন নাহয় খেয়াল করিনি, পরে দেখিনি কেন?' কাইল পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল। 'টিকেট চেক করার জন্য সব কামরায় গেছি

আমি... কই, কাউকে চোখে পড়েনি তো!'

'একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে এর,' চিন্তিত গলায় বলল অয়ন। 'তোমার চোখ এড়িয়ে থাকতে চাইছে সে। যখন টিকেট চেক করতে গেছ, তখন নিশ্চয়ই লুকিয়ে পড়েছিল। পরে ওই লোকই নিশ্চয়ই হামলা করেছিল তোমার উপর।'

'ও দেখতে কেমন?' থমথমে গলায় জানতে চাইল কাইল।

'বেশি লম্বা না। কালো চুলঅলা। কালো সুট পরেছে।'

'চায়নিজ?'

'আমি শিয়োর না। সানগ্লাস পরা ছিল, চোখ দেখতে পাইনি। তবে... হ্যাঁ, হতেও পারে। শরীরের গঠন চায়নিজদের সঙ্গে মেলে। কেন, অমন কাউকে চেনো?'

জবাব দিল না কাইল। চেয়ার ছেড়ে কাউন্টারের কাছে গেল। অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে গেছে।

'কাইল,' নরম গলায় বলল অয়ন, 'আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি। তুমি যদি সন্দেহভাজন কাউকে চেনো, সেটা খুলে বললেই ভাল করবে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল কাইল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'বেশ, সব বলব তোমাদেরকে...'

কথা শেষ হলো না ওর। তার আগেই তীক্ষ্ণসুরে বেজে উঠল ইঞ্জিনের হুইসেল। পরমুহূর্তে হারিয়ে গেল আলো। অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো পুরো ট্রেন।

'সর্বনাশ!' আঁতকে ওঠার সুরে বলল কাইল। 'টানেলে ঢুকে পড়েছি আমরা। অথচ একটা বাতিও জ্বালানো হয়নি! পোড়া কপাল, আজই কিনা এমন ভুল করলাম! যখন মি. গরম্যান হাজির... যখন পার্সি খেপে আছে আমার উপর?'

'ইমার্জেন্সি লাইট নেই?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

'একশো বছরের পুরনো ট্রেনে ইমার্জেন্সি লাইট থাকে না,' কাইল বলল। 'সব হাতে জ্বালাতে হয়। তা-ই করতাম... যদি না

আটকা পড়তাম বাথরুমে। উত্তেজনায় ভুলেই গিয়েছিলাম। থাকো তোমরা। আমি আসছি।'

ওর কথা শেষ হতেই অন্ধকারে ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কিছু। তারপর হঠাৎ শোনা গেল বিকট এক কান ফাটানো আওয়াজ। জানালার পাশ দিয়ে প্রবল বেগে উড়ে গেল সাদা সাদা কী যেন। ধাতব ঘর্ষণের শব্দ ভেসে এল তার পিছু পিছু—ব্রেক কষেছে ইঞ্জিনের চালক। টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছিল তিন বন্ধু, ট্রেনের ঝাঁকিতে তাল হারাল... উল্টে-পাল্টে পড়ে গেল মেঝেতে। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল কে যেন।

নিকষ আঁধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেনটা।

চার

ইঞ্জিনের হিসহিসানি আর ফোঁসফাঁস ছাড়া আর কোনও আওয়াজ শোনা গেল না অনেকক্ষণ। সময় যেন থমকে গেছে হঠাৎ করে। তারপরেই অন্ধকার থেকে ভেসে এল রিয়ার গলা।

'অয়ন, জিমি, তোমরা কোথায়?'

'এখানে, রিয়া,' অয়ন জবাব দিল। 'আমরা ঠিক আছি।'

'কীসের ঠিক?' কাতরে উঠল জিমি। 'আমার বুকের উপর কনুই দিয়ে পড়েছিস তুই। উফ্! সর বলছি, দম আটকে আসছে আমার।'

'সরি।' তাড়াতাড়ি বন্ধুর শরীরের উপর থেকে ওজন সরাল অয়ন। 'রিয়া, তোমার কোথাও লাগেনি তো?'

'নাহ্,' বলল মেয়েটা। 'কিন্তু ঘটলটা কী? অ্যাকসিডেন্ট করেছি আমরা? কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে?'

'অমন কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না, শুধু ব্রেক কষা হয়েছে,' অয়ন বলল। 'কলিশন হলে আরও জোরে ঝাঁকুনি খেত ট্রেন, ছিটকে পড়ত লাইন থেকে।'

'আমি কিন্তু বিস্ফোরণের মত আওয়াজ শুনেছি,' রিয়া বলল।

'জানালার পাশ দিয়েও সাদা সাদা কী যেন উড়তে দেখেছি আমি,' নার্ভাস ভঙ্গিতে যোগ করল জিমি।

'টানেলের দেয়ালে আগুনের ফুলকির আভা হতে পারে ওগুলো,' অয়ন যুক্তি দেখাল। 'ব্রেক কষলে রেললাইন আর লোহার চাকার ঘর্ষণে অমন ফুলকি দেখা দেয়।'

'আর বিস্ফোরণ?'

'দুঃখিত, ওই আওয়াজের ব্যাপারে আমিও তোদের মত অন্ধকারে। আলো জ্বলার আগে কিছুই বলতে পারছি না।'

আলোর কথা শুনতেই ট্রেনের কিশোর কণ্ডাক্টরের কথা মনে পড়ে গেল জিমির। 'কাইল!' উত্তেজিত গলায় বলল ও। 'ও কথা বলছে না কেন? ট্রেন যখন থামল, তখনও তো ও এই কামরাতেই ছিল।'

'কিছু হয়নি তো ওর? চল্ দেখি।'

'অন্ধকারে দেখব কীভাবে?'

পকেট থেকে একটা পেনলাইট বের করল অয়ন। গোয়েন্দাদের প্রয়োজন, এমন সব ছোটখাট জিনিস সবসময় পকেটেই রাখে ও। সুইচ টিপে জ্বালল ওটা। অপ্রতুল আলো... আবছাভাবে আলোকিত হলো কম্পার্টমেন্টের অভ্যন্তর। চেয়ার-টেবিল উল্টে পড়া অবস্থায় দেখতে পেল তিন বন্ধু। ময়লা পানির বালতিটাও কাত হয়ে গেছে, মেঝে আবার ভেসে যাচ্ছে পানি আর আইসক্রিমের দ্রবণে। দূরে, দরজার কাছে নিথর হয়ে পড়ে আছে কাইল।

আঁতকে উঠল গোয়েন্দারা। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল ছেলেটার দিকে। পরীক্ষা করল ওকে। কপালের একপাশ ফুলে গেছে, পড়ে যাবার সময় নিশ্চয়ই বাড়ি খেয়েছে কিছুর সঙ্গে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

'কাইল! কাইল!!' গালে চাপড় দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করল জিমি। 'চোখ খোলো। কিচ্ছু হয়নি তোমার।'

'থাক, বেশি ধাক্কাধাক্কি করিস না,' অয়ন বলল। 'হয়তো কঙ্কাশন হয়েছে। বিশ্রামে থাকুক।'

'কে যেন আসছে,' বলে উঠল রিয়া।

তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টের দরজায় আলোর আভা দেখা গেল। একটু পরেই খুলে গেল দরজাটা, ছোট একটা লণ্ঠন নিয়ে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করল একজন মানুষ। পরনে কালো কভারঅল, মুখ-হাতে কালিঝুলি মাখা।

'তোমরা ঠিক আছ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যাঁ,' অয়ন বলল। 'কিন্তু আপনার ভাগ্নে কাইল বেহুঁশ হয়ে গেছে।'

একটু অবাক হলো লোকটা। 'কী করে জানলে ও আমার ভাগ্নে?'

'পোশাক দেখে আন্দাজ করলাম। কাইলের মুখে শুনেছি, ওর মামা এই ট্রেনের বয়লারম্যান। আপনিই তো, নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার নাম জেরেমি স্যাণ্ডার্স।' সামনে এগোল লোকটা। 'জায়গা দাও, আমি দেখছি ওর কী হয়েছে।'

কাইলের পাশ থেকে সরে গেল জিমি আর রিয়া। জেরেমি হাঁটু গেড়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'মেঝেতে এত পানি এল কোত্থেকে?'

'পানির বালতি উল্টে গেছে,' সংক্ষেপে তাকে জানাল অয়ন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভাগ্নের মাথা নিজের কোলে তুলে নিল জেরেমি। নরম গলায় ডাকল, 'কাইল, একটু তাকাও, বাছা।'

নড়ে উঠল কাইল। চোখ পিটপিট করে ফিসফিসাল, 'বাতি... বাতি জ্বালাতে হবে আমাকে। টানেলে ট্রেন ঢুকে পড়ার আগেই।'

'বাতির চিন্তা করতে হবে না তোমাকে,' জেরেমি বলল। 'চুপচাপ শুয়ে থাকো।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল এরপর। কাউন্টারের পিছনে একটা ক্লজিট আছে—ওটার দিকে ইশারা করে বলল, 'ওখানে মোমবাতি আর দেশলাই পাবে। নিয়ে এসো তো। আরেকটু আলো দরকার আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল অয়ন আর জিমি। ক্লজিটের দরজা খুলে দেখল, ভিতরে সার বেঁধে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাতিদান-সহ বেশ ক'টা মোমবাতির প্যাকেট। দেশলাইয়ের বাক্স অয়নের কাছেই আছে, তাই শুধু বাতিদান আর দুটো মোমবাতি নিয়ে ফিরে এল ওরা। ঝটপট জ্বালিয়ে ফেলল। আলোকিত হয়ে উঠল ডাইনিং কারের অভ্যন্তর।

'এই ট্রেনে কোনও ইলেকট্রিকের লাইট নেই?' রিয়া জানতে চাইল।

'না, মেয়ে,' জেরেমি জানাল। 'কয়লা আর বাষ্পের সাহায্যে চলে এই ট্রেন, বিদ্যুতের কোনও উৎসই নেই।'

'তা হলে ফ্রিজটা চলছে কেমন করে?'

'কে বলল চলছে? ওটাকে ফ্রিজ না বলে আইস-বক্স বলাই ভাল। প্রতি ট্রিপের আগে তাজা বরফ ভরে আনি আমরা।'

ভাগ্নেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল জেরেমি, একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। এরপর অয়নদের দিকে ফিরে লজ্জিত গলায় বলল, 'একটু উপকার করতে পারবে? জানি তোমরা প্যাসেঞ্জার... তারপরেও অনুরোধ না করে পারছি না। সাহায্য করার মত আর কেউ নেই কি না।'

'নির্দ্বিধায় বলে ফেলুন, সার,' জিমি বলল। 'সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব আমরা।'

'দুটো মোমবাতি সামনের কম্পার্টমেন্টে দিয়ে আসবে?

ওখানকার যাত্রীরা অন্ধকারে বসে আছে।'

'নিশ্চয়ই,' অয়ন বলল। 'কিন্তু আপনারা ট্রেন থামিয়েছেন কেন?'

'আর বোলো না!' বিরক্ত গলায় বলল জেরেমি। 'সামনে আবার একটা ব্যানার পড়েছিল। ওটা ছিঁড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ভেঙে গেল হেডলাইট, সামনে কী যেন ছিটকে পড়ল। বাধ্য হয়ে ব্রেক কষতে হলো। লাইটটা ঠিক করতে গেছে পার্সি... মানে আমাদের ড্রাইভার। ঠিক হলেই আবার রওনা হব।'

'ব্যানার!' জিমি হতভম্ব। রিয়ার চোয়ালও ঝুলে পড়েছে। 'টানেলের মাঝখানে? এখানে ব্যানার আসবে কোত্থেকে?'

'নতুন কিছু না,' হালকা গলায় বলল জেরেমি। 'টানেলের ভিতরে সবসময় কাপড়ের ব্যানার টাঙিয়ে রাখে কে যেন—একেবারে পথের মাঝখানে। আমরা অবশ্য থামি না, ব্যানার ছিঁড়ে চলে যাই। আজ হেডলাইট ভেঙে যাওয়ায় থামতে হলো।'

অয়নের ভুরু কুঁচকে গেছে। গম্ভীর গলায় বলল, 'তারমানে আজকেই এমন ঘটনা প্রথম ঘটছে না?'

'না। তবে কে এই মশকরা করছে, তা আজ পর্যন্ত বের করতে পারিনি।'

'এর সঙ্গে ভূতের কোনও সম্পর্ক নেই?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল জিমি।

'ভূত!' ভ্রূকুটি করল জেরেমি। 'কী সব আবোল-তাবোল বকছ? এখানে কোনও ভূত নেই।'

'কিন্তু কাইল তো বলল...'

'ওর কথায় গুরুত্ব না দিলেই ভাল করবে। ছেলেটা বড্ড কল্পনাপ্রবণ। যাক গে, এবার মোমবাতিগুলো নিয়ে যাবে সামনে? মি. গরম্যান নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হলো তিন বন্ধু। খানিক আগে, প্রখর

আলোয় যখন ট্রেনের ভিতরে ঘুরছিল, তখন মজাই লাগছিল ওদের। কিন্তু এখন, পুরো ট্রেনে আঁধারের রাজত্ব। ওদের হাতের মোমবাতি সেই আঁধারের বিরুদ্ধে লড়াই করে পেরে উঠছে না। এখানে-ওখানে জমাট বেঁধেছে ছায়া, তার ভিতরে যেন ঘাপটি মেরে আছে অশুভ কিছু। বুক দুরু দুরু করতে থাকল ওদের।

মাঝে একটু থামল অয়ন। জানালার কাছে আলো নিয়ে উঁকি দিল বাইরে। লক্ষ করল—যতটা ভেবেছিল তারচেয়েও চওড়া আর উঁচু টানেলটা। মোমবাতির আভায় রুক্ষ পাথুরে দেয়ালের সামান্যই আলোকিত হয়েছে। ডানে-বাঁয়ে নিকষ আঁধারে মিশে গেছে দেয়ালটা। নীচে তাকাল অয়ন।

'আরে!' বলে উঠল ও। 'পায়ে হাঁটা একটা পথ দেখতে পাচ্ছি ট্র্যাকের পাশে। জিমি, রিয়া, দেখে যাও।'

'আমার কোনও আগ্রহ নেই,' সাফ সাফ জানিয়ে দিল জিমি। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস না তো, অয়ন। কেমন কেমন জানি লাগছে। চল্ এগোই।'

'ইয়ে... আমিও অস্বস্তি বোধ করছি,' ইতস্তত করে বলল রিয়া।

বিস্মিত হয়ে উল্টো ঘুরল অয়ন। 'তুমিও? ভূতের ভয় তোমাকেও কাবু করে ফেলল?'

'ভূতের ভয় না,' বলল রিয়া। 'অন্যরকম একটা অনুভূতি। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ যেন তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।'

গম্ভীর হয়ে গেল অয়ন। আর কোনও কথা বলে হাঁটতে শুরু করল, দুই সঙ্গীকে নিয়ে দ্রুত পেরিয়ে এল তিন নম্বর কম্পার্টমেন্ট। দুই নম্বরে ঢুকে পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'কী হলো?' জিমির কণ্ঠে বিস্ময়। 'হঠাৎ অমন করলি কেন?'

'রিয়ার আশঙ্কা অমূলক মনে হলো না,' অয়ন বলল। 'হতে পারে "চোদ্দ পার্সেন্ট" সত্যিই নজর রাখছিল আমাদের উপরে।'

'ব্যাটা ওখানেই লুকিয়ে আছে? তুই শিয়োর?'

'না, শিয়োর না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'কিন্তু ট্রেনেরই কোথাও আছে সে। ওখানে হতে অসুবিধে কোথায়? আর তো কোনও জায়গা নেই তার যাওয়ার। পাহাড়-পর্বতের মাঝখানে আছি আমরা। ধারেকাছে কোনও জনবসতি নেই। কাজেই ট্রেন থেকে নামতে পারছে না। ভিতরেই কোথাও ঘাপটি মেরেছে।'

কিন্তু অদৃশ্য যাত্রীটিকে খোঁজার সময় নেই এখন, পরিবেশও নেই। পুরো ট্রেন অন্ধকারে ডুবে আছে। অগত্যা এক নম্বর কম্পার্টমেন্টের দিকে এগোল তিন বন্ধু। দরজার কাঁচ আর পর্দা ভেদ করে নীলচে একটা আভা দেখা যাচ্ছে—সম্ভবত ল্যাপটপ কম্পিউটারের স্ক্রিনের আলো। কাছাকাছি যেতেই একটা কণ্ঠ শোনা গেল। জোরালো নয়, কিন্তু গলার স্বরে প্রকাশ পাচ্ছে তীব্র অসন্তোষ। দাঁড়িয়ে গেল গোয়েন্দারা।

'চমৎকার, মি. গরম্যান! সত্যি চমৎকার! আমাদের সর্বস্বান্ত করেও বুঝি আশ মেটেনি আপনার? এমনতরো নাটকের মানেটা কী? আপনার ভূতকে বলুন ফিরে যেতে। নইলে কিন্তু আপনারই অবস্থা খারাপ করে দেব আমরা।'

'মুখ সামলে কথা বলো, স্কট!' শীতল গলায় ধমকে উঠল অপরজন। কণ্ঠটা চিনতে পারল তিন বন্ধু—তামার ব্যবসায়ী গরম্যান। 'আমি কোনও নাটক করছি না। তোমার সঙ্গে আমার ব্যবসায়িক সম্পর্ক—নাটকের কোনও স্থান নেই তাতে। ড্রাইভারের কথা তো শুনেছ... আবারও কে যেন একটা ব্যানার টাঙিয়েছে রেললাইনের উপরে। এ-ধরনের ছেলেমানুষি আমি করি না।'

'করেন না? তা হলে টানেলটাকে ভুতুড়ে বানিয়েছে কে? সত্যিকার প্রেতাত্মা? আমাকে বোকা ভাববেন না, মি. গরম্যান। আমি জানি, এসব আপনারই কারসাজি।'

'আবার বলো কথাটা। দেখো কী হাল করি তোমার!' হুমকি

দিল গরম্যান।

কিছু পড়ে যাবার শব্দ হলো, মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। নীল আলোটাও নিভে গেল। কম্পার্টমেন্টের চতুর্থ যাত্রীর গলা শুনল এবার গোয়েন্দারা।

'চুপ করো তোমরা! দরজার ওপাশে আলো দেখতে পাচ্ছি। কেউ এসেছে মনে হয়।'

উত্তেজিত পদশব্দ হলো, আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজাটা। দোরগোড়ায় দ্বিতীয়বারের মত গরম্যানের রুদ্রমূর্তি দেখতে পেল তিন বন্ধু।

'আবার এসেছ তোমরা?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'কী চাই?'

'বয়লারম্যান পাঠিয়েছে, সার,' গলায় মধু ঢেলে বলল অয়ন। 'আপনাদের জন্য মোমবাতি নিয়ে এসেছি। কোনও সমস্যা, সার?'

জবাব দিল না গরম্যান। ছোঁ মেরে অয়নের হাত থেকে নিল মোমবাতি। তারপর কম্পার্টমেন্টে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল তিন বন্ধু, কিন্তু ভিতর থেকে আর কিছু শোনা গেল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরল অয়ন। ফিরতি পথ ধরল। ওকে অনুসরণ করল জিমি আর রিয়া।

'কী ভাবছিস?' অয়নের চিন্তিত চেহারা দেখে প্রশ্ন করল জিমি।

'ভাবছি টানেলের ভূতের পিছনে সত্যিই ওই গরম্যান জড়িত কি না। হলে সেটা প্রমাণ করা খুব কঠিন হবে। এ-ধরনের লোক পিছনে কোনও সূত্র রেখে যায় না।'

'লোকটাকে আমারও পছন্দ হয়নি,' রিয়া সায় দিল। 'ভিতরের ওই স্কট কী বলছিল, শোনোনি? ওদেরকে নাকি সর্বস্বান্ত করেছে গরম্যান। কাইল বলল, মিউজিয়ামটাও কিনে নিতে চাইছে সে। মি. রোজেনবার্গকে পথে বসাতে... সেই সঙ্গে সম্ভাব্য ক্রেতাদের পিছু হটানোর জন্য যদি ভূতের ভয় ছড়ায় ওই লোক,

আমি অন্তত অবাক হব না।'

মাথা ঝাঁকাল অয়ন। জিমির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'বাতিটা দে। বাইরেটা একটু দেখে আসা দরকার।'

'বাইরে!' চোখ কপালে তুলল জিমি। 'কেন?'

'ব্যানারটার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি।'

'কৌতূহল করে লাভ কী? ট্রেনের ধাক্কায় ওটা নিশ্চয়ই কয়েক হাজার টুকরো হয়ে গেছে।'

'জানি। তারপরেও কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

নড়ল না জিমি। 'আর যদি সত্যিই ভূত থাকে বাইরে? কাইলের কথা যদি সত্যি হয়?'

'তুই এখনও ওই নিয়েই আছিস?' বিরক্ত গলায় বলল অয়ন। 'ভূত যদি থাকেই, তা হলে আমি নিজ চোখে দেখতে চাই ওটাকে।'

'আমিও,' সুর মেলাল রিয়া।

'তোমাদের দুজনেরই কল্লা চিবিয়ে খাবে ওই ভূত,' জিমি বলল। 'তখন হায় হায় করবে, জিমির কথা শুনলাম না কেন!'

'আমাদের না, তোমারই কল্লা খাবে ভূত,' রিয়া বলল। 'ভীতুর ডিম কোথাকার!'

'অ্যাই, বার বার ভীতুর ডিম বলবে না!' শাসাল জিমি। 'সতর্ক থাকতে চাইছি, তাতে দোষ কোথায়?'

'কথা ঘুরিয়ে লাভ নেই। তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভয়ে আধমরা হয়ে গেছ।'

'কী! আমি আধমরা হয়ে গেছি? আমাকে খেপিয়ো না, রিয়া... রেগে গিয়ে যদি মারধর শুরু করি, তুমিই আধমরা হয়ে যাবে...'

'তোরা ঝগড়া কর,' জিমির হাত থেকে মোমবাতিটা কেড়ে নিল অয়ন। 'আমি গেলাম।'

'দাঁড়াও, আমিও যাব।' ওর সঙ্গে পা বাড়াল রিয়া।

ইতস্তত করে জিমিও পিছু নিল ওদের। একা থাকার সাহস

পাচ্ছে না।

কম্পার্টমেন্টের বাইরের দিকের দরজাটার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল অয়ন। রিয়া জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'দরজাটা খোলা,' আঙুল তুলে দেখাল অয়ন। পাল্লাটা সামান্য ফাঁকা হয়ে আছে। 'মনে হচ্ছে এখান দিয়ে কেউ নেমেছে কিছুক্ষণ আগে।'

'জেরেমি হতে পারে,' রিয়া অনুমান করল। 'আমাদের মত ও-ও হয়তো বাইরেটা দেখতে চাইছে।'

'কিংবা *চোদ্দ পার্সেন্ট*...' গম্ভীর গলায় বলল অয়ন। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে। ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল। তারপর ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

'ভাবগতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না,' জিমি বলল। 'ব্যাটা আমাদের জন্য বাইরে ওঁত পেতে বসে রয়নি তো?'

'আমরা যে ট্রেন থেকে নামতে পারি, সেটা কেউই জানে না,' অয়ন বলল। 'খামোকা দুশ্চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। আয়।'

সিঁড়িতে পা রেখে এক লাফে নীচে নামল ও। পিছু পিছু রিয়া আর জিমি। দ্রুত চারপাশে নজর বোলাল তিনজনে।

'কিচ্ছু নেই এখানে, খামোকাই নেমেছি,' জিমি বলল। 'ফিরতে পারি এবার?'

'না,' বলল অয়ন। 'চল্, সামনের দিকে যাই।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেকে সামলাল জিমি। এমনিতেই যথেষ্ট দুর্বলতা দেখিয়ে ফেলেছে। সন্দেহ নেই, লস অ্যাঞ্জেলেসে ফেরার পর রিয়া খেপাতে খেপাতে ওর জান খারাপ করে দেবে। মেয়েটাকে আর কোনও সুযোগ দেবার মানে হয় না। তাই মেনে নিল অয়নের প্রস্তাব।

ইঞ্জিন লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল তিন বন্ধু। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মোমবাতির আলো তিন-চার ফুটের বেশি দূরত্ব

অতিক্রম করতে পারছে না, এরপরেই ওটাকে গিলে খাচ্ছে নিকষ কালো রঙ, একচিলতে আলোটা বুদ্বুদের মত ঘিরে রেখেছে গোয়েন্দাদেরকে। শুধু জিমি নয়, বাকি দু'জনেরও গা ছমছম করছে। কেবলই মনে হচ্ছে, অন্ধকারের আড়ালে এগিয়ে আসছে অজানা বিপদ... এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর।

যত এগোল, ততই প্রকট হয়ে উঠল পোড়া তেল আর কয়লার গন্ধ। লোকোমোটিভের চিমনি দিয়ে বেরুতে থাকা বাষ্পের হিসহিসানিও জোরালো হচ্ছে। একটু পরেই দৃষ্টিসীমায় উদয় হলো পুরনো ইঞ্জিনটা। অন্ধকারের মাঝে অতিকায় কোনও দানবের মত লাগল ওটাকে। চাকাগুলো প্রায় ওদের সমান উঁচু, কানেক্টিং রডগুলো মোটা বিমের মত। ইঞ্জিনটা ফুঁসছে যেন অবিরাম। সবমিলিয়ে ভয় জাগানো দৃশ্য।

থামল না অয়ন। এগিয়ে চলল। একটু পরেই পেরিয়ে এল ইঞ্জিনটাকে। হেডলাইট ইতোমধ্যে মেরামত করে ফেলেছে ড্রাইভার, উজ্জ্বল আলোয় সামনের অনেকখানি জায়গা আলোকিত হয়ে আছে। ওখানে একজন মানুষকে ট্র্যাকের উপর ঝুঁকে থাকতে দেখা গেল। তার পায়ের কাছে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে কী যেন।

চোখ পিটপিট করল ছেলেমেয়েরা। দৃষ্টি স্বাভাবিক হতেই দলাটার মধ্যে শার্ট-প্যান্ট দেখতে পেল। এরপরে দেখল আরেকটা জিনিস... সঙ্গে সঙ্গে ছলকে উঠল বুকের রক্ত।

হাত!

মানুষের একটা হাত বেরিয়ে আছে স্তূপটার মধ্য থেকে!

দম আটকে এল তিন বন্ধুর।

ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে সোজা হলো মানুষটা। আলোর দিকে ফিরে একটা হাত তুলল চোখের সামনে।

'কে ওখানে? জেরেমি, তুমি? সঙ্গে কে?'

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লোকটাকে। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের

মধ্যে, রুক্ষ চেহারা, বয়লারম্যানের মতই হাত-মুখ কালিঝুলিতে মাখা। নিঃসন্দেহে ট্রেনের ড্রাইভার—পার্সি শিহান।

'জী না, সার,' খসখসে গলায় বলল অয়ন। বুক শুকিয়ে গেছে। 'আ... আমরা এই ট্রেনের যাত্রী, আমার নাম অয়ন হোসেন। ও কি... ও কি মারা গেছে?'

'কে মারা গেছে?' ভুরু কোঁচকাল পার্সি। প্রশ্নটার অর্থ বুঝতে পারছে না। পায়ের দিকে তাকিয়েই যেন ইলেকট্রিকের শক খেলো। 'ওহ্, এটার কথা বলছ? না, না... মানুষ না এটা। মোমের পুতুল... আমাদের মিউজিয়ামের পুতুল!'

বুকের উপর থেকে একমণ পাথর যেন নেমে গেল অয়নের। জিমি আর রিয়া অবশ্য তখনও চমক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একটু এগোল ও। বলল, 'ম্যানিকিন বলতে চাইছেন? রেললাইনের উপরে কেউ ম্যানিকিন দাঁড় করিয়ে রেখেছিল?'

'হুঁ।' স্তূপটার কাছ থেকে সরে এল ড্রাইভার। 'ব্যানারের পিছনে ছিল, দেখতে পাইনি। হেডলাইটটা বদলে নেবার পর তোমাদের মতই চমকে উঠেছি। ভেবেছি সত্যিই বুঝি কোনও মানুষকে...' এটুকু বলেই নিজেকে সংযত করল। বোধহয় বুঝতে পারছে, অচেনা মানুষের সামনে নিজের আতঙ্ক প্রকাশ করা ঠিক হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি চেহারা কঠিন করে ফেলল। বলল, 'তোমরা এখানে কী করছ? যাও, ট্রেনে ওঠো। আমরা এখুনি রওনা হব।'

'পুতুলটা সঙ্গে নেবেন না?' অয়ন জিজ্ঞেস করল।

'কেন সঙ্গে নেব?'

'পুলিশকে দেখানোর জন্য। ওটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যেতে পারে। যে এ-কাজ করেছে, তাকে হয়তো ধরতে পারবে পুলিশ।'

'আমি অত ঝামেলা করতে পারব না,' বলল ড্রাইভার। 'পুলিশ যদি প্রয়োজন মনে করে, ওরাই এসে নিয়ে যাবে। আর কোনও কথা না। যাও, ট্রেনে ওঠো।'

'কী বলছেন?' একগুঁয়ের মত বলল অয়ন। 'মি. জেরেমির কাছে শুনেছি, প্রায়ই নাকি এভাবে উত্যক্ত করা হচ্ছে আপনাদেরকে। চান না এসব বন্ধ হোক?'

'ছোটখাট ঝুট-ঝামেলায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা। যদি পাত্তা দিতে শুরু করি, তা হলে আরও মাথায় চড়ে বসবে। ব্যস, আর কিছু শুনতে চাই না। যাও তোমরা। আমি আর এখানে সময় নষ্ট করব না।'

হতাশ হয়ে উল্টো ঘুরল গোয়েন্দাপ্রধান। দুই সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে চলল। দ্বিতীয় কম্পার্টমেন্টের দরজার কাছে গিয়ে একটু থামল ও, পালা করে তাক্রাল দরজা আর পিছনের অন্ধকার টানেলের দিকে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল হন হন করে।

'অ্যাই, অয়ন!' ডাকল জিমি। 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ব্যানারটা এখনও দেখা হয়নি,' সংক্ষেপে বলল অয়ন।

'একটু দাঁড়া না রে ভাই! বুকের ধড়ফড়ানি একটু কমতে দে। আবার কী না কী দেখি... এবার হয়তো হার্টফেলই করব।'

থামল অয়ন। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'সামান্য একটা ম্যানিকিন দেখে এত ভয় পাওয়া উচিত হচ্ছে না তোর। শয়তানি করছে কেউ, বুঝতে পারছিস না?'

'পোশাকের দোকান আর জাদুঘরে মোমের পুতুল দেখে অভ্যস্ত আমি, অন্ধকার টানেলের ভিতরে নয়! তা ছাড়া ওটা যে ম্যানিকিন, তা তো পরে জেনেছি,' জিমি বলল। 'আর খালি আমার দোষ ধরছিস কেন? রিয়ার দিকে তাকা।'

ভুল বলেনি ও, সত্যিই ফ্যাকাসে হয়ে আছে ওদের বান্ধবীর চেহারা। কিন্তু জিমির কথা কানে যেতেই আঁতে ঘা লাগল ওর। মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'মোটেও ভয় পাইনি আমি। একটু চমকে গেছি, এই যা।'

'এটা তোমার চমকে যাওয়া চেহারা?' মুখ বাঁকিয়ে বলল জিমি। 'গুল মারার আর জায়গা পাও না?'

'আমি গুল মারছি?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রিয়া।

কপাল চাপড়াল অয়ন। 'আবার লেগে গেলি তোরা? মর জ্বালা!'

'ও কি বলল শোনোনি?' নালিশের সুরে বলল রিয়া। 'নিজের প্যান্ট খারাপ হয়ে যাবার দশা, অথচ বলছে কিনা আমি ভয় পেয়েছি।'

'অ্যাই, বাজে কথা বলবে না!' হুঁশিয়ার করল জিমি।

'থাম তো!' কড়া গলায় বলল অয়ন। 'কথায় কথায় ঝগড়া... পেয়েছিস কী? ভয় তো আমিও পেয়েছি, তাতে অসুবিধে কোথায়? অন্ধকারে অমন দৃশ্য দেখার পরেও যদি ভয় না পায় কেউ, সেটাই বরং অস্বাভাবিক। কথা না বাড়িয়ে আমার সঙ্গে আয়।'

মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল জিমি আর রিয়ার। নীরবে অনুসরণ করল গোয়েন্দাপ্রধানকে।

পঞ্চাশ মিটারের মত এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অয়ন। মোমবাতি নিয়ে নিচু হলো, কী যেন তুলে আনল মাটি থেকে। দুই বন্ধুর দিকে ফিরে দেখাল জিনিসটা।

'ক্যানভাসের টুকরো,' বলল জিমি। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল অয়নের দিকে। 'ব্যানারের অংশ?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' অয়ন বলল। 'এটা ছেঁড়ারই শব্দ শুনেছিলাম আমরা—বিস্ফোরণের আওয়াজের মত লেগেছে। এগুলোই উড়ে গেছে জানালার পাশ দিয়ে।' উল্টেপাল্টে দেখল টুকরোটা। 'কিচ্ছু নেই এতে। হুমম।'

'কী থাকবে বলে ভাবছ?' রিয়া জানতে চাইল।

'লেখা। ব্যানার মানেই ওতে কিছু লেখা থাকবে, তাই না?'

'কিন্তু ওটা তো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।'

'টুকরোগুলোই খুঁজব আমরা। সব না হোক, অন্তত পাশাপাশি কয়েকটা জোড়া দিতে পারলেও হয়তো বোঝা যাবে, কী লেখা ছিল ব্যানারটায়।'

'অত সময় কোথায়, অয়ন?' বলে উঠল জিমি। 'ড্রাইভার তো এখুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে বলল।'

'আমরা না উঠলে রওনা হতে পারবে না,' আশ্বস্ত করল অয়ন। 'আয়, সময় নষ্ট না করে কাজে নেমে পড়ি।'

মোমবাতির আলোয় টানেলের মেঝে পরীক্ষা করতে শুরু করল তিন বন্ধু। অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ ক'টা টুকরো পেয়ে গেল। কোনোটাই হাতের তালুর চেয়ে বড় নয়। দুটোর মধ্যে গাঢ় রঙের পোঁচ লক্ষ করল, সেইসঙ্গে পেইন্টের গন্ধ।

'অয়েল পেইন্ট,' গন্ধটা শুঁকে বলল অয়ন। 'কুইক, আরও টুকরো খুঁজে পেতে হবে আমাদেরকে।'

নতুন উদ্যমে এগোতে শুরু করল তিন বন্ধু। ট্রেন পেরিয়ে চলে গেল কিছুদূর। হঠাৎ জিমি উত্তেজিত গলায় বলল, 'অয়ন, আলোটা দেয়ালের কাছে ধর!'

ধরল অয়ন, তাকাল উপরে। একটা লোহার হুক রয়েছে ওখানে, হুক থেকে ঝুলছে একটা দড়ি। দড়ির প্রান্তটা ছেঁড়া। মেঝেতে নজর বোলাতেই ক্যানভাসের বড় একটা খণ্ড দেখতে পেল... ওটাই দড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল। হাঁটু গেড়ে বসল অয়ন, উল্টাল ক্যানভাসটা। পুরো একটা অক্ষর ফুটে আছে ওতে।

'হুম,' গম্ভীর গলায় বলল ও। 'এবার বোঝা যাচ্ছে, কাইল কেন জিজ্ঞেস করেছিল—*চোদ্দ পার্সেন্ট* চায়নিজ কি না।' লেখাটার দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'এটা চায়নিজ অক্ষর।'

'সিয়েরা নেভাদার মাঝখানে চায়নিজ ব্যানার?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রিয়া। 'শাংহাই হলে নাহয় একটা কথা ছিল!'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত তো বটেই,' স্বীকার করল অয়ন। 'ড্রাইভার বা জেরেমি চায়নিজ লেখা পড়তে পারে বলে তো মনে হয় না। ব্যানারে কোনও বক্তব্য দিতে চাইলে সেটা ইংরেজিতে লেখাই যুক্তিসঙ্গত ছিল।'

ওর কথা শেষ হতেই শোনা গেল গুরুগম্ভীর আওয়াজ। ঝট্

করে ঘাড় ফেরাল তিন বন্ধু। পরক্ষণে আঁতকে উঠল। ট্রেনের ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, রেললাইনের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়াতে শুরু করেছে চাকা।

'সর্বনাশ!' ভয়ার্ত গলায় বলল রিয়া। 'ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে!'

তিনজনের মধ্যে জিমি সবচেয়ে ভাল দৌড়ায়, তাই ওর দিকে ফিরল অয়ন। 'দৌড়া, জিমি। থামা ট্রেনটাকে!'

জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুটল জিমি, পিছু পিছু অয়ন আর রিয়া। জানপ্রাণ দিয়ে ছুটছে তিনজনে, জীবনে এত জোরে কখনও দৌড়েছে কি না বলা মুশকিল। চেঁচাচ্ছেও একই সঙ্গে—থামতে বলছে ট্রেনকে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ধীরে ধীরে বেড়ে গেল ট্রেনের গতি। জিমি প্রায় ধরেই ফেলেছিল... শেষ বগির পিছনের রেলিং আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছিল... কিন্তু তখুনি আচমকা ছুট লাগাল ট্রেন। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে চলে গেল নাগালের বাইরে। তাল হারাল জিমি, হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল রেললাইনের উপর। অয়ন আর রিয়া যখন ওর পাশে পৌঁছুল, তখন ট্রেনটাকে ধরার কোনও উপায় নেই আর।

ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে এল ইঞ্জিনের গর্জন আর চাকার ঝিকঝিকানি। একটু পর নেমে এল নৈঃশব্দ্য। দৌড়ানোর সময় মোমবাতি নিভে গেছে, ফলে শূন্য টানেলের ঘনঘোর অন্ধকার গ্রাস করল গোয়েন্দাদেরকে।

পাঁচ

'জিমি,' অন্ধকারে শোনা গেল রিয়ার উদ্বিগ্ন গলা, 'তোমার কোথাও লাগেনি তো?'

গুঙিয়ে উঠল জিমি। 'হাঁটু ছড়ে গেছে মনে হয়। অ্যাই অয়ন, আলো জ্বালা।'

'ও হ্যাঁ,' বলল অয়ন। 'জ্বালছি।'

পকেটে দেশলাই আছে, তাড়াতাড়ি মোমবাতি ধরাল ও। ঝুঁকল বন্ধুর দিকে। জিমির প্যান্টের বাম হাঁটু রক্তে ভিজে গেছে।

'রক্ত পড়ছে তোর,' বলল অয়ন। 'ব্যাণ্ডেজ করা দরকার।'

'এখানে ব্যাণ্ডেজ পাব কোথায়?'

'আমার কাছে রুমাল আছে,' বলল রিয়া।

রুমালটা নিয়ে হাঁটুতে বাঁধল জিমি।

অয়ন জিজ্ঞেস করল, 'দাঁড়াতে পারবি?'

'দেখি,' বলে দাঁতে দাঁত পিষল জিমি, রিয়ার হাত ধরে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ককিয়ে উঠল ব্যথায়। 'উঃ মাগো!'

'ইশ্‌শ্‌... ভালই ব্যথা পেয়েছ দেখছি,' রিয়া সমবেদনা জানাল। 'পড়লে কী করে? হোঁচট খেয়েছিলে?'

'না, হাঁটু ঘষে দেখলাম কেমন লাগে!' রাগী গলায় বলল জিমি। ফিরল অয়নের দিকে। 'সব তোর দোষ। তখনই তো বললাম, ড্রাইভার ট্রেন ছেড়ে দেবে। আমার কথা তো শুনলি না। খুব একখান ডায়লগ ঝাড়লি—আমরা না উঠলে রওনা হবে না

ট্রেন। এবার বোঝ মজা। কোথায় আটকা পড়েছি, কোনও আইডিয়া আছে তোর?'

'ব্যাপারটা স্রেফ ভুল বোঝাবুঝি,' অয়ন নির্বিকার। 'ড্রাইভার নিশ্চয়ই ভেবেছে আমরা উঠে গেছি ট্রেনে। চিন্তার কিছু নেই, খুব শীঘ্রি ভুলটা ধরা পড়বে। তখন আমাদের জন্য ফিরে আসবে ওরা।'

'তাতে কয়েক ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে। ততক্ষণ কী করব আমরা? হা-ডু-ডু খেলব?'

'না। আরেকটু তদন্ত করব।' মোমবাতির ইশারায় সামনেটা দেখাল অয়ন। আবছা আলোয় আলোকিত হলো ট্র্যাকের পাশে পড়ে থাকা ম্যানিকিনের দলাটা। 'ওটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

জানে ওটা একটা নিষ্প্রাণ পুতুল, তারপরেও বুক ধুকপুক করে উঠল জিমির। 'ওহ্ গড!'

না শোনার ভান করে এগোল অয়ন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছু নিল জিমি। ওকে সাহায্য করল রিয়া।

ভাঙাচোরা পুতুলটার পাশে গিয়ে থামল গোয়েন্দাপ্রধান। বুকের অংশটা থেঁতলে গেছে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আঘাতে, হাত আর পা খুলে পড়েছে শরীর থেকে। ছিটকে যায়নি পরনের পোশাকটার জন্য। জ্যাকেট নেই, শুধু শার্ট আর প্যান্ট। দুটোই পুরনো, বিবর্ণ। মুখটা অক্ষত রয়েছে। গোঁফঅলা কটমটে একটা চেহারা দেখা গেল, কাঁচের তৈরি চোখদুটো শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টানেলের ছাতের দিকে।

সাধারণ ম্যানিকিন নয় জিনিসটা, বুঝতে পারছে অয়ন। চেহারাটাই বলে দিচ্ছে, সত্যিকার কোনও মানুষের মুখের আদলে গড়া হয়েছে ওটা।

'কে এ-কাজ করল, জানতে হবে আমাদেরকে,' রুক্ষ গলায় বলল অয়ন। 'যদি তামাশাও করে থাকে... খুব বিশ্রী একটা

তামাশা করেছে।'

'ঠিকই বলেছ,' রিয়া একমত হলো। 'ড্রাইভারের চেহারা দেখেছিলে? ভয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল সত্যিই কোনও মানুষকে ধাক্কা দিয়েছে।'

'স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল অয়ন। হাঁটু গেড়ে বসল। কাছ থেকে পরীক্ষা করল মোমের পুতুলটাকে। হঠাৎ বলল, 'আরে, শার্টের সঙ্গে নেমট্যাগ আছে!'

'রেজিনাল্ড হ্যারো, এইচ.আর.এম.সি।' জোরে জোরে পড়ল রিয়া। 'হ্যারো-র সঙ্গে হ্যারোভিলের সম্পর্ক থাকতে পারে—লোকটা স্থানীয় কোনও সেলিব্রিটি বোধহয়।'

'সেলিব্রিটি হলে ট্রেনের সামনে ছুঁড়ে দেবে কেন?' বিরক্ত গলায় বলল জিমি। 'আর ওই এইচ.আর.এম.সি-ই বা কী?'

'নিশ্চয়ই হ্যারোভিল রেলরোড মিউজিয়াম কোম্পানি,' অয়ন বলল। কপালে ভাঁজ পড়ল ওর। 'যদ্দূর মনে পড়ছে, প্রথমবার ম্যানিকিনের গায়ে একটা জ্যাকেট দেখেছিলাম। ইউনিফর্মের জ্যাকেট... ঠিক যেমন কাইলের গায়ে দেখেছি। এখন তো দেখছি নেই!'

'কী বলছিস?' জিমি বলল। ইশারা করল ম্যানিকিনের শার্ট-প্যান্টের দিকে। 'এগুলো তো সিভিল পোশাক। এর উপরে ইউনিফর্মের জ্যাকেট থাকবে কেন?'

'ভাল প্রশ্ন। ট্রেনটা ফিরে এলে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে হবে—ম্যানিকিনের জ্যাকেটটা নিয়েছে কি না। যদি এই পুতুলের না হয়ে থাকে, তা হলে ওটা কার জ্যাকেট ছিল। জানা উচিত ওর, কারণ সব ইউনিফর্ম নিশ্চয়ই মিউজিয়ামের সম্পত্তি।'

'অন্য কোথাও গিয়ে আলোচনা করা যায় না?' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল জিমি। 'হাঁটু ব্যথা করছে আমার। পুতুলটাও মনে হচ্ছে হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে।'

এবার মায়া হলো অয়নের। সরে এল ম্যানিকিনের পাশ

থেকে। রিয়ার হাতে তুলে দিল মোমবাতিটা, তারপর নিজের কাঁধে ভর রাখতে দিল বন্ধুকে, আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল সম্মুখপানে... যেদিকে ট্রেনটা গেছে।

'এবারের ট্রিপটা কেন যেন অপয়া মনে হচ্ছে আমার কাছে,' ওদের পাশে তাল মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল রিয়া। মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখা গেল—ওর সুন্দর মুখটায় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। 'এখন পর্যন্ত একটাও ভাল কিছু দেখিনি। গরম্যানের কথাই ধরো, হাবভাবে ভূমিদস্যু মনে হচ্ছে তাকে। এলাকার ত্রাস। অন্যদিকে ট্রেনে চড়ল রহস্যময় এক লোক, কাইলকে বাথরুমে আটকে রাখল। টানেলে ঢুকতে না ঢুকতে থেমে দাঁড়াল ট্রেনটা। সামনে চায়নিজ হরফে লেখা ব্যানার, ট্র্যাকের উপরে মোমের পুতুল... এখন আবার আমাদের ফেলে রেখেই চলে গেল ট্রেনটা। এতসব দুর্ভাগ্য কো-ইনসিডেন্স হতে পারে না।'

'আমি শুরু থেকে সেটাই বলছি,' অয়ন বলল। 'গভীর কোনও রহস্য আছে এর পিছনে।'

'কী জানি, বাবা। রহস্য-টহস্য বুঝি না। টানেল থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। ফোন করে সাহায্য চাওয়া যাবে।'

'মোবাইল ব্যবহার করতে চাইছ? এই পাহাড়ি এলাকায় তো কোনও রিসেপশন নেই।'

'কী!' আঁতকে উঠল রিয়া। 'তুমি শিয়োর?'

'হ্যাঁ। স্টেশন ছাড়ার একটু পরেই সিগনাল হারিয়েছি আমরা। আমি চেক করে দেখেছি।'

'ভাল বিপদে পড়া গেল তো।'

নীরবতা নেমে এল। এখন শুধু চুপচাপ এগিয়ে যাওয়া।

খানিক পর জিমি বলে উঠল, 'আচ্ছা, চিঠিতে মি. রোজেনবার্গ এই টানেলের ব্যাপারে কিছু বলেননি তো? ওই যে... পুরনো ইতিহাসের কথা লিখেছেন... হয়তো টানেলে ভূতের উপদ্রব বেড়ে

যাওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। হতে পারে না?'

'মনে হয় না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'ব্যানার আর ম্যানিকিন... এগুলো ভূতের কাণ্ড নয়। ভুতুড়ে ঘটনার বর্ণনা অন্যভাবে দিয়েছে কাইল। অদ্ভুত আওয়াজ, গোঙানি, বাষ্প... মনে নেই তোর?'

মুখ কালো হয়ে গেল জিমির, টের পেয়েছে—আসল বিপদ এখনও শুরুই হয়নি। 'কোন্ দুঃখে যে জিজ্ঞেস করতে গেলাম! ভুলেছিলাম, ভালই তো ছিলাম।' কপাল চাপড়াল ও। তারপর কপট সুরে বলল, 'ধন্যবাদ দোস্ত, খোঁচা দিয়ে ভয়টাকে আবার জাগিয়ে তুলেছিস তুই।'

'শ্‌শ্‌শ্,' ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলল অয়ন। দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'কী ব্যাপার?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল জিমি। 'চুপ করতে বলছিস কেন...'

'কথা বলিস না!' চাপা গলায় ধমকে উঠল অয়ন। 'রিয়া, বাতিটা নেভাও।'

কোনও প্রশ্ন না তুলে মোমবাতি নেভাল রিয়া। অন্ধকারে বয়ে চলল একের পর এক মুহূর্ত। আবছাভাবে টুপটাপ আওয়াজ শুনল ওরা একটু পর।

'পানির আওয়াজ...' ফিসফিসিয়ে বলল জিমি। 'দেয়ালের গা বেয়ে পানি পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।'

'ওটা না, আরেকটা আওয়াজ শুনেছি,' নিচু গলায় বলল অয়ন। 'পাথরে পা পড়ার আওয়াজ। মনে হলো আমাদের পিছু পিছু আসছে কেউ। এই টানেলে আমরা একা না।'

'হায় যিশু!' ভয়ার্ত গলায় বলল জিমি। 'আমাদের পিছনে আর কেউ নেই, অয়ন। আছে শুধু... আছে শুধু... ওই মোমের পুতুলটা!'

'পাগলামি থামাবে, জিমি?' রিয়া বলে উঠল তীক্ষ্ণস্বরে। 'এটা হরর মুভি না, বাস্তব দুনিয়া।'

'সমস্যা তো ওখানেই। মুভি হলে বন্ধ করে দেয়া যেত।'

'চুপ করবি তোরা?' বিরক্ত গলায় বলল অয়ন।

নীরব হয়ে গেল অন্য দু'জন।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা, কিন্তু আর কোনও শব্দ শোনা গেল না। শেষ পর্যন্ত অয়ন বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, চল এগোই। জিমি, হাঁটতে পারবি এখন? নাকি আবারও ধরতে হবে?'

'ব্যথা কমে এসেছে, পারব বোধহয়,' জিমি বলল। 'কিন্তু তার আগে আলো জ্বালা।'

'না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'পিছনে কেউ থাকলে দেখতে পাবে আমাদের।'

'অন্ধকারে হাঁটব কীভাবে? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'দেয়াল ধরে এগোব। আয়। আমার হাত ধরে থাকিস। রিয়া, তুমিও জিমির হাত ধরো।'

অন্ধের মত এগোতে শুরু করল তিন বন্ধু। টানেলের দেয়ালে হাত ছুঁইয়ে রেখেছে অয়ন, বাকিরা ওকে অনুসরণ করছে। এক বিন্দু আলো নেই, কোথায় যাচ্ছে কিচ্ছু বলতে পারবে না। মিনিটদশেক কেটে যাবার পর আবারও থামল গোয়েন্দাপ্রধান। ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জিমি।

'কী হলো, থামলি কেন আবার?' বিরক্ত গলায় বলল ও।

'সামনে হাত ঠেকে গেছে, কোনও ফাঁকা পাচ্ছি না,' জানাল অয়ন। 'একটু দাঁড়া।'

দু'হাত সামনে বাড়িয়ে হাতড়াতে লাগল ও। কিন্তু না, এগোবার মত কোনও জায়গা পাওয়া গেল না। পাশে যেমন দেয়াল, সামনেও তেমনি। ব্যাপার কী, অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। তাই পকেট থেকে বের করল পেনলাইট, ওটার আলো মোমবাতির চেয়ে কম, দূর থেকে দেখা যাবে না।

সুইচ টিপতেই ম্লান আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ল সামনে। দ্রুত জায়গাটা পরীক্ষা করল অয়ন। তারপর বন্ধুদের দিকে ফিরে

বলল, 'এখান দিয়ে যাওয়া সম্ভব না। সামনেটা বন্ধ।'

'কী বলছ?' অবাক গলায় বলল রিয়া। 'বন্ধ মানে? ট্রেনটা তা হলে গেছে কীভাবে? ওটার পিছু পিছুই তো এলাম আমরা।'

'ট্রেন এখান দিয়ে গেছে বলে মনে হয় না,' মেঝেতে আলো ফেলল। 'রেললাইন নেই এখানে। টানেলটাও অনেক ছোট, এতক্ষণ যেটায় ছিলাম, সেটার মত না।'

'তা হলে কোথায় এসেছি আমরা?'

'সম্ভবত কোনও সাইড-টানেলে। দেয়াল ধরে এগোচ্ছিলাম তো, বোধহয় মুখ খোলা পেয়ে মূল টানেল থেকে সরে এসেছি। চলো ফিরে যাই।'

'ঠিক আছে, কিন্তু এবার আর অন্ধকারে এগোতে রাজি নই আমি,' বলল জিমি। 'মোমবাতি দে। আমিই ধরছি ওটা।'

আপত্তি করল না অয়ন। অন্ধকারে পথ হারাবার কোনও মানে হয় না। মোমবাতি ধরিয়ে তুলে দিল বন্ধুর হাতে। এরপর তিনজনে ফিরতি পথ ধরল। টানেলের মেঝে ধুলোয় ভর্তি, তাতে পরিষ্কার ফুটে আছে ওদের পায়ের ছাপ। এগোতে অসুবিধে হচ্ছে না।

'এখানে সাইড টানেল এল কোত্থেকে, বুঝতে পারছি না,' হঠাৎ বলল রিয়া। 'আমার ধারণা ছিল, রেল টানেলের কোনও শাখা থাকে না। পাহাড়ের একপাশ থেকে আরেকপাশ পর্যন্ত সরাসরি কাটা হয় ওটা।'

'ঠিকই বলেছ,' অয়ন একমত হলো। 'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। এ-ধরনের ব্যতিক্রম স্বাভাবিক নয়। পাহাড়টা আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে। আরও টানেল আছে কি না কে জানে। ঘুরে দেখা গেলে ভাল হতো...'

কথা শেষ হলো না ওর। তার আগেই খসখসে একটা আওয়াজ ভেসে এল পিছন থেকে। নিজের অজান্তেই থমকে দাঁড়াল তিন বন্ধু। আস্তে আস্তে উল্টো ঘুরল। না, দৃষ্টিসীমায়

কিছুই নেই। শব্দটা থেমে গেল ক্ষণিকের জন্য, তারপর শোনা গেল আবার। মনে হলো পাথরের গায়ে আঁচড় দিচ্ছে কেউ। কিন্তু কে? গা শিরশির করে উঠল ওদের, সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের খাটো চুল।

'ক্... কীসের শব্দ?' তোতলাতে তোতলাতে বলল জিমি।

'দেয়ালের ওপাশ থেকে আসছে মনে হচ্ছে,' অয়ন বলল। 'আলোটা উঁচু করে ধর, আমি দেখছি।'

মোমবাতির আলোয় দেয়ালটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল অয়ন। কান পাতল ওটার গায়ে। আঁচড়ের আওয়াজ আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। হঠাৎ চমকে উঠল ও, যেন কারেন্টের শক খেয়েছে, এই ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

দেয়ালটা আগের মতই আছে, কিন্তু গোড়ার মেঝে কাঁপছে! উড়তে শুরু করেছে ধুলোর মেঘ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই শোনা গেল একটা অচেনা কণ্ঠ। যেন তীব্র যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল কেউ।

'আ...আ...আ...আ...!!'

কয়েক মুহূর্ত বাতাসে ভাসল সেই ভয়াবহ আর্তনাদ। তারপর থেমে গেল।

'দ্... দেয়ালের ওপাশে ক্... কেউ আছে!' তোতলানো বেড়ে গেছে জিমির।

'কে?' বলল রিয়া। 'এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।'

'আ...আ...আ...আ...!!!'

আবারও ভেসে এল চিৎকার। এবারের কণ্ঠটা অন্যরকম। মনে হলো ওদের ঠিক পাশের দেয়ালের পিছন থেকে আসছে। বুক কেঁপে উঠল গোয়েন্দাদের।

সবার আগে নিজেকে সামলে নিল অয়ন। জিমির দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'মোমবাতি দে।'

মুঠো শক্ত করল জিমি। 'কেন?'

'দেয়ালটা আবার দেখব। হয়তো বিপদে পড়েছে কেউ...

আমাদের সাহায্য চাইছে।'

ইতস্তত করে মোমবাতি বাড়িয়ে ধরল জিমি। ওটা নিয়ে আবার দেয়ালের কাছে গেল অয়ন। কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখা গেল, ওর চারপাশে ধুলোর মেঘ ঘন হচ্ছে... যেন ধীরে ধীরে আকৃতি নিচ্ছে ভয়াল কোনও দানব।

'অয়ন, চলে এসো,' ভয় মেশানো কণ্ঠে ডাকল রিয়া।

'এক মিনিট,' অয়ন বলল। 'মনে হচ্ছে একটা আলগা পাথর দেখতে পাচ্ছি।'

মোমবাতি জিমির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পাথরটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। টানছে, ঠেলছে, ডানে-বাঁয়ে ধাক্কা দিচ্ছে—নড়াতে চেষ্টা করছে যতভাবে সম্ভব। একটু পরেই ভোঁতা শব্দ করে সরে গেল পাথরটা—বাইরে নয়, ভিতরদিকে! কালো একটা গহ্বর উঁকি দিল ওখানটায়।

মোমবাতির আলোয় ভাল করে গর্তটা দেখল গোয়েন্দাপ্রধান। মন্তব্য করল, 'ইন্টারেস্টিং! দেয়ালের পিছনে একটা ফাঁকা জায়গা আছে।' হাত দিয়ে গর্তটার মাপ নিল। 'আমার আর জিমির জন্য বড্ড ছোট হয়ে যায়। তবে রিয়া, তুমি বোধহয় চেষ্টা করলে ঢুকতে পারবে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রিয়া। 'মরে গেলেও ওখানে ঢুকছি না আমি।'

'এতটা আনপ্রফেশনাল হয়ো না, রিয়া,' অভিযোগের সুরে বলল অয়ন। চোখ বোলাল গর্তের ভিতরে। 'সম্ভব হলে আমিই যেতাম, তোমাকে বলতাম না...'

কথার মাঝখানে আচমকা ব্রেক কষল ও। স্থির হয়ে গেছে শরীর।

'কী?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল জিমি। 'কী?'

পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল অয়ন, ওর অটল সাহসেও চিড় ধরতে শুরু করেছে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওপাশে... ওপাশে

কিছু একটা আছে। বড় বড় কালো চোখ... আমার দিকে তাকিয়ে ছিল!'

ক্ষণিকের জন্য নীরব রইল পরিবেশ, তারপরেই শোনা গেল খসখস আওয়াজ। যেন শরীর ঘষে গর্তের মুখের দিকে এগিয়ে আসছে কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণী।

'ওহ্ গড!' আতঙ্কিত গলায় বলল জিমি। 'ওটা বেরিয়ে আসছে! পালা!!'

কথাটা মুখ দিয়ে বেরুতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে ছুট লাগাল তিন বন্ধু। অয়ন আর রিয়া চোখের পলকে এগিয়ে গেল, কিন্তু কয়েক পা ফেলতেই হাঁটুর ব্যথায় ককিয়ে উঠল জিমি। ব্যথা অগ্রাহ্য করে পা বাড়াতেই তাল হারাল, পড়ে গেল হুড়মুড় করে। হাত থেকে ছুটে গেল মোমবাতিটা। মেঝেতে আছড়ে পড়ে জ্বলল কয়েক সেকেণ্ড, তারপরেই নিভে গেল। গাঢ় আঁধারে ছেয়ে গেল টানেল।

আলোর জন্য মাতম করার সময় নেই, দেয়াল ধরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল জিমি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল সামনের দিকে। অন্ধের মত। যতক্ষণ পারল ছুটল, তারপর থামল দম নেবার জন্য। হাঁপাতে হাঁপাতে চারদিকে মাথা ঘোরাল, কিন্তু কিছুই দেখল না। যেন কালি ঢেলে দেয়া হয়েছে ওর চোখে। কোথায় এসেছে, কতদূর এসেছে... কিছুই বোঝার উপায় নেই। কান পাতল, তবে শুনল না কিছুই। তা হলে কি ওকে ধাওয়া করেনি অচেনা দানব?

'অয়ন!' গলা চড়িয়ে ডাকল জিমি। 'রিয়া!'

'জিমি?' দূর থেকে ভেসে এল অয়নের পাল্টা চিৎকার। সেইসঙ্গে প্রতিধ্বনি—*মি...মি...মি...মি...*। 'কোথায় তুই?' *ই...ই...ই...ই...*

কতদূরে ওরা বোঝা যাচ্ছে না। আরও জোরে চেঁচাল জিমি।

'আমি এখানে! মোমবাতি নিভে গেছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি

না!' এবারও প্রতিধ্বনি উঠল—*না...না...না...না...*

'জিমি!' এবার রিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল। 'কী বলছ তুমি... *মি...মি...মি...মি...?*'

প্রতিধ্বনিতে জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব কথা। এভাবে আলাপ চালানোর মানে হয় না। শেষবারের মত চেঁচাল জিমি, 'আমি আসছি! একটু দাঁড়াও...*আও...আও...আও..!*'

দেয়াল ধরে কষ্টেসৃষ্টে এগোতে শুরু করল ও। অয়ন আর রিয়ার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না আর। ওরাও সম্ভবত একই কথা ভেবে চুপ হয়ে গেছে।

বেশ কিছুটা সময় ধরে এগোল জিমি, অয়নের পেনলাইটের আলো দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু দেখল না। সন্দিহান হয়ে উঠল ও, দাঁড়িয়ে পড়ল। নিশ্চিত হবার জন্য ডাকল, 'অয়ন! তুই কোথায়?'

ওর প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই আবছাভাবে শোনা গেল গোয়েন্দাপ্রধানের গলা... কিন্তু সামনে নয়, পিছন থেকে! নিশ্চয়ই ওদেরকে পার হয়ে চলে এসেছে ও। উল্টো ঘুরবে কি না ভাবল জিমি, কিন্তু বুক খামচে ধরল দানবের ভয়। পিছনেই কোথাও আছে ওটা। বন্ধুদের খুঁজতে গিয়ে যদি ওটার সামনে পড়ে যায়?

ইতস্তত ভঙ্গিতে কয়েক পা এগোল জিমি, মত পাল্টে আবার পিছাল। ডানে ঘুরল, বাঁয়ে ঘুরল—কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

'জিমি...*মি...মি...মি...মি...?*'

রিয়ার আবছা গলা শুনে ঘাবড়ে গেল জিমি। পিছনে নয়, এবার ওটা আসছে পাশ থেকে। কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। সামনে-পিছে-ডান-বাম করতে গিয়ে পুরোপুরি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ও। এতক্ষণ তাও একটা দিক লক্ষ্য করে এগোচ্ছিল, এবার সেটাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে... সব ঠিক হয়ে যাবে...' মন্ত্র পড়ার

ভঙ্গিতে বার বার উচ্চারণ করল জিমি। 'ভয়ের কিছু নেই।'

সাহস সঞ্চয় করল ও। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল টানেলের একপাশের দেয়াল। ঈশ্বরের নাম জপে একদিকে রওনা হলো। অয়নদের সঙ্গে দূরত্ব কমছে না বাড়ছে, বোঝার কোনও উপায় নেই।

হঠাৎ হোঁচট খেলো ও। পায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে কী যেন। ব্যালান্স সামলে পিছিয়ে এল জিমি। চোখ পিটপিট করল। অনেকক্ষণ অন্ধকারে কাটানোয় দৃষ্টি কিছুটা মানিয়ে এসেছে... আবছাভাবে টানেলের মেঝেতে কালো একটা আকৃতি দেখল। জ্বলজ্বল করছে ওটার দুই চোখ।

দম আটকে এল জিমির। দানবের কবলে পড়ে গেছে... এখুনি ওটা ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর!

'জিমি! জিমি!!' জোরে জোরে ডাকল রিয়া। কিন্তু কোনও জবাব পেল না। 'ধ্যাত্তেরি! ও কথা বলছে না কেন?'

'আবার হয়তো হোঁচট খেয়েছে। ব্যথা পেয়ে বেহুঁশও হয়ে যেতে পারে,' বলল অয়ন চিন্তিত স্বরে। 'বোকাটা মোমবাতিও ফেলে দিয়েছে হাত থেকে। এই অন্ধকারে এখন ওকে খুঁজেই বা বের করি কীভাবে? পাশ দিয়ে চলে গেলেও হয়তো টের পাব না।'

'কেন, তোমার কাছে না পেনলাইট আছে? জ্বালছ না কেন ওটা?'

'চেষ্টা করেছি, লাভ হচ্ছে না। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে বোধহয়। অনেকদিন বদলানো হয় না।'

'দেশলাই?'

'দেশলাই জ্বেলে পুরো টানেল কি কাভার করা সম্ভব? অর্ধেক পথ যাবার আগেই সব কাঠি শেষ হয়ে যাবে। তারচেয়ে অপেক্ষা করি। জিমির পায়ের আওয়াজ শুনলে দেশলাই জ্বালব।'

'অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল্লাগছে না আমার,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল রিয়া। 'জন্তুটা কাছে চলে এলে দেখতে পাব না। আচ্ছা, সত্যিই চোখ দেখেছ? ভুল হয়নি তো?'

'উঁহুঁ। বড় বড় কালো চোখ... আমি শিয়োর। তবে মুখ দেখিনি। কালো রঙ ওটার, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না।'

'পুরনো কোনও লণ্ঠনও তো হতে পারে... হয়তো কাঁচটা চকচক করে উঠেছিল?' বলল রিয়া। যদিও মনে হলো না কথাটা ও নিজেই বিশ্বাস করছে।

'অসম্ভব,' দৃঢ় গলায় বলল অয়ন। 'জ্যান্ত ছিল ওটা, নড়ে উঠেছে। যাক গে, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। চলো এগোই, জিমিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।'

একটা দেশলাই জ্বেলে চারপাশ দেখে নিল ও। তারপর রিয়াকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। দেশলাইয়ের কাঠি নিভে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে, তবে আরেকটা জ্বালল না। কতক্ষণ এখানে আটকে থাকতে হয় কে জানে, কাঠি বাঁচানো দরকার। অন্ধকারেই সতর্ক পদক্ষেপ ফেলল দু'জনে।

'জিমি-ই-ই!' আবার চেঁচাল রিয়া। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

হঠাৎ বিজাতীয় শব্দ শুনল ওরা। খুব কাছেই মেঝেতে নরমভাবে পা ফেলল কেউ, নাক টানল গন্ধ শোঁকার মত করে। ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল দু'জনে। হাতের গরম নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল রিয়া, পরক্ষণে ভেজা জিভ দিয়ে চেটে দিল ওর তালু।

'ও মাগো!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গর্জন করল প্রাণীটা।

ছিটকে কয়েক পা সরে এল রিয়া। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে ভয়ে।

ফস করে একটা দেশলাই জ্বালল অয়ন। তারপর বলল, 'শান্ত হও, রিয়া। ওটা একটা কুকুর।'

কাঁপতে কাঁপতে চোখ খুলল রিয়া। হ্যাঁ, ঠিকই তো! জিভ বের করে মস্ত এক ম্যাস্টিফ কুকুর দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাত দূরে। পোষা নিঃসন্দেহে, গলায় একটা বেল্ট শোভা পাচ্ছে।

দূর থেকে আলোর আভা উঁকি দিল—নড়ছে। ফ্ল্যাশলাইট হাতে এগিয়ে আসছে কয়েকজন মানুষ। শোনা গেল উদাত্ত ডাক:

'অয়ন-জিমি-রিয়া... কোথায় তোমরা?'

'এখানে!' চেঁচিয়ে উঠল রিয়া। 'আমরা এখানে!' উত্তেজনায় ভেঙে গেল গলার স্বর। কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

কয়েক মিনিট পরেই মানুষগুলো ঘিরে ফেলল ওদেরকে। মাঝখান থেকে একজন বলল, 'থ্যাঙ্ক গড, জ্যাসপার তোমাদেরকে খুঁজে পেয়েছে!' কণ্ঠটা পরিচিত—বয়লারম্যান জেরেমি স্যাণ্ডার্স। 'হ্যারোভিলে পৌঁছুনোর পর টের পেয়েছি যে, তোমরা ট্রেনে নেই। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছি। খুব ভয় হচ্ছিল তোমাদেরকে নিয়ে।' সামনে এগিয়ে অয়ন আর রিয়ার দিকে পালা করে তাকাল। 'আরেকজন কোথায়?'

'আমি এখানে!' অয়ন মুখ খোলার আগেই ভেসে এল নতুন কণ্ঠস্বর। কয়েক মুহূর্ত পর ছায়া থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল জিমি। প্যান্টের হাঁটু ছেঁড়া, দু'হাতও ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। তারপরেও হাসল। 'যাক বাবা, বাঁচা গেল!'

'জিমি!' উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল রিয়া। 'কোথায় ছিলে তুমি?'

মুচকি হাসল অয়ন। এমনিতে সারাক্ষণ ঝগড়া করে, অথচ এখন রিয়াই সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ দেখাচ্ছে জিমির ব্যাপারে।

'আর বোলো না,' মুখ বাঁকাল জিমি। 'অন্ধকারে তোমাদের দেখতে পাইনি, চলে গিয়েছিলাম মেইন টানেলে... একেবারে পুতুলটার কাছে। হোঁচট খেয়ে তো হার্টফেল করার দশা, কাঁচের চোখদুটো চকচক করছিল... ভাবলাম বুঝি গর্তের দানবটার কবলে পড়েছি। খানিক পরে যখন কিছুই ঘটল না, তখন ভয় কেটে গেল। এরপর বুদ্ধি খাটালাম, দেয়ালের বদলে রেললাইন

ধরে এগোতে শুরু করলাম। এদিকে আসার পর কুকুরের ডাক শুনলাম, আলোও দেখলাম। বাকিটা তো বুঝতেই পারছ।'

'পুতুল-পুতুল করছ কেন?' ভ্রূ কুঁচকে বলল জেরেমি। 'কীসের পুতুল?'

বিস্মিত হলো অয়ন। ইঞ্জিনের ড্রাইভার কি তা হলে বয়লারম্যানকে ম্যানিকিনটার কথা বলেনি?

'পুতুল? ওটা...' ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিল জিমি, কিন্তু ওকে পিছন থেকে চিমনি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান। গুঙিয়ে উঠল জিমি, 'উফ্!'

'কী হলো?' জানতে চাইল জেরেমি।

'কিছু না,' চিমটির জায়গাটা ডলতে ডলতে বলল জিমি। 'পিঁপড়া কামড়াল বোধহয়।'

'পুতুলের কথা কী যেন বলছিলে?'

'ও কিছু না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল অয়ন। 'পাথরের একটা স্তূপ দেখেছি আমরা—পুতুলের মত লাগে। ওটার কথাই বলছে।'

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাল জিমি—কেন পুতুলের কথা গোপন করছে অয়ন, বুঝতে পারছে না।

'তুমি ব্যথা পেয়েছ কীভাবে?' জিমিকে জিজ্ঞেস করল জেরেমি।

'পড়ে গিয়েছিলাম, হাঁটু ছড়ে গেছে।'

'কপাল ভাল যে, আর কিছু হয়নি,' বলল হর্ন রিমের চশমা-পরা এক বেঁটে-খাটো লোক। 'অন্ধকারে চায়নিজ টানেলে আটকা পড়েছিলে... ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারত।'

'চায়নিজ টানেল?' কপালে ভাঁজ পড়ল অয়নের। 'এটাকে চায়নিজ টানেল বলছেন কেন?'

'ওসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে,' বাধা দিয়ে বলল জেরেমি। 'চলো, আগে এখান থেকে বেরুনো যাক। শহরে পৌঁছে বাকি আলাপ করা যাবে।'

'বেশিদূর হাঁটতে হবে?' করুণ গলায় বলল জিমি। 'আমার পায়ের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ।'

'না, শুধু টানেল থেকে বের হওয়া পর্যন্ত,' হাসল জেরেমি। 'এরপরেই অপেক্ষা করছে স্পেশাল ট্রেন! ওটায় চড়ে হ্যারোভিলে পৌঁছুবে তোমরা।'

ছয়

ঠাট্টা করেছে জেরেমি, স্পেশাল ট্রেনটা আসলে স্রেফ একটা মেইনটেন্যান্স ট্রলি—দৈর্ঘ্যে আঠারো ফুট, ইলেকট্রিকের মোটরের সাহায্যে চলে। রেললাইনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সারা হয় ওটার সাহায্যে।

ট্রলির মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসল তিন বন্ধু। ওদের মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসল বিশাল কুকুরটা, কেন যেন খুব পছন্দ করেছে বাচ্চাদের। জেরেমি আর তার সঙ্গীরাও উঠল। মোটর চালু করে রওনা হলো হ্যারোভিলের উদ্দেশে।

স্টেশনে ওরা যখন পৌঁছুল, তখন প্ল্যাটফর্মে ছোটখাট একটা ভিড় জমায়েত হয়েছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ জড়ানো কাইলকে দেখা গেল তার মধ্যে, ওদেরকে দেখতে পেয়েই পাগলের মত নাড়তে শুরু করল দু'হাত। ট্রলিটা থামতেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা, লাফ দিয়ে নেমে গেল প্ল্যাটফর্মে। ওটার পিছু পিছু ক্লান্ত ভঙ্গিতে নামল গোয়েন্দারা। বিশালদেহী একজন মানুষ এগিয়ে এলেন ওদের দিকে।

'রিয়া, রাইট?' রিয়ার দিকে স্মিত হেসে বললেন ভদ্রলোক। 'অনেক ছোট থাকতে দেখেছি তোমাকে, এখন তো বড় হয়ে গেছ! আমি ফ্র্যাঙ্ক রোজেনবার্গ।'

'নাইস টু মিট ইউ, সার,' মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল রিয়া। দুই সঙ্গীকে পরিচয় করিয়ে দিল। 'এরা আমার বন্ধু... অয়ন হোসেন আর জিমি পারকার।'

'গুড আফটারনুন, সার,' অভিবাদন জানাল অয়ন। একটু বিস্মিত। মিউজিয়াম ডিরেক্টরের চেহারা যেমনটা আশা করেছিল, তার সঙ্গে মোটেই মিলছে না। রঙচটা একটা জিন্স আর সাদামাঠা লাম্বারজ্যাক শার্ট পরেছেন রোজেনবার্গ, তাতে আবার তেলের দাগ। চল্লিশোর্ধ বয়স, সময়ের অনেক আগেই পাকতে শুরু করেছে চুল। কপালে একটা কাটা দাগ, চোখদুটো ক্লান্ত বিষণ্ন। চামড়ায় বলিরেখা। পরাজিত একজন মানুষের চেহারা।

কুকুরটার মালিক সম্ভবত রোজেনবার্গ-ই, তাঁর কাছে এসে পায়ে গা ঘষল জ্যাসপার, আদর চাইল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভিনসেন্ট আমাকে ফোন করে জানিয়েছে তোমাদের আসার খবর। কপাল খারাপ যে, হ্যারোভিলে পৌঁছুনোর আগেই একটা বাজে অভিজ্ঞতা হলো। আমি দুঃখিত, ট্রেনের স্টাফদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

'না, না, আমরা কিছু মনে করিনি,' বলল রিয়া। 'ভুল-ত্রুটি হতেই পারে... ইচ্ছে করে তো আর আমাদের ফেলে আসেনি।'

'ব্যাপারটা এত সহজভাবে নিচ্ছ দেখে খুশি হলাম,' বললেন রোজেনবার্গ। 'যাক গে, ওই যে আমার বাসা।' হাত তুলে রেল স্টেশনের পাশের একটা সাদা বাড়ি দেখালেন। 'ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তোমাদের। লাগেজ অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি। যাও, হাতমুখ ধুয়ে কিছু মুখে দাও। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?'

'শুধু খিদে?' জিমি বলল। 'পেটের ভিতরে ছুঁচো নাচছে!'

হাসলেন রোজেনবার্গ। 'খাবারের আগে তোমার দরকার ট্রিটমেন্ট।' ওর হাঁটুর দিকে ইশারা করলেন। 'অসুবিধে নেই, ডা. লি-কে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাসায় চলে আসবে। যাও তোমরা।'

'আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, সার,' বলে উঠল অয়ন। 'প্রথমত...'

'প্রশ্ন-টশ্ন পরে কোরো,' ওকে থামিয়ে দিলেন রোজেনবার্গ। 'আগে বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নাও। কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কাইল, একটু পৌঁছে দিয়ে আসবে ওদেরকে? আমাকে কাজে যেতে হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই, মি. রোজেনবার্গ!' সোৎসাহে বলল কাইল।

'যাও, পরে দেখা হবে,' বলে উল্টো ঘুরলেন রোজেনবার্গ, বেরিয়ে গেলেন স্টেশন থেকে। তাঁর পিছু পিছু গেল জ্যাসপার নামের কুকুরটা।

'চলো,' তিন বন্ধুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল কাইল। কথায় পেয়েছে তাকে। বলল, 'বাপ রে, যা উত্তেজনা গেল আজ! প্রথমে আটকা পড়লাম বাথরুমে, তারপর ট্রেনের বাতি জ্বালতে ভুলে গেলাম। ইঞ্জিনের হেডলাইটও ভেঙে গেল আজই! এখানে পৌঁছে আবার দেখা গেল তোমরা নেই ট্রেনে! জেরেমি মামা যা খেপেছিল না আমার উপরে! কিন্তু কী করব, মাথায় বাড়ি খেয়ে আমার তো কোনও হুঁশই ছিল না। তোমরা আছ কি নেই, দেখব কীভাবে? এখন অবশ্য অনেকটাই ভাল বোধ করছি। ডাক্তার বলেছিল বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে, কিন্তু আমি ওভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে পছন্দ করি না। ভাল কথা, টানেলে অদ্ভুত কিছু দেখেছ তোমরা?'

'এক অর্থে... হ্যাঁ,' অয়ন বলল। 'ও-ব্যাপারে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'কয়েকটা?' জিমি বলল। 'আমার মাথায় তো কয়েক হাজার

প্রশ্ন ঘুরছে। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা জিজ্ঞেস করব, বুঝতে পারছি না।'

'করো... যত খুশি প্রশ্ন করো,' কাইল বলল। 'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব জবাব দেবার। টানেলের রহস্য ভেদ করার জন্য সব ধরনের সাহায্য পাবে আমার কাছ থেকে।'

সাদা বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। ভিতরে ঢোকার আগে একটু থামল গোয়েন্দারা। বাইরে থেকে দেখল বাড়িটাকে। অনেক পুরনো, ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না মনে হয়। জায়গায় জায়গায় খসে পড়ছে পলেস্তরা। ভিতরে পা রাখতেই ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল ফ্লোরবোর্ড... এই বুঝি ভেঙে পড়ে!

কালো চুলঅলা লম্বা এক মহিলা উদয় হলেন পায়ের শব্দ শুনে। দু'হাত ভেজা, একটা অ্যাপ্রন পরেছেন পোশাকের উপর দিয়ে। রান্না করছিলেন বোধহয়। কাছে এসে হাসিমুখে বললেন, 'হ্যালো! এসে গেছ তোমরা? কেমন হলো তোমাদের টানেল সফর?'

'এক্সাইটিং!' রিয়াও হাসল। 'তবে দ্বিতীয়বার যাবার ইচ্ছে নেই ওখানে।'

'বুঝতে পারছি তোমাদের অবস্থা,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'বিচ্ছিরি একটা জায়গা ওটা।' তাঁর কথা বলার ভঙ্গি খুব ভাল লাগছে অয়নদের। এমনভাবে কথা বলছেন, যেন বহুদিনের পরিচয়। বোঝা যাচ্ছে, মুহূর্তেই মানুষকে আপন করে নিতে জানেন তিনি। অ্যাপ্রনে হাত মুছে পরিচয় দিলেন নিজের। 'আমি মার্থা রোজেনবার্গ।'

ছেলেমেয়েরাও নিজেদের পরিচয় দিল।

'মিরা!' সিঁড়ির দিকে ফিরে নিজের মেয়েকে ডাকলেন মার্থা। 'দেখে যা কারা এসেছে।'

কেউ নামল না উপর থেকে, জবাবও দিল না।

বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন মার্থা। বললেন, 'ও এ-রকমই, কিছু

মনে কোরো না। সময় হলে নিজেই দেখা করবে। কাইল, ওদেরকে ওদের রুম দেখিয়ে দেবে?'

'ঠিক আছে, মিসেস রোজেনবার্গ।'

'যাও,' অতিথিদের বললেন মার্থা। 'হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নাও। আমি ডিনার তৈরি করছি, তোমরা ফ্রেশ হতে হতে হয়ে যাবে। কাইল, তুমিও কিন্তু খেয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, মিসেস রোজেনবার্গ।'

কিচেনে চলে গেলেন মার্থা। সিঁড়ি ধরে তিন বন্ধুকে দোতলায় নিয়ে এল কাইল। পাশাপাশি দুটো কামরা দেখিয়ে দিল। একটায় রিয়া থাকবে, অন্যটায় অয়ন-জিমি। দুটো কামরাই ছিমছামভাবে গোছানো। বিছানা আছে, চেয়ার-টেবিল আছে, আর আছে কাপড় রাখার আলমারি। একবিন্দু ধুলো নেই কোথাও। গোয়েন্দাদের ব্যাগগুলো এরই মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে কামরায়, ওখান থেকে পরিষ্কার কাপড় বের করল ওরা, বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বদলে নিল পোশাক। খাবারের ডাক পাবার আগে অয়ন-জিমির কামরায় জমায়েত হলো সবাই।

'এবার বলো তোমাদের অভিজ্ঞতার কথা,' সবাই এলে বলল কাইল। 'টানেলে ভূত দেখেছ?'

'না,' অয়ন মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ,' প্রায় একই সঙ্গে বিপরীত জবাব দিল রিয়া। 'অয়ন দেখেছে।'

'ওটা ভূত ছিল না,' বিরক্ত গলায় বলল অয়ন। 'অন্তত মৃত কোনও মানুষের দৈহিক প্রত্যাবর্তন বলা চলে না ওটাকে। ভুল ধারণা দিয়ো না, রিয়া।'

'মৃত মানুষের দৈহিক প্রত্যাবর্তন!' কাইলের চোখ ছানাবড়া। 'সেটা আবার কী?'

'হিব্রু ভাষায় কথা বলছে ও,' জিমি বলল। 'এর অর্থ হলো, কোনও প্রেতাত্মার দেখা পায়নি।'

'কী দেখেছ তা হলে?'

'এখনও জানি না, তবে জেনে যাব খুব শীঘ্রি,' আত্মবিশ্বাসী গলায় বলল অয়ন। 'আচ্ছা কাইল, টানেলে কবে থেকে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে, বলতে পারো?'

'দাঁড়াও, ভেবে দেখি। উমম... প্রায় আট মাস আগে।'

'তার আগে সব শান্ত ছিল?'

কাইল মাথা ঝাঁকাল।

ঠোঁট কামড়াল অয়ন। 'আট মাস আগে কি উল্লেখযোগ্য কোনোকিছু ঘটেছিল? টানেল, অথবা ট্রেন সংক্রান্ত?'

'অমন কোনোকিছুর কথা মনে পড়ছে না।'

'ঝামেলা শুরুর পর কেউ ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখেনি?'

'বাইরে থেকে দু'জন লোক এসেছিল। ওরা টানেলে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এসেছে, ঠিকমত ভিতরটা দেখেছে বলেও মনে হয় না। আসলে... কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই লাইনে আমাদের মিউজিয়ামের ট্রেন ছাড়া অন্য কোনও ট্রেন চলে না। তাই এখানকার সমস্যা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই কারও। তা ছাড়া... মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আর কোনও ট্রেনই চলবে না এ-পথে। শুনছি টানেলটা তখন বন্ধ করে দেয়া হবে ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে।'

'সেটা এখনই করা হচ্ছে না কেন? ওয়েন'স পিকে যাওয়ার বিকল্প একটা ট্র্যাক আছে বলেছিলে... ট্রেন তো ওটাতেই চলতে পারে।'

'ওতেও সমস্যা আছে। পাহাড়ের পাশ ঘুরে অনেকদূর দিয়ে গেছে ওই ট্র্যাক। ওখান দিয়ে আসা-যাওয়া করলে সময় বেশি লাগবে, জ্বালানিও খরচ হবে বেশি।'

'তা হলে অমন একটা ট্র্যাক বসানোর দরকার কী ছিল?'

'ওটা আসলে বানানো হয়েছিল ট্র্যাকটাকে চক্রাকার করার জন্য—যাতে বার বার মুখ ঘোরাতে না হয় ট্রেনের... একদিকে

মুখ করে চলেই যেন পর্যায়ক্রমে ঘুরে আসা যায় সবক'টা স্টেশন। এখন তা-ই করা হচ্ছে। সকালে হ্যারোভিল থেকে ওয়েন'স পিকে চলে যায় ট্রেন। ওখান থেকে কয়লা আর পানি সংগ্রহ করে, তারপর ঘুরপথটা দিয়ে যায় স্টার্লিঙে। ওখান থেকে ব্ল্যাক মাউন্টেইনের টানেল হয়ে ফিরে আসে এখানে।'

'হুমম,' খানিকক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল অয়ন। তারপর নতুন প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'আচ্ছা, আজ ট্রেনের হেডলাইট ভাঙল কীভাবে, শুনেছ?'

'পার্সি বলল, একটা পাথর নাকি উড়ে এসে পড়েছিল।'

'ব্যস এ-ই?'

'হ্যাঁ।' ভুরু কোঁচকাল কাইল। 'কেন, তুমি অন্য কিছু ভেবেছিলে?'

'না, না। অন্যকিছু ভাবতে যাব কেন? এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

'আর কিছু জানতে চাও?'

'আপাতত... না।'

ঘড়ি দেখল কাইল। 'তা হলে আমি উঠি। বাসায় একটু যেতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু মিসেস রোজেনবার্গ তো খেয়ে যেতে বললেন তোমাকে।'

'চলে আসব, বেশি সময় লাগবে না।' বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল কাইল।

বিছানার হেডরেস্টে হেলান দিয়ে বসল অয়ন। চেহারায় চিন্তার ছাপ। একমনে কামড়াচ্ছে নীচের ঠোঁট।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'ট্রেন ড্রাইভার পার্সির আচরণ অস্বাভাবিক লাগছে আমার কাছে,' অয়ন বলল। 'রেললাইনের উপর ম্যানিকিন ছিল, ওটাকে ধাক্কা দিয়েছে ইঞ্জিন... এসব গোপন করে গেছে সবার কাছে। আমার তো মনে হয়, হেডলাইটও ভেঙেছে ম্যানিকিনটা উড়ে

এসে বাড়ি খাওয়ায়। অথচ পার্সি বলছে পাথরের কথা। খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই, ভাঙা পুতুলটা ফিরিয়ে আনতে রাজি হয়নি সে, পুলিশকে দেখাতে চায়নি ওটা।'

'ঠিকই বলেছিস,' একমত হলো জিমি। 'খুবই অস্বাভাবিক।'

'কিন্তু সামান্য একটা ম্যানিকিন ভাঙার ঘটনা লুকাচ্ছে কেন সে?' রিয়াকে একটু বিভ্রান্ত মনে হলো। 'এমন তো নয় যে, ইঞ্জিনের গুঁতোয় স্ট্যাচু অভ লিবার্টি ভেঙে ফেলেছে!'

'সেটাই বের করতে হবে আমাদেরকে,' অয়ন বলল। 'হতে পারে ওটাই আমাদের প্রথম সূত্র। এখন পর্যন্ত তো কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি। সত্যি বলতে কী, আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে।'

'ঠিক কী তদন্ত করছি আমরা?' জানতে চাইল জিমি। 'মিউজিয়ামের বেহাল দশা, কাইলের উপরে হামলা, ট্রেনের পথে বাধা, নাকি টানেলের ভূত?'

'সবগুলোই,' অয়ন বলল। 'আমার ধারণা, সবকিছুই এক সুতোয় গাঁথা। তা ছাড়া একজন সাসপেক্টও আছে আমাদের হাতে। স্টার্লিং থেকে ট্রেনে ওঠা সেই রহস্যময় লোকটা—মি. চোদ্দ পার্সেন্ট। তার পরিচয় জানতে হবে আমাদেরকে... সেইসঙ্গে এ-ও জানতে হবে, কাইল কেন তাকে চায়নিজ ভাবছে।'

'এতক্ষণ তো বক বক করলি ওর সঙ্গে... জিজ্ঞেস করলি না কেন?'

'মনে ছিল না। অসুবিধে নেই, পরেরবার জেনে নেব।'

অয়নের কথা শেষ হতেই টোকা পড়ল দরজায়। এরপরেই একজন মাঝবয়েসী মানুষ ঢুকলেন কামরায়। একটু চমকে উঠল গোয়েন্দারা। হালকা-পাতলা শরীর মানুষটার—পরনে পুরনো ধাঁচের কালো সুট, ব্যাকব্রাশ করে রেখেছেন কালো চুল। হাতে একটা বড়সড় ডাক্তারি ব্যাগ। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষটা

চায়নিজ!

'গুড আফটারনুন,' নরম গলায় অভিবাদন জানালেন ভদ্রলোক, পরিষ্কার ইংরেজিতে কথা বলছেন। 'আমি ডা. ফিলিপ লি। জিমি পারকারের চিকিৎসার জন্য এসেছি।'

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল জিমির, রিয়ার খোঁচা খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি চমক সামলে বলল, 'আমিই জিমি পারকার, সার। কষ্ট করে না এলেও চলত। এখন অনেকটাই ভাল বোধ করছি।'

ভুরু কুঁচকে ওকে জরিপ করলেন ডা. লি। বললেন, 'কোনও আঘাতকেই হালকাভাবে দেখা উচিত নয়, ইয়াং ম্যান। চিকিৎসা করা না হলে ছোটখাট আঘাত থেকেই বড় কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

'ও! সরি।' লজ্জিত গলায় বলল জিমি। 'প্লিজ, আসুন।'

প্যান্টের পা গুটিয়ে বিছানায় বসল ও। অয়ন চেয়ার ছেড়ে দিল, ওটা নিয়ে ওর মুখোমুখি বসলেন ডাক্তার, পরীক্ষা করলেন হাঁটু। সামান্য ফুলে গেছে জায়গাটা, চারপাশে নীলচে কালসিটে, রক্ত জমাট বেঁধে আছে মাঝখানটায়।

'সিরিয়াস?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

'না,' মাথা নাড়লেন লি। 'সামান্য মচকে গেছে। আগামী কিছুদিন দৌড়ঝাঁপ বন্ধ রাখতে হবে তোমাকে, ইয়াং ম্যান। ক্ষতটা ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি আমি।'

ব্যাগ খুলে ফোরসেপ, তুলো আর ডিজ-ইনফ্যাকট্যান্ট বের করলেন তিনি। তুলোটা ভিজিয়ে ঘষতে শুরু করলেন ক্ষতের উপর... পরিষ্কার করে নিচ্ছেন। ব্যথায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল জিমি, তাড়াতাড়ি কামড়ে ধরল ঠোঁট। সময় নিয়ে ক্ষতটা জীবাণুমুক্ত করলেন ডাক্তার, তারপর মলম মাখালেন ওখানটায়, সবশেষে মুড়ে দিলেন ব্যাণ্ডেজে। কাজশেষে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, জিমির হাতে তুলে দিলেন একপাতা ট্যাবলেট।

'প্রতিদিন দুটো করে খেয়ো,' নির্দেশ দিলেন তিনি।

এতক্ষণ তীক্ষ্ণচোখে ডা. লি-কে দেখছিল অয়ন। এবার বলে উঠল, 'এক্সকিউজ মি, সার। আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি। আজ আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছেন আপনি?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ডাক্তার, চেহারায় চমকে ওঠার কোনও লক্ষণ নেই। স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, 'না। ট্রেনের দুলুনি সহ্য হয় না আমার, তাই কখনও চড়ি না ওতে। গাড়ি আছে আমার।'

'সরি, তা হলে ভুল হয়েছে আমার,' বলল অয়ন। 'ইয়ে... আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি? ব্ল্যাক মাউন্টেইনের টানেলটাকে চায়নিজ টানেল বলা হয় কেন?'

এবারও নির্বিকার রইলেন ডাক্তার। প্রতিক্রিয়াহীন গলায় বললেন, 'পুরনো একটা ঘটনার কারণে। ১৯০৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল টানেলের ভিতর। ঠিক ওই সময়ে একটা ট্রেনও ঢুকেছিল ওখানে। টানেলে কাজ করতে থাকা বিশজন চিনা শ্রমিক, ট্রেনের ক্রু আর একমাত্র যাত্রী মারা গিয়েছিল ওই দুর্ঘটনায়। যাত্রীটি ছিল এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা, রেজিনাল্ড হ্যারো-র একমাত্র ছেলে রিচার্ড। সন্তানের মৃত্যুর খবর শুনে হার্ট অ্যাটাক হয় মি. হ্যারোর, কয়েকদিন পর তিনিও মারা যান। এ-কারণে শুরুতে *হ্যারো'স এণ্ড* নাম দেয়া হয়েছিল টানেলের... তবে চিনা শ্রমিকদের পরিবারগুলো সে-নাম মেনে নেয়নি—বিশজনের মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে মাত্র একজনের নামে কেন নামকরণ করা হবে... এটাই ছিল ওদের যুক্তি। চায়নিজ টানেল বলে ওরা ডাকতে শুরু করে ওটাকে... ধীরে ধীরে সেটাই প্রচলিত হয়ে গেছে।' পাশ ফিরে দরজার দিকে চলে গেলেন লি। 'ওই টানেলে আর কখনও তদন্ত করতে যেয়ো না, গোয়েন্দারা। মস্ত বিপদে পড়বে।'

চমকে উঠল তিন বন্ধু।

'দাঁড়ান!' বলে উঠল অয়ন। 'আপনি কী করে...'

ওর কথায় কান দিলেন না ডাক্তার, দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

সাত

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিয়া। হেঁটে চলে গেল জানালার কাছে। একটু পরে বলল, 'ওই তো, চলে যাচ্ছে লোকটা... রেল স্টেশনের দিকে!' ঘুরে দাঁড়াল ও। 'অয়ন, ইনিই কি...'

'সম্ভাবনা আছে,' অয়ন মাথা ঝাঁকাল। 'স্টেশনে দেখা লোকটার সঙ্গে আকার-আকৃতি মিলে যায়। এক পলকের জন্য দেখেছি আমি, তাই নিশ্চিত পারছি না। তাই বলে ওটা ডা. লি-ই ছিলেন, এমনটা ভাবলে দোষের কিছু নেই... উনি যতই অস্বীকার করুন না কেন।'

'আমরা গোয়েন্দা, টানেলে তদন্ত করছিলাম... এসব জানল কী করে?' বলল জিমি। 'নিশ্চয়ই ট্রেনে ছিল, আমি শিয়োর!'

ঠিক তখুনি বাড়ির ভিতরে বেজে উঠল ডিনারের ঘণ্টা।

'খাবার রেডি বোধহয়,' অয়ন বলল। 'চলো, আগে পেটপুজো সেরে নেয়া যাক, তারপর আবার মাথা ঘামাব রহস্য নিয়ে।'

'এতক্ষণে একটা কাজের কথা বললি,' জিমি বিছানা থেকে নামল। 'খিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে।'

নীচতলায় নেমে এল তিন বন্ধু। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে কিচেন থেকে উঁকি দিলেন মার্থা, ইশারায় দেখিয়ে দিলেন

ডাইনিং রুম। ওখানে ঢুকল ওরা।

বড়সড় এক টেবিল দেখা গেল ডাইনিং রুমের ভিতরে, ন'জন বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরের এককোণে ফায়ারপ্লেস; সেটার সামনে, রঙচঙা একটা কার্পেটের উপর আয়েশ করে বসে আছে জ্যাসপার নামের ম্যাস্টিফ কুকুরটা। তিন বন্ধুকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়াল, ঘেউ ঘেউ করে যেন স্বাগত জানাল ডিনারে। এগিয়ে গিয়ে ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রিয়া।

'ন'জন কেন?' টেবিলের উপর নজর বুলিয়ে বলল অয়ন। 'রোজেনবার্গদের তিনজন, আমরা তিনজন... আর কাইল। বাকি দু'জন কে?'

'হায় খোদা!' একটা বিদ্রূপমাখা কণ্ঠ ভেসে এল পিছন থেকে। 'বিখ্যাত গোয়েন্দারা এই সামান্য রহস্য বুঝি ভেদ করতে পারছে না?'

ঘুরে দাঁড়াল তিন বন্ধু। একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। ওদেরই বয়সী, পরনে ঢিলেঢালা সুতি শার্ট আর পুরনো জিন্স। ঘন খয়েরি চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। সুন্দর চেহারা, কিন্তু এ-মুহূর্তে তাতে ফুটে আছে বিদ্বেষ।

'হাই!' এগিয়ে এসে বলল রিয়া। 'তুমি নিশ্চয়ই মিরা রোজেনবার্গ?'

'মিরিয়াম রোজেনবার্গ,' নিজের পুরো নাম বলল মেয়েটা। রিয়া নিজের পরিচয় দিতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলল। 'থাক, পরিচয় দিতে হবে না, তোমাদের নাম আমি জানি। জ্যাসপার?' তুড়ি বাজিয়ে কুকুরটাকে ডাকল সে। গটমট করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। কুকুরটা গেল পিছু পিছু।

'কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না, বোকা বোকা গলায় বলল জিমি। 'প্রথম কাইল, এখন আবার মিরা... হ্যারোভিলের ছেলেমেয়েরা এভাবেই অভ্যর্থনা জানায় অতিথিকে?'

'এমন ভাব করছে যেন কুষ্ঠরোগ আছে আমাদের শরীরে,'

বিরক্ত গলায় বলল রিয়া। 'আমার কিন্তু খুব রাগ লাগছে।'

'এত অল্পতেই অস্থির হচ্ছ কেন তোমরা?' হালকা গলায় বলল অয়ন। 'কাইলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত খাতির হয়ে গেছে না?'

'ওতে আমাদের কৃতিত্ব কোথায়?' জিমি বলল। 'যা করার তো করেছে চোদ্দ পার্সেন্ট! বেহুঁশ করে কাইলকে আটকে রেখেছিল বাথরুমে... আমরা ওকে উদ্ধার করায় খাতির হয়েছে। এখন মিরাকে আটকাবে কে?'

'যারা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে, তাদেরকে সাহায্য করার কোনও মানে হয় না,' রিয়া বলল। 'তারচেয়ে মিউজিয়ামের কাজটা সেরে বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে এখানে। রাগের মাথায় এমন রহস্য থেকে যদি হাত গুটিয়ে নিই, আমরা তা হলে কীসের গোয়েন্দা?'

হাতে একটা খাবারের বাটি নিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকলেন মি. রোজেনবার্গ। ওদেরকে দেখে বললেন, 'এসে গেছ তোমরা? ভাল, বসে পড়ো। থাকার ব্যবস্থা পছন্দ হয়েছে তো? দুঃখিত, এরচেয়ে ভাল কিছুর আয়োজন করা গেল্ না।'

'না, না, যা করেছেন যথেষ্ট, সার।' বলল অয়ন।

'আমাকে সার ডাকতে হবে না,' হাসলেন রোজেনবার্গ। 'তোমার হাঁটুর কী অবস্থা, জিমি?'

'এখন অনেক ভাল, আঙ্কেল,' জিমি বলল। 'ডা. লি কী যেন ওষুধ দিয়েছেন, ব্যথা চলে গেছে।' পা নেড়ে দেখাল সবাইকে।

'ভদ্রলোক মনে হচ্ছে খুব ভাল ডাক্তার,' মন্তব্য করল অয়ন।

'ঠিকই ধরেছ,' মি. রোজেনবার্গ সায় দিলেন। 'হ্যারোভিলের মত ছোট জায়গায় এত ভাল ডাক্তার পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

'কতদিন থেকে চেনেন ওঁকে?'

'দশ বছর... সামান্য কম-বেশি হতে পারে।' টেবিলে খাবারের বাটি নামিয়ে রেখে জানালার পাশে চলে গেলেন মি.

রোজেনবার্গ। উদাসভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর উল্টো ঘুরলেন। 'তোমার বাবা কেমন আছে, রিয়া?'

'ভাল, আঙ্কেল। ধন্যবাদ।' রিয়া বলল। 'আসতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন উনি। আসলে কাজের চাপ খুব বেশি কি না...'

'জানি। ফোনে ভিনসেন্ট বলেছে আমাকে। অবশ্য তোমাকে পাঠিয়েছে এ-ও কম না। কাজ হলেই হলো। আশা করছি আমার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসগুলো ও-ই কিনে নেবে।'

মিউজিয়াম ডিরেক্টরের কণ্ঠে দুঃখের সুর কানে বাজল গোয়েন্দাদের। বোঝা যাচ্ছে, প্রিয় জিনিসগুলো হাতছাড়া করতে মন চাইছে না তাঁর। বুক ফেটে যাচ্ছে কষ্টে।

'বাবা এখুনি সব কিনে নিতে চান না, আঙ্কেল,' নরম গলায় বলল রিয়া। 'আমাদেরকে বলেছেন, অন্য কোনোভাবে আপনাকে সাহায্য করা যায় কি না, সেটা দেখতে। আচ্ছা, আপনি কিছু টাকা ধার নিচ্ছেন না কেন বাবার কাছ থেকে? সময়মত না হয় ফেরত দিয়ে দেবেন!'

'না, না, ধার-কর্জ আর করতে চাই না আমি,' মাথা নাড়লেন রোজেনবার্গ। 'এমনিতেই বিশাল এক ঋণের বোঝা ঝুলছে আমার ঘাড়ে। ওটাই শোধ করতে পারছি না...' কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আর কোনও উপায় নেই। সবকিছু বিক্রিই করে দিতে হবে আমাকে।'

'বাবা!' দরজার কাছ থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডেকে উঠল মিরা—আরেকটা বাটি নিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকেছে সে। 'এভাবে কথা বলছ কেন? তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে সব আশা ছেড়ে দিচ্ছ।'

'ছেলেমানুষ তুমি, মিরা। বাস্তবতা কী জিনিস, জানো না,' নিরাশার সুরে বললেন রোজেনবার্গ। 'মাঝে মাঝে মানুষ এমন একটা অবস্থায় পড়ে, যেখান থেকে ফিরে আসার কোনও উপায় থাকে না। এতদিন যেভাবে চলেছি, তা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব

নয়, মা। নতুন করে সব শুরু করতে হবে।'

'এভাবে হার মেনে নেবে তুমি?' সরোষে বলল মিরা। 'কেন, মি. গরম্যানের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিতে পারছ না? এত গোঁয়ার্তুমির দরকার কী!'

'অতিথিদের সামনে এই ভাষায় কথা বলা উচিত হচ্ছে না তোমার,' থমথমে গলায় বললেন রোজেনবার্গ, একটু যেন রেগে গেছেন। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো, গরম্যান ভাল লোক না। তার সঙ্গে হাত মেলানো, আর শয়তানের সঙ্গে হাত মেলানো একই কথা।'

'এখন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে অন্যায় কিছু করেনি মি. গরম্যান, বাবা। আইনসম্মতভাবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তোমার মর্টগেজ কিনে নিয়েছে... ডেডলাইন দিয়েছে সব পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্য। পাওনা মেটাতে না পারলে, আইনি পদ্ধতিতেই মিউজিয়ামের দখল নেবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। কই, এর মধ্যে তো কোনও শয়তানি দেখছি না আমি।'

'যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না,' রাগী গলায় বললেন মি. রোজেনবার্গ। 'এখনও তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে।'

দাঁতে দাঁত পিষল মিরা। রেগে গেছে খুব।

'এক্সকিউজ মি, আঙ্কেল,' পিতা-কন্যার মাঝে নাক গলাল অয়ন। 'হয়তো আমরা সাহায্য করতে পারব আপনাকে। মি. ওয়েস্টমোরের কাছে হয়তো শুনে থাকবেন—আমরা শখের গোয়েন্দা... ইতোমধ্যে বেশ কিছু জটিল রহস্যও সমাধান করেছি। আপনি যদি চান তো পুরো ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে পারি আমরা...'

'কোনও দরকার নেই,' হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন রোজেনবার্গ। 'তোমাদের ব্যাপারে সবই বলেছে আমাকে ভিনসেন্ট। জানি তোমরা ভাল গোয়েন্দা, আমার মঙ্গল চাইছ... কিন্তু সত্যি বলতে কী, এখানে তদন্ত করার কিছু নেই। রহস্য যদি

থাকতও, মনে হয় না আগামীকাল রাতের মধ্যে সমাধান করতে পারতে। ও-পর্যন্তই আমার সময় কি না! পরশুই মিউজিয়ামের সবকিছু নিলামে তুলতে হবে আমাকে, শোধ করতে হবে ব্যাঙ্কের পাওনা। বিশ্বাস করো, এ-মুহূর্তে কিচ্ছু করার নেই তোমাদের।'

এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় অয়ন। একগুঁয়ের মত বলল, 'অন্তত মিউজিয়ামের দুর্ঘটনাগুলোর ব্যাপারে বলুন আমাদেরকে, সেইসঙ্গে টানেলের ভূতের ব্যাপারটা...'

'খাওয়ার টেবিলে এ-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল,' ওর উৎসাহে পানি ঢেলে দিলেন রোজেনবার্গ।

অগত্যা চুপ হয়ে গেল তিন বন্ধু।

টেবিলে সমস্ত খাবার চলে এল কয়েক মিনিটের মধ্যে। তার পর পরই বেজে উঠল কলিং বেল। মিসেস রোজেনবার্গ দরজা খুলে দিলেন, ডাইনিংরুমে ফিরে এলেন কাইল আর ওর মামা জেরেমিকে নিয়ে।

'পার্সি কোথায়?' জানতে চাইলেন রোজেনবার্গ।

'অনেক করে বলেছি, তাও আসতে রাজি হলো না,' জেরেমি বলল। 'ট্রেনে কী যেন কাজ করছে। শরীরও নাকি খারাপ, কিছু মুখে দেবার রুচি পাচ্ছে না।'

'বেশ ক'দিন থেকেই অসুস্থ মনে হচ্ছে ওকে,' চিন্তিত স্বরে বললেন রোজেনবার্গ। 'ঠিক আছে, কাল কথা বলব ওর সঙ্গে।'

টেবিলে বসল সবাই। মেনু আহামরি কিছু নয়—বিফ স্টেক, সেদ্ধ আলু, নরম রুটি, সেইসঙ্গে লেটুস পাতা আর মটরশুঁটির তরকারি। ডেজার্ট হিসেবে আছে ভ্যানিলা সসে ভেজা গরম চেরি পাই। মিসেস রোজেনবার্গের রান্নার জাদুতে এই সাধারণ খাবারই অমৃতের মত লাগল বাচ্চাদের কাছে।

খেতে খেতে হালকা গল্পগুজব চলল। নিজেদের মধ্যে আলাপ করল অয়ন, জিমি, রিয়া আর কাইল। জেরেমির সঙ্গে *অ্যাপাচি* নামে একটা ইঞ্জিনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন

রোজেনবার্গ। মিরা ফিসফিস করে কথা বলল তার মায়ের সঙ্গে।

খাওয়া শেষ হলে জেরেমি অয়নদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, টানেলে কী ঘটেছিল, সেটাই তো জানা হলো না। তোমরা ওখানে রয়ে গেলে কীভাবে? পার্সির কাছে শুনলাম, ও নাকি তোমাদেরকে ট্রেনে উঠতে বলেছিল? তাও ওঠোনি কেন? অন্ধকার টানেল কি ঘুরে বেড়ানোর জায়গা?'

'ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম না,' অয়ন বলল। 'আমরা তদন্ত করছিলাম।'

'তদন্ত!' জেরেমি অবাক। 'তদন্ত মানে?'

'ওরা শৌখিন গোয়েন্দা, মামা,' পাশ থেকে বলল কাইল।

'গোয়েন্দা?' জেরেমি ভুরু কোঁচকাল। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ,' অয়ন মাথা ঝাঁকাল। 'অবসরে রহস্য ভেদ করি আমরা; আর এখানে যে একটা রহস্য আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ট্রেনের ভিতরে কাইলের উপর হামলা চালানো হয়েছে, টানেলের ভিতরেও ব্যানার টাঙিয়ে থামানো হয়েছে ট্রেনকে। কে করছে এসব, সেটা জানার চেষ্টা করছিলাম আমরা। ট্রেন থেকে নেমে ছেঁড়া ব্যানারটার টুকরোগুলো খুঁজছিলাম, যাতে ওগুলো থেকে সূত্র পাওয়া যায়। ওই সময়েই হঠাৎ করে আপনারা ছেড়ে দিয়েছেন ট্রেন, দৌড়ে আর ধরতে পারিনি আমরা।'

'নাহ্, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি—আর কিছু না হোক, সাহস এবং উৎসাহের কমতি নেই তোমাদের মধ্যে।' প্রশংসা করল জেরেমি।

'টানেলের ভিতরে আরও কিছু অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছি আমরা,' বলল অয়ন। সাইড টানেলের অভিজ্ঞতা খুলে বলল সবাইকে। মোমের পুতুলের প্রসঙ্গটা উহ্য রাখল—পার্সি যখন গোপন রাখতে চাইছে, আপাতত গোপনই থাকুক ওটা। কথা বলতে বলতে নজর বোলাল শ্রোতাদের উপর।

মনোযোগ দিয়ে টেবিলের প্রত্যেকে শুনছে ওর কথা।

টানেলের মেঝের থেকে উঠে আসা ধুলোর মেঘ, দেয়ালের গর্ত, বা গর্তের ওপারে জ্বলজ্বলে চোখের কথা শুনে কেউ চমকে উঠল না, এমনকী অবাকও হলো না। মাঝে মাঝে শুধু দৃষ্টি বিনিময় করল তারা পরস্পরের সঙ্গে। নিশ্চিত হলো অয়ন, এ-সব প্রথমবারের মত শুনছে না হ্যারোভিলের মানুষেরা। সম্ভবত পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে এদের... রহস্যের কিছুটা অংশ নিশ্চয়ই তাদের কাছে পরিষ্কার। কাহিনি শেষ করে ও তাই বলল:

'সবই শুনলেন আপনারা। এবার তা হলে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন। কাইলকে অজ্ঞান করে বাথরুমে আটকানোর পিছনে কী মোটিভ থাকতে পারে? ব্যানারে চায়নিজ হরফ দেখেছি আমরা—আপনারাও নিশ্চয়ই দেখছেন বহুদিন থেকে। কী লেখা থাকে ওতে? মিউজিয়ামের ক্ষতি করে কার কী লাভ? এই শহরে চায়নিজদেরই বা কী ভূমিকা? সবচেয়ে বড় কথা, হ্যারোভিলের অতীত কী?'

আট

নীরবতা নেমে এল ডাইনিং রুমের ভিতরে। প্রশ্নগুলো যেন নাড়া দিয়েছে রোজেনবার্গ দম্পতিকে, স্থির হয়ে বসে আছেন তাঁরা, কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। পাথরের মত মুখ করে রেখেছে জেরেমি, অয়নের কৌতূহল অন্য কেউ মেটাক—এমন একটা ভাব। কাইলের চোখ চকচক করছে উত্তেজনায়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, একমাত্র মিরার মুখ হাসি হাসি।

'আমি ইমপ্রেসড্!' একটু পর বলল মেয়েটা। 'এরা দেখছি সত্যিকার গোয়েন্দা। একেবারে ঠিক ঠিক পয়েন্টগুলো ধরতে পেরেছে!'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সায় জানাল কাইল।

গলা খাঁকারি দিলেন মি. রোজেনবার্গ। বললেন, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন করেছ তুমি, অয়ন। সবগুলোর জবাব আমাদেরও জানা নেই। জানলেও তিনটা ছোট ছেলেমেয়ে এ-ব্যাপারে কী করতে পারবে না পারবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। তারপরেও... তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করছি আমি। তাতে কোনও ক্ষতি নেই।

'হ্যারোভিলের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেই অনেককিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমাদের সামনে। কপার-ব্যারন ডেরেক গরম্যানের ব্যাপারে হয়তো শুনেছ তোমরা—রেলস্টেশনের আশপাশের সমস্ত জমি কিনে নিচ্ছে লোকটা... এবং এ-কাজে নোংরা কৌশল খাটাতে দ্বিধা করছে না। সমস্যা হলো, কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। কোনও অ্যাকসিডেন্ট বা দুর্ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়ানো যায় না তাকে। অথচ দুর্ঘটনার পরে পথে বসার দশা হয় ভুক্তভোগীদের, চরম আতঙ্কে কাটাতে হয় জীবন। এ-অবস্থায় জমি কেনার প্রস্তাব দেয় গরম্যান—সেটা বেশ ভাল দামেই। ফলে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয় বেশিরভাগ মানুষ। তা ছাড়া জমি বিক্রি করলে বিপদ-আপদও কেটে যায় তাদের। এভাবে আজ পর্যন্ত বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করেছে লোকটা, সর্বস্বান্ত করবার পরে আবার ওদেরকে চাকরিও দিয়েছে নিজের অধীনে... জীবিকার দায়ে সব মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে বেচারাদেরকে।'

'মনে হচ্ছে কোনও ডিক্টেটরের গল্প শুনছি,' মন্তব্য করল জিমি।

মাথা ঝাঁকালেন রোজেনবার্গ। 'ইতোমধ্যে স্টেশনের

চারপাশের বেশিরভাগ জমিই চলে গেছে গরম্যানের মালিকানায়। পরশু হয়তো আমার মিউজিয়ামটাও যাবে... মানে, যদি ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করতে না পারি আর কী।'

'কচু পারবে!' খোঁচা মারা সুরে বলে উঠল মিরা। 'তুমি ওই দেনা শোধ করতে পারবে না, বাবা।'

'মিরা!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন মিসেস রোজেনবার্গ। 'তোর বাবার সঙ্গে এভাবে কথা বলিস না!'

'যা সত্যি, তা-ই বলছি আমি,' মিরা বলল। 'বাবার ভবিষ্যৎ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে—মিউজিয়াম বাঁচাতে পারবে না... আমাদেরকে এই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কারণ বাবা তো আর নিজের নীতি বিসর্জন দিয়ে গরম্যানের আণ্ডারে চাকরি নেবে না!'

শীতল চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন মি. রোজেনবার্গ। 'বড্ড বাড়াবাড়ি করছ তুমি,' বললেন তিনি। কণ্ঠে চাপা ক্রোধ। 'নিজের কামরায় যাও। এখানে থাকার আর প্রয়োজন নেই তোমার।'

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল মিরা। অপমানে মুখ লাল হয়ে গেছে। পিতার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

যেন কিছুই ঘটেনি, এই ভঙ্গিতে আগের কথার খেই ধরলেন মি. রোজেনবার্গ। 'মিউজিয়ামটাই এখন শুধু দখল করা বাকি গরম্যানের। ঠিক মিউজিয়ামও নয়, ও আসলে চাইছে রেলরোডের মালিকানা... ওটা মিউজিয়ামের সম্পত্তি। রেলরোডের মালিক হতে পারলে স্টেশন আর আশপাশের সমস্ত বাড়িঘর ভেঙে একটা অ্যামিউজমেণ্ট পার্ক বানাতে পারবে... তেমনটাই ওর ইচ্ছে।

'এলাকার তামার খনিগুলো ফুরিয়ে যাওয়ার পর থেকে এমনিতেই হ্যারোভিলের মর মর দশা। শহরে গেলে অনেক বাড়িঘর আর দোকান পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পাবে তোমরা। কাজ-টাজ নেই শহরে... মানে, যদি গরম্যান অথবা চ্যান ভ্যালি

রোডের চায়নিজদের হয়ে কাজ করতে না চাও আর কী। বহু লোক এ-কারণে হ্যারোভিল ছেড়ে চলে গেছে। মিউজিয়াম খুলে ট্যুরিস্ট আনার চেষ্টা করছিলাম আমি... গরম্যান যদি সাহায্য করত, সফল হতাম নিঃসন্দেহে। কিন্তু ও বানাতে চাইছে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, শহর গোল্লায় গেলে কিছু যায়-আসে না। বরং সবাই চলে গেলেই বেশি খুশি হয় ও—পানির দামে জমি কিনতে পারবে।'

পানি খাওয়ার জন্য একটু বিরতি নিলেন রোজেনবার্গ। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'বয়সের ব্যাপারটা মাথায় রাখলে মিরার রাগ একেবারে অন্যায্য নয়। চির-পরিচিত এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে, এটা কিছুতেই মানতে পারছে না ও। অথচ গরম্যান আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছিল—বলেছিল মিউজিয়াম ওর কাছে বিক্রি করে দিলে আমাকে ডিরেক্টর হিসেবেই থেকে যেতে দেবে। ওর তো খালি স্টেশনটা দরকার, আর কিছু না। মাঝখান থেকে সমস্ত ঝামেলা কেটে যাবে আমার। কিন্তু ওই প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। যা-ই করি, ওর মত একটা শয়তানের সঙ্গে হাত মেলাব না কিছুতেই।'

'ঠিকই করেছেন,' বলে উঠল জেরেমি। 'কাইল আর আমি সেদিন এ-নিয়েই কথা বলছিলাম। আপনি যদি হ্যারোভিল ছেড়ে চলে যান, আমরাও যাব। গরম্যানের হয়ে কাজ করব না কিছুতেই।'

কাইল সায় দিল কথাটাতে।

এতক্ষণ চুপচাপ মি. রোজেনবার্গের কথা শুনছিল গোয়েন্দারা। অয়ন এবার মুখ খুলল। বলল, 'ট্রেনে স্কট নামে এক ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছি আমরা। সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা... সম্ভবত ওঁর স্ত্রী-সহ মিটিং করছিলেন গরম্যান আর অন্য একটা লোকের সঙ্গে। মনে হলো ওঁদের অবস্থাও আপনাদের মত।'

'স্কট মিটিং করেছে গরম্যানের সঙ্গে?' চিন্তিত গলায় বললেন

রোজেনবার্গ। 'সঙ্গের লোকটা নিশ্চয়ই গরম্যানের উকিল। তারমানে স্কটও হার মেনে নিয়েছে। মাউন্ট হুইটনি রোডে ওর একটা দোকান আছে, স্টেশনের খুব কাছে। ওটাও কেনার চেষ্টা করছিল গরম্যান। এতদিন রাজি হয়নি ও, কিন্তু পরশু রাতে ওর দোকান ভাঙচুর করেছে কারা যেন। হুমম... সম্ভবত সেজন্যেই রাজি হয়ে গেছে বিক্রি করতে। তা ছাড়া ওর বউও অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকা দরকার।'

'এ তো রীতিমত অরাজকতা!' বিস্মিত গলায় বলল রিয়া। 'পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন?'

'পুলিশের কথা আর বোলো না!' মুখ বাঁকালেন রোজেনবার্গ। 'প্রতিটা ঘটনার পরেই খুব লাফালাফি করে ওরা, একে-ওকে গ্রেফতার করে হাজতে পোরে। কিন্তু দু'দিন না যেতেই ছেড়ে দেয় আবার—হয় প্রমাণের অভাবে, নইলে জামিনের বিনিময়ে। কপার-ব্যারন তার লোকজনকে জেলে যেতে দেয় না।'

'গরম্যানকে কপার-ব্যারন বলছেন কেন?' জিমি জিজ্ঞেস করল। 'এদিককার সমস্ত তামার খনি না ফুরিয়ে গেছে? তামার ব্যবসা এখন আর নিশ্চয়ই করে না সে? যা শুনলাম, তাতে তো পাক্কা হারামি লোক বলে মনে হচ্ছে। ওই নামই চালু করে দেন না কেন?'

একটু হাসলেন রোজেনবার্গ। 'উপাধিটা পারিবারিক। গরম্যানরা বহু বছর থেকে হ্যারোভিলের সবচেয়ে ধনী পরিবার, বংশ পরম্পরায় তামার ব্যবসা করে এসেছে। তবে এখানকার প্রথম কপার-ব্যারন ছিলেন রেজিনাল্ড হ্যারো—এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর নামেই নাম হয়েছে শহরের। ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোড তৈরি করে প্রচুর টাকা কামিয়েছিলেন তিনি। তারপর চলে এসেছিলেন এদিকে। চল্লিশ মাইলের মধ্যে যত তামার খনি আছে, সব কিনে নতুন ব্যবসা শুরু করেছিলেন।'

'এঁর ছেলেই তো মারা গিয়েছিল চায়নিজ টানেলে?'

'হ্যাঁ। গল্পটা শুনেছ তোমরা?'

'ডা. লি বলেছেন।'

'ঘটনা সত্য। ছেলে মারা যাওয়ার কিছুদিন পর রেজিনাল্ডও মারা যান। এরপর ব্যবসার হাল ধরার আর কেউ ছিল না। ধীরে ধীরে সবকিছু হারিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে পরিবারটা। গরম্যানরা দখল করে নিয়েছে ওদের ব্যবসা... সেইসঙ্গে উপাধিটাও।'

'ওরাও যদি একইভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, খুব ভাল হতো,' বললেন মার্থা।

'যা হোক,' বললেন রোজেনবার্গ। 'এখন হ্যারোভিলের প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করছে গরম্যান।'

'চ্যান ভ্যালি রোড ছাড়া,' কাইল বলল। 'ওটা চায়নিজদের দখলে। ওরা কিছুতেই গরম্যানের কাছে জমি বেচবে না। লোকটাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে ওরা।'

'কাইল, চায়নিজরা আমাদের সবাইকেই ঘৃণা করে,' প্রতিবাদ করে উঠল জেরেমি। 'যদি গরম্যানকেই শুধু অপছন্দ করত, তা হলে ভূতের ভয় দেখিয়ে আর ব্যানার টাঙিয়ে আমাদের ক্ষতি করছে কেন? ওদের কারণেই ট্যুরিস্ট আসছে না মিউজিয়ামে।'

'এসব চিনাদের কাণ্ড, এমন কোনও প্রমাণ নেই,' বললেন রোজেনবার্গ। 'ডা. লি কসম কেটে বলেছে আমাকে, এসবের পিছনে ওর লোকদের কোনও হাত নেই।'

'লি নিজেও একটা চিনা,' বলল জেরেমি। 'ওর কথায় কোনও বিশ্বাস আছে?'

'চুপ করো, জেরেমি!' ধমকে উঠলেন রোজেনবার্গ। 'ডা. লি আমার ভাল বন্ধু। বিপদে-আপদে বহুবার সাহায্য করেছে আমাকে। ওর ব্যাপারে একটাও মন্দ কথা শুনতে চাই না আমি।'

'ব্যানারে কী লেখা থাকে, সেটা কি বলতে পেরেছেন উনি?' জিজ্ঞেস করল অয়ন। 'আমরা একটা অক্ষর দেখেছি—ইংরেজি এ আর ই জোড়া লাগানোর মত। ওটার অর্থ জানা যাবে ভদ্রলোকের

কাছ থেকে?'

'জিজ্ঞেস করার দরকার নেই,' রোজেনবার্গ বললেন। 'পার্সি আর জেরেমি চিনা ভাষা মোটামুটি পড়তে জানে। তা ছাড়া প্রতিবারই প্রায় একই ধরনের কথা লেখা থাকে ওতে। বেসিক্যালি সবগুলোই নিষেধাজ্ঞা জাতীয় বাক্য—*এখান দিয়ে যেয়ো না, গেলে মৃত্যু...* এই টাইপের কথাবার্তা আর কী। লি-কেও দেখিয়েছি আমি।'

কথাটা শুনে একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল জিমি আর রিয়ার চেহারা।

অয়ন ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, 'এর সঙ্গে বিশজন শ্রমিক মারা যাওয়ার ঘটনার সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'ওটা আমাদের শহরের ইতিহাসের একটা কালো অধ্যায়,' বললেন রোজেনবার্গ। 'দুর্ঘটনার পরে চিনা-রা নিহতদের স্মরণে একটা স্মৃতিস্তম্ভ বানাতে চেয়েছিল, টাউন কাউন্সিল অনুমতি দেয়নি। সে-আমলে চিনাদের আসলে কোনও দামই ছিল না। অথচ ওরাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোড তৈরি করেছিল। এর বিনিময়ে সামান্য স্বীকৃতিও দেয়নি আমেরিকানরা, বরং চেষ্টা করেছে ওদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে। কিন্তু চিনারাও ছিল কঠিন চিজ, মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছে। রেজিনাল্ড হ্যারো যখন এদিকে এলেন, তখন ওদেরও অনেকে চলে এসেছিল সঙ্গে। শহর বানাতে সাহায্য করেছে ওরা, এদিককার রেললাইন বসিয়েছে... অথচ জঘন্য পরিবেশে ওদেরকে রেখেছিলেন রেজিনাল্ড, ক্রীতদাসের মত খাটিয়েছেন, টাকা-পয়সাও দেননি ঠিকমত। শেষ পর্যন্ত টানেলের বিস্ফোরণের দায়ও চাপানো হয়েছিল ওদেরই ঘাড়ে। রেজিনাল্ড তো মারাই গেলেন ক'দিন পর, তখন গরম্যানরা পুরো শহরকে খেপিয়ে দিয়েছিল চিনাদের বিরুদ্ধে। সেই শত্রুতার রেশ কাটেনি আজ পর্যন্ত। ডা. লি যে আমাদের চিকিৎসা দিচ্ছে, বন্ধুর মত থাকছে...

সেটা চিনাদের অনেকেরই অপছন্দ। আমার মনে পড়ছে...'

'এবার একটু থামো, ফ্র্যাঙ্ক,' বলে উঠলেন মার্থা। 'বক বক করে বাচ্চাদের মাথা ধরিয়ে দিচ্ছ তুমি। এত কিছু তো জানতে চায়নি ওরা!'

লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন রোজেনবার্গ। 'দুঃখিত। রেলওয়ে হিস্ট্রি আমার হবি। ওটা নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেলে দুনিয়াদারি ভুলে যাই।'

'না, না, দুঃখ প্রকাশের কী আছে?' তাড়াতাড়ি বলল অয়ন। 'আমাদের তো ভালই লাগছে শুনতে। উনিশ শতকে ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোড তৈরির কথা পড়েছি—ওই রেলরোডের কল্যাণেই লস অ্যাঞ্জেলেসের বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু ওটার পিছনে যে এত কাহিনি লুকিয়ে আছে, তা জানা ছিল না।'

'এনিওয়ে, ব্যানারের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক,' বলল জিমি, থামাল আসলে অয়নকে। ওর সঙ্গে থাকলে ইতিহাসের ক্লাস করতে হবে এখন। 'নিষেধাজ্ঞা ছাড়া আর কিছু কি লেখা থাকে ওটায়?'

'কখনও-সখনও,' বলল জেরেমি। 'কয়েকবার ওটায় *হ্যারো নিপাত যাক* লেখা ছিল। আরেকবার লেখা ছিল—*অতীতের করাল থাবা।* ও হ্যাঁ... *চাই স্মৃতিস্তম্ভের চেয়েও বেশি কিছু...* এ-কথাও লেখা হয়েছে একবার।'

'সব তো হেঁয়ালির মত লাগছে,' ভুরু কুঁচকে বলল রিয়া। 'কী বোঝাতে চেয়েছে বলে মনে হয় আপনার?'

'আল্লা মালুম!' কাঁধ ঝাঁকাল জেরেমি। 'সত্যি বলতে কী... ব্যানারের লেখাগুলো নিয়ে সমস্যা নেই আমাদের, গুরুত্বই দিই না। কিন্তু পথের মাঝখানে সাদা একটা পর্দা পড়লে ভয় করে না? বলা তো যায় না, পিছনে কী না কী আছে!'

প্রশ্ন করার সুযোগ হাতছাড়া করল না অয়ন। 'আজ কিছু ছিল?'

'আমি দেখিনি,' বলল জেরেমি। 'শুধু শুনলাম, পার্সি হঠাৎ গাল দিয়ে উঠল ব্যানারের কথা বলে। এরপরেই ফটাস করে ছিঁড়ে গেল ওটা, কী যেন ছিটকে পড়ল সামনে... তারপর তো হেডলাইটই নিভে গেল। পার্সি তখন ব্রেক কষল পাগলের মত।'

'সামনে ওটা কী ছিটকে পড়েছে, জানার চেষ্টা করেননি?' শুধাল রিয়া।

'পার্সিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও বলতে পারেনি। বাইরে নাকি কিছুই দেখেনি ও। শুধু ধারণা করেছে, একটা পাথর উড়ে এসে পড়েছিল হেডলাইটের উপর।'

'হুম,' গম্ভীর গলায় বলল অয়ন। 'দুটো ব্যাপার অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। হেডলাইটের উপর পাথর পড়ল কীভাবে? পাথরের তো পাখা নেই। কাইল-কেই বা বাথরুমে আটকাল কে?'

'জানি না,' জেরেমি বলল। 'তবে যদি হাতে পাই ওদের, জন্মের শিক্ষা দিয়ে দেব।'

কথাটা বিশ্বাস করল গোয়েন্দারা—দোষী লোকটাকে পেলে ছেড়ে দেবে না বয়লারম্যান।

কাইলের দিকে ফিরল অয়ন। 'আচ্ছা, কোনও কিছু কি চুরি গেছে ট্রেন বা তোমার কাছ থেকে? টাকা-পয়সা, বা দামি কিছু?'

'টাকা-পয়সা থাকে না আমার সঙ্গে,' কাইল বলল। 'ট্রেন থেকেও কিছু খোয়া গেছে বলে মনে হয়নি।'

'হামলার আগে অস্বাভাবিক কোনও কিছু দেখেছ? ডাইনিং কারে, বা জানালার বাইরে?'

'ধূসর রঙের কী যেন দেখেছি... মানুষ না, অন্যকিছু। কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছি মনে পড়ছে না।'

আপাতত আর কিছু জানার নেই। তাই মি. রোজেনবার্গের দিকে ফিরল অয়ন। বলল, 'সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ, আঙ্কেল। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমরা এখন তা হলে মিউজিয়ামটা একটু দেখতে চাই।'

'অবশ্যই দেখবে, আপত্তি কীসের?' আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন রোজেনবার্গ। 'কিন্তু আমি তো যেতে পারব না, একটু কাজ আছে এখানে। কাইল হয়তো নিয়ে যেতে পারবে।'

'যাব আমি,' সোৎসাহে বলল কাইল।

'ওর তো বিছানায় থাকা দরকার,' জেরেমি আপত্তি জানাল। 'ডা. লি ওকে বিশ্রামে থাকতে বলেছেন।'

'দূর মামা, কী যে বলো না!' কাইল বলল। 'বিছানায় পড়ে থাকার মত অসুস্থ নাকি আমি? অয়নদের সঙ্গে যাব, সত্যিকার গোয়েন্দারা কীভাবে কাজ করে, সেটা দেখব। খুব মজা হবে।'

'দেখো, মজা করতে গিয়ে নতুন বিপদে জড়িয়ো না,' সাবধান করল জেরেমি।

'নিশ্চিন্তে থাকো, মামা,' হাসিমুখে বলল কাইল। 'কিচ্ছু হবে না আমার।'

নয়

মিউজিয়ামের সীমানা তিন মিটার উঁচু চেইন লিঙ্কের ফেন্স দিয়ে ঘেরা, উপরে বসানো হয়েছে তারকাঁটা—অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যাতে বেড়া টপকে ঢুকতে না পারে ভিতরে। মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে বড় একটা দরজা। চাবি দিয়ে সেটার তালা খুলল কাইল, তিন বন্ধুকে নিয়ে ঢুকে পড়ল মিউজিয়ামের আঙিনায়।

'কেমন বুঝছ?' চারদিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'উমম...' ইতস্তত করল জিমি।

'সুন্দর,' তাড়াতাড়ি বলল রিয়া।

আসলে সুন্দর না জায়গাটা। বিশাল আঙিনা ভরে আছে ঝোপঝাড় আর আগাছায়—শেষ কবে কাটা হয়েছে ওগুলো, কে জানে। ঠিক মাঝখানে মাথা তুলে রেখেছে পুরনো আমলের একটা রাউণ্ডহাউস। জং-ধরা বেশ ক'টা রেললাইন চলে গেছে ওটার দিকে, মিশেছে একটা টার্নটেবল্-এর উপরে। একপাশে ইঞ্জিন শেড, সেটার বড় একটা অংশ দখল করে রেখেছে অচল, ভাঙাচোরা রেইল... সেগুলোর উপরেও মরিচার আস্তর।

এসব ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ভেসে আসছে ঠং ঠং আওয়াজ, যেন হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটছে কেউ।

ম্যাস্টিফ কুকুরটাও এসেছে ওদের সঙ্গে। আঙিনায় ঢুকেই ঘেউ ঘেউ ডাক ছাড়ছে প্রাণীটা। বাচ্চাদের চারপাশে আনন্দে ছোটাছুটি করছে ওটা। হাঁটতে শুরু করল ওরা রাউণ্ডহাউসের দিকে।

'চমৎকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা!' ঠাট্টার সুরে বলল অয়ন। ইশারায় সীমানার ফেন্স দেখাল। 'সম্ভবত এ-কারণেই কোনও ভিজিটর আসতে পারে না।'

'ঠাট্টা করছ?' আহত স্বরে বলল কাইল। 'ফেন্সের দরকার কতখানি, বুঝতে পারছ না? মিউজিয়াম এখন বন্ধ। দেখাশোনার কেউ নেই। এ-অবস্থায় চোর-ছ্যাঁচড় ঠেকানোর দরকার আছে না? নইলে নিলামে বিক্রি করার জন্য কিছুই তো অবশিষ্ট থাকবে না!'

হতাশ হয়ে চারপাশে নজর বোলাচ্ছে রিয়া। এখান থেকে কী কিনবে ওর বাবা? জং-ধরা রেইল ছাড়া কিছুই তো নেই!

রাউণ্ডহাউসে ঢোকার পর পরিস্থিতির একটু উন্নতি হলো। ওটাই মূল মিউজিয়াম। তবে আর দশটা মিউজিয়ামের মত নয় ভিতরটা। শো-কেস নেই, মঞ্চ নেই... নেই গার্ড রেইলও। তার বদলে পুরনো আমলের রেলওয়ে স্টেশনের মত করে সাজানো

হয়েছে অভ্যন্তর। স্টেশনের এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে, বা বেঞ্চে বসে আছে মনুষ্যাকৃতির অনেকগুলো মোমের পুতুল। সবগুলোর পরনে সেই পুরনো আমলের পোশাক, পায়ের কাছে বা পাশে পড়ে আছে সুটকেস আর ব্যাগ, যেন ট্রেন আসার অপেক্ষা করছে পুতুলগুলো। কয়েকটা পুতুলের হাতে হলদে হয়ে আসা খবরের কাগজ, কতগুলো গভীর মনোযোগে উল্টাচ্ছে রেলওয়ে গাইডের পাতা... অন্যগুলো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

মিউজিয়ামের একটা পাশ মিশেছে ইঞ্জিন শেডে। সেখানে এ-মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে *সেকুইয়া*—যে ইঞ্জিনটা আজ ওদের ট্রেনটাকে নিয়ে এসেছে। বাচ্চারা মিউজিয়ামে পৌঁছুতেই হাতুড়ির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পার্সি শিহান। ওদেরকে দেখে দায়সারা ভঙ্গিতে হাত নাড়ল, তারপর ফিরে গেল নিজের কাজে। আবার শুরু হলো ঠং ঠং।

সেকুইয়া-র পাশে, আলাদা রেইলে দাঁড়িয়ে আছে মিউজিয়ামের সবচেয়ে বড় শো-পিস—প্রাচীন তিনটে স্টিম লোকোমোটিভ। এর মধ্যে একটা হলো চোদ্দ চাকার বিশাল এক যন্ত্রদানব। ওটার একপাশের আবরণ খুলে ফেলা হয়েছে, দর্শকরা যাতে ভিতরের কলকব্জা দেখতে পায়। এরপরেই রয়েছে ছয় চাকার একটা ইঞ্জিন, আকারে প্রথমটার প্রায় অর্ধেক। দেহের তুলনায় বয়লারটা অনেক বড়, চিমনিটা পালিশ করা তামা দিয়ে তৈরি। হঠাৎ দেখায় খেলনা ইঞ্জিনের মত লাগে। তৃতীয় ইঞ্জিনটা একদম পুরনো, ঝরঝরে। শরীর ধূসর, চিমনিটা স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা। প্ল্যাটফর্ম ল্যাডারটা দেখে মনে হচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তে খুলে পড়ে যেতে পারে। জ্যাসপার লাফালাফি করতে করতে ইঞ্জিনগুলোর সামনে গিয়ে বসে পড়ল।

'চমৎকার!' মিউজিয়ামের দৃশ্য পছন্দ হয়েছে জিমির।

'এসব জিনিস বিক্রি হতে দেয়া উচিত নয়,' রিয়া যোগ করল। 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এগুলোর পিছনে প্রচুর শ্রম দিতে

হয়েছে মি. রোজেনবার্গকে।'

'তোমরাই এখন শেষ ভরসা,' বলল কাইল। 'আমাদের মিউজিয়ামকে বাঁচানোর আর কোনও উপায় নেই।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা,' অয়ন কথা দিল। 'তবে এ-মুহূর্তে মিউজিয়ামটা ভালমত দেখতে চাই। ইঞ্জিনগুলোর ব্যাপারে কিছু বলবে?'

'নিশ্চয়ই!' প্রথম ইঞ্জিনটার কাছে গেল কাইল। 'এটার নাম *জেনারেল কাস্টার*। স্টিম ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে, তা এটার সাহায্যেই দর্শকদেরকে দেখাই আমরা। মাঝখানেরটা *অ্যাপাচি*। ওটা এমনিতে *সেকুইয়া*-র পাশাপাশি ওয়েন'স পিক আর স্টার্লিঙের লাইনে চলে, তবে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। স্মোক চেম্বারে লিক দেখা দিয়েছে কিছুদিন আগে, না সারানো পর্যন্ত নামানো হচ্ছে না লাইনে। আর ওপাশে লক্কড়মার্কা যেটাকে দেখতে পাচ্ছ, সেটাকে ওল্ড *গাই* বলে ডাকি আমরা। ১৮৫৬ সালে তৈরি হয়েছে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এটাই সে-আমলের একমাত্র টিকে থাকা ইঞ্জিন... যদিও অচল। সবশেষে দেখছ *সেকুইয়া*-কে। ১৯০২-এ তৈরি ইঞ্জিন, ১৯৪০ পর্যন্ত সার্ভিস দিয়েছে এই হ্যারোভিলেই। এরপর একটা রেল-গুদামে পড়ে ছিল অনেক বছর। বছরদশেক আগে ওটাকে কিনে নিয়েছেন মি. রোজেনবার্গ, আমার মামা আর পার্সি মিলে রিস্টোর করেছে ইঞ্জিনটাকে। চারটার মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল কণ্ডিশনে আছে। টেণ্ডারটা অবশ্য ছোট, দরকারের তুলনায় কম কয়লা ধরে ওটায়, বার বার রিফিল করে নিতে হয়। তারপরেও জিনিসটা অরিজিন্যাল। ইঞ্জিনটায় চড়তেও খুব মজা। এই-ই হলো আমাদের লোকোমোটিভগুলোর কাহিনি। মিউজিয়ামের বাকিটুকুও ঘুরিয়ে দেখাব তোমাদেরকে?'

'নিশ্চয়ই,' বলল জিমি। 'তোমার মত গাইড থাকলে তো খুবই ভাল হয়।'

আগ্রহ নিয়ে ইঞ্জিনের কলকব্জা দেখাল কাইল। কোন্‌টা বয়লার ফিড ভালভ, কোন্‌টা ব্রেকিং শিট, কোন্‌টা ফায়ার-বক্স... শিখিয়ে দিল ওদেরকে। তারপর নিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের আদলে সাজানো অংশটাতে। ওখানে একটা নিউজস্ট্যাণ্ড আছে, সেখানে গিয়ে ১৯০৪ সালের পত্রিকা আর নানা রকম বই-পুস্তক দেখাল।

'এখানকার প্রত্যেক যাত্রীর বুক পকেটে একটা করে ১৯০৪ সালের সত্যিকার ট্রেন টিকেট আছে,' ম্যানিকিনগুলোর দিকে ইশারা করে বলল কাইল। 'পোশাক আর লাগেজও অরিজিন্যাল। চাইলে ছুঁয়ে দেখতে পারো। বহু বছর লেগেছে মি. রোজেনবার্গের এসব সংগ্রহ করতে।'

'ইম্প্রেসিভ!' স্বীকার করল অয়ন। 'মিউজিয়ামের প্রতি ভদ্রলোকের অনুরাগ কতখানি, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

রিয়ার দিকে তাকাল কাইল। 'তোমার বাবা যদি পুরো কালেকশনটা কিনে নেন, খুব ভাল হয়। গরম্যান এসবের মূল্য বুঝবে না।'

'আমার বাবা কিনলেই বা সমস্যার সমাধান হবে কীভাবে?' রিয়া বলল। 'মিউজিয়াম তো রক্ষা পাবে না। মি. রোজেনবার্গের এত সাধনার ফসল... এগুলো এভাবেই এখানে থাকা উচিত।'

'সেটা এক কথায় অসম্ভব,' কাইল মাথা নাড়ল। 'আপাতত কালেকশনের জিনিসপত্র বিক্রি করে জমিটুকু বাঁচানো গেলেই ঢের! মি. রোজেনবার্গ অন্তত পথে বসবেন না তখন।'

'জমি বেচে মিউজিয়ামটা সরিয়ে নেয়া যায় না?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

'পারলে কি সেটা করতেন না মি. রোজেনবার্গ?' কাইলের কণ্ঠে হতাশা ফুটল। 'এখানকার মত রেললাইন আর স্টেশন-অলা জায়গা কোথায় পাবেন উনি? পেলেও সে-জায়গা কিনবেন কী দিয়ে? মিউজিয়াম শিফট করতেও খরচ পড়বে মেলা। নাহ্, অত টাকা নেই ওঁর। মিসেস রোজেনবার্গও ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

আর মিরাকে তো দেখেছ, রাগে-দুঃখে আধ-পাগল হয়ে গেছে ও। কতদিক সামলাবেন বেচারা?'

নিউজস্ট্যাণ্ড থেকে সরে এল অয়ন। 'কেসের ব্যাপারে একটু আলোচনা করি। আচ্ছা কাইল, ট্রেনে আমি যখন কালো সুট পরা খাটো প্যাসেঞ্জারের কথা বললাম, তখন তুমি লোকটা চায়নিজ কি না জানতে চেয়েছিলে। কারণ কী? বিশেষ কারও কথা কি মাথায় এসেছিল তোমার?'

একটু ইতস্তত করল কাইল। 'ইয়ে... হ্যাঁ। বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছিল ডা. লি-র কথা বলছ। কিন্তু...'

'ইণ্টারেস্টিং!' বলল রিয়া। 'আমরাও তাঁকেই সন্দেহ করছি।'

'কিন্তু কারও উপর হামলা চালাবার মানুষ নন ডা. লি,' প্রতিবাদ করল কাইল। 'বড্ড ভাল লোক, রাগ বলতে কিছু নেই তাঁর মধ্যে। চায়নিজ মহল্লার সবার চেয়ে আলাদা। এক গালে চড় খেলেও সম্ভবত আরেক গাল বাড়িয়ে দেবেন। ভায়োলেন্স পছন্দ করেন না একদম।'

'ওটা অভিনয় হতে পারে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল অয়ন। 'নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য এরচেয়ে ভাল মুখোশ আর হয় না।'

'উনি আমাদেরকে বলেছেন, কখনও নাকি ট্রেনে চড়েন না,' রিয়া বলল। 'কথাটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কাইল। 'ছোট একটা গাড়ি আছে ওঁর। শহরের বাইরে যেতে হলে ওটা চালিয়ে যান। কখনও ট্রেনে ওঠেন না।'

'তা হলে ডাক্তার সাহেবকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়, অয়ন,' বলল জিমি। 'যে-মানুষ ট্রেনেই চড়ে না, সে কী করে ট্রেনের ভিতরে কাইলের উপর হামলা চালাবে?'

'কখনও চড়ে না বলে যে আজও চড়েনি, এমনটা ভাবছিস কেন?' অয়ন দ্বিমত পোষণ করল।

'তুমি ভদ্রলোককে সন্দেহ করছ কেন, বলো তো?' একটু অধৈর্য মনে হলো কাইলকে। 'ব্যানারে চায়নিজ হরফ দেখেছ বলে, নাকি উনি চিনাদের স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষক বলে?'

'কীসের স্মৃতিস্তম্ভ?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল অয়ন।

'সেই বিশ শ্রমিকের স্মৃতিস্তম্ভের কথা বলছি।'

'টাউন কাউন্সিল তো ওটা বানাতে দেয়নি!'

'ও! জানো না বুঝি? দুর্ঘটনার কয়েক বছর পর চিনা-রা ঠিকই বানিয়েছে ওই স্মৃতিস্তম্ভ—তবে টানেলের ভিতরে না, পাশের একটা ছোট পাহাড়ের মাথায়। ডা. লি-র পরিবার শুরু থেকেই ওটার দেখাশোনা করছে।'

'টানেলের ব্যাপারে আর কিছু বলতে পারো?'

'তোমরা যে-সাইড টানেলে ঢুকেছিলে, শুরুতে ওটাই ছিল মূল টানেল। বিস্ফোরণের পর পাথর ধসে বন্ধ হয়ে যায় ওটা, পরে পাহাড়ের আরেক পাশ কেটে নতুন মুখ তৈরি করা হয়েছে। ওখান দিয়েই এখন চলে আমাদের ট্রেন। পুরনো অংশটা আগের মতই আছে, আজ পর্যন্ত ওর ভিতর থেকে শ্রমিকদের লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সে-কারণেই ওখানে ওদের আত্মা ঘুরে বেড়ায় বলে মনে করে সবাই।'

'অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছি আমরা ওখানে,' অয়ন বলল। 'কিন্তু সেটা যে ভূতের, এমনটা ভাবার কোনও কারণ দেখছি না।'

'এতটা অবিশ্বাসী হওয়া উচিত হচ্ছে না তোমার, অয়ন,' কাইল বলল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে। 'দুনিয়ার বহু জায়গায় ভূত-প্রেত আর আত্মার উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছে মানুষ।'

'অন্য জায়গার উদাহরণ এখানে টেনে লাভ নেই,' নীরস গলায় বলল অয়ন। কথা বলতে বলতে চোখ বোলাচ্ছে পুতুলগুলোর উপর। মেঝের এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল। আশপাশের তুলনায় ওখানে কম ধুলো জমেছে। মনে হচ্ছে, সম্প্রতি কিছু একটা সরিয়ে নেয়া হয়েছে ওখান থেকে। টানেলে

দেখা ম্যানিকিনটাই কি? আবার কাইলের দিকে চোখ ফেরাল ও। বলল, 'উদাহরণ আমরাও টানতে পারি। অতীতে বেশ কিছু ভুতুড়ে ঘটনার তদন্ত করেছি আমরা। প্রতিবারই দেখেছি—আসলে মানুষের কারসাজি ওসব। লোকজনকে ভয় দেখানোর জন্য ও-কাজ করেছে। কাজেই এমনটা ভেবে নিতে দোষ নেই—টানেলের গোঙানি, খসখসানি, কুয়াশা... এসবের অবতারণা করা হয়েছে সাধারণ মানুষকে জায়গাটা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কাজটা ডা. লি-র হতে পারে, হয়তো মৃত শ্রমিকের শেষ নিদ্রার জায়গাটা শান্তিময় করতে চাইছেন তিনি; আবার ওটা ডেরেক গরম্যানও করতে পারে, মি. রোজেনবার্গের মিউজিয়ামে ট্যুরিস্টের আনাগোনা বন্ধ করবার জন্য। তবে সত্যি বলতে কী, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা ক্ষীণ। যদ্দূর বুঝেছি, গরম্যান লোকটা পেশিশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করতে পছন্দ করে, ভূতের ভয় দেখানোটা তার লাইনের মধ্যে পড়ে না। তা ছাড়া... অলরেডি মি. রোজেনবার্গকে কোণঠাসা করে ফেলেছে সে, এরপরেও ভুতুড়ে কাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার কোনও যুক্তি নেই।'

'কিন্তু ট্রেনে তো স্কট নামের ওই ভদ্রলোক ওকেই দোষারোপ করল কাজটার জন্য!' বলল জিমি।

'মি. স্কটের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই অমন কথা বলেছেন,' কাইল বলল। 'অয়নের ধারণাই ঠিক, টানেল নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই গরম্যানের। সে শুধু স্টেশন আর রেলরোড ভেঙে অ্যামিউজমেণ্ট পার্ক বানাতে চায়।'

'এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে,' অয়ন বলল, 'টানেলের কাণ্ডটা ঘটাচ্ছে উর্বর মস্তিষ্কের কোনও লোক।' পুতুলটা দেখার পর পার্সির আতঙ্কিত চেহারা মনে পড়ে গেল ওর। 'বিকৃত রুচিরও বটে।'

হেঁটে মিউজিয়ামের পুতুলগুলোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় গেল গোয়েন্দাপ্রধান। ধুলোর উপর পরিষ্কার ফুটে আছে সরিয়ে নেয়া পুতুলটার জুতোর ছাপ। পাশে সম্ভবত

লাগেজও ছিল, সে-জায়গাটাও ফাঁকা।

'কী দেখছ তুমি, অয়ন?' প্রশ্নটা করেই চমকে উঠল কাইল। 'আরে, পুতুলটা কোথায়? পার্সি! পার্সি!!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'দেখে যাও! মি. হ্যারো নেই! কেউ চুরি করেছে ওঁকে!'

দশ

ছেদ পড়ল সেকুইয়ার পিছন থেকে ভেসে আসা হাতুড়ি চালানোর আওয়াজে। অয়ন, জিমি আর রিয়ার কৌতূহলী দৃষ্টি সামনে হাত মুছতে মুছতে উদয় হলো পার্সি শিহান। কাছাকাছি এসে থামল, এক পলকের জন্য দেখল ফাঁকা জায়গাটা, তারপর তাকাল গোয়েন্দাদের দিকে। পরমুহূর্তে চোখ-মুখ শক্ত করে ফেলল।

'কী হয়েছে? এত হইচই কীসের?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দেখোই না!' উত্তেজিত গলায় বলল কাইল। 'মি. হ্যারোর পুতুলটা নেই। চুরি হয়ে গেছে ওটা!'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছ! চুরি হয়নি মোটেই।'

'কিন্তু নেই তো!' হাহাকারের সুরে বলল কাইল। 'গেল কোথায়?'

'হ্যাঁ নেই। তাই বলে চেঁচামেচি জুড়বার কোনও দরকার নেই,' বলল পার্সি। 'আমিই সরিয়েছি পুতুলটা।'

'তুমি সরিয়েছ? কোথায়?' চারপাশে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল কাইল, যেন নিউজস্ট্যাণ্ড বা পিলারের আড়ালে দেখতে পাবে পুতুলটাকে। 'কেনই বা সরিয়েছ?'

'আছাড় খেয়ে ভেঙে গেছে ওটা,' অম্লান বদনে মিথ্যে বলল পার্সি, গোয়েন্দাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। 'অসতর্ক ছিলাম... গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল মেঝেতে, ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মিউজিয়াম তো বন্ধই হয়ে যাচ্ছে দু'দিন পর, তাই ওটা আর মেরামত করার প্রয়োজন মনে করিনি, ভাঙা টুকরোগুলো ফেলে দিয়েছি। অবশ্য... মি. রোজেনবার্গকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব আমি।'

'মি. হ্যারোর পুতুলটাই ভাঙল?' অবিশ্বাসের গলায় বলল কাইল। 'মি. স্মিথ বা মিসেস ফ্লয়েডের পুতুল ভাঙলে কিছু যেত-আসত না... অথচ তুমি মি. হ্যারোকে ভেঙে ফেললে!'

'বলেছি তো, ওটা দুর্ঘটনা ছিল!' একটু যেন রেগে গেল পার্সি। 'দামও দিয়ে দেব। এত ঘ্যানঘ্যান কোরো না তো!'

উল্টো ঘুরে গটমট করে চলে গেল সে।

'দেখেছ লোকটার কাণ্ড!' ক্ষোভমাখা গলায় বলল কাইল। 'ভেঙেছে তো ভেঙেছে... তারপর আবার দেমাগ দেখাচ্ছে আমার সঙ্গে। যেন টাকা দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে! আরে বাবা, টাকার কথা কে বলছে? টাকা দিয়ে কি ওই পুতুলের মূল্য নির্ধারণ করা যাবে?'

'কোনও বিশেষত্ব আছে ওটার?' জিজ্ঞেস করল রিয়া। 'মানে... আমরা জানি, রেজিনাল্ড হ্যারো এ-শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, আর তাঁর ছেলে রিচার্ড হ্যারো মারা গিয়েছিল টানেলের দুর্ঘটনায়; কিন্তু ওসব ছাড়া তো...'

'একটা রহস্য আছে পুতুলটাকে ঘিরে,' গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে বলল কাইল। 'পশ্চিম উপকূলের সবচেয়ে ধনী মানুষ ছিলেন মি. হ্যারো; অথচ জানো, তাঁর মৃত্যুর পর একটা কানাকড়িও পাওয়া যায়নি! লক্ষ-কোটি ডলার... সব গায়েব! পরিবারটা অথৈ সাগরে পড়ে গিয়েছিল সে-কারণেই। সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল তাদেরকে। ওরা চলে যাওয়ার

পর চিনা মহল্লার এক মূর্তির কারিগর মি. হ্যারোর আদলে একটা মোমের পুতুল বানাল। কী জন্য বানিয়েছিল, কেউ জানে না। হতে পারে শখ... মানুষের আদলে মোমের পুতুল বানাবার হবি ছিল লোকটার। এখানকার সব পুতুলই তার বানানো। কারিগরের বংশধরদের কাছে পড়ে ছিল সবগুলো পুতুল অনেক বছর, মিউজিয়াম খোলার পর মি. রোজেনবার্গ কিনে এনেছেন—মি. হ্যারোরটা সহ। আর তখনই জানা গেল, পুতুলের কারিগর নাকি বলে গেছে—ওই পুতুলের মধ্যে লুকানো আছে হ্যারোভিলের সুখের চাবিকাঠি। সবাই ধারণা করেছে, মি. হ্যারোর হারানো টাকা-পয়সার কথা বলেছে লোকটা। পুতুলের মধ্যে নিশ্চয়ই ওগুলো ফিরে পাবার কোনও সূত্র রেখে গেছে সে। বাস্তবে অবশ্য তেমন কিছু আবিষ্কার করা যায়নি। তারপরেও... পুরনো ইতিহাস আর এই কাহিনি মিলে পুতুলটার গুরুত্ব কতখানি বেড়েছে, তা আশা করি বুঝতে পারছ তোমরা?'

আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে অয়নের চোখ। 'পুতুলের মধ্যে কোনও সূত্র নেই, এটা কীভাবে শিয়োর হয়েছ তোমরা?'

'যতভাবে সম্ভব, পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে ওটাকে,' কাইল বলল। 'এমনকী এক্স-রে পর্যন্ত করা হয়েছে! সবাই ভেবেছিল, হয়তো কোনও চাবি-টাবি পাওয়া যাবে... নিদেনপক্ষে লুকানো টাকার লোকেশনের ম্যাপ-সহ কোনও ধরনের কাগজ। অথচ কিছুই ছিল না ওটাতে। শুধুই গায়ের কাপড় আর দাঁড়ানোর বিশেষ ভঙ্গিটা...'

'বিশেষ ভঙ্গি?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটল জিমির চোখে।

'পুতুলটাকে দেখলে মনে হবে, আপসেট হয়ে আছে ট্রেন দেরি করার কারণে। হাতে ধরা একটা সোনালি ঘড়ির দিকে তাই তাকিয়ে আছে রাগী চোখে। আরে... তা-ই তো! পার্সি! পার্সি!!' আবারও ডেকে উঠল কাইল। 'মি. হ্যারোর ঘড়িটা কোথায়? ওটাও কি ভেঙে গেছে?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর সেকুইয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পার্সি। হাতে চকচকে কী যেন একটা ধরে রেখেছে। কাছে এসে ছুঁড়ে দিল বাচ্চাদের দিকে। খপ্ করে ওটা ক্যাচ ধরল জিমি।

'ওই নাও তোমার ঘড়ি,' বিরক্ত গলায় বলল পার্সি। 'এবার খুশি তো?'

জবাবের আশায় না থেকে আবার ইঞ্জিনের পিছনে চলে গেল সে।

জিমিকে ঘিরে ধরল বাকিরা। আগ্রহ নিয়ে তাকাল হাতের মুঠোয় ধরা ঘড়িটার দিকে। পুরনো একটা পকেটওয়াচ—বেশ বড় এবং ভারী। অচল। কাঁটাগুলো সাড়ে দশটায় স্থির হয়ে আছে।

'সত্যিকার সোনা না,' কাইল বলল, 'পিতল দিয়ে বানানো হয়েছে ঘড়িটা। বুঝতেই পারছ, সোনার ঘড়ি মিউজিয়ামের খোলা ডিসপ্লে-তে সাজিয়ে রাখা সম্ভব নয়।'

'খুলে দেখা যায় না ঘড়িটা?' রিয়া বলল। 'হয়তো এটার ভিতরে সূত্র আছে!'

'খামোকাই সময় নষ্ট করবে। অসংখ্যবার খুলে দেখা হয়েছে এটা। জিনিসটা স্রেফ শো-পিস। ভিতরে কল-কব্জা নেই, হাউজিংটা সম্পূর্ণ খালি। ওখানে কোনও চিরকুট-টিরকুটও পাওয়া যায়নি।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল অয়ন। চোখ তুলে বলল, 'আচ্ছা, ঘড়িটা আমাদেরকে একটু ধার দেবে? কাল আবার ফেরত দিয়ে দেব।'

একটু দ্বিধা করল কাইল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, নাও। কিন্তু কোনও ক্ষতি যেন না হয় ওটার।'

'ধন্যবাদ, কাইল,' জিমির কাছ থেকে ঘড়িটা নিয়ে পকেটে ভরল অয়ন।

আড়মোড়া ভাঙল জিমি। 'ওফ, খুব টায়ার্ড লাগছে। বাজে

ক'টা? মানে... আমাদের এই শতাব্দীতে?'

'প্রায় সাতটা,' হাতঘড়ি দেখে জানাল রিয়া।

'কী! সাতটা বেজে যাচ্ছে?' চমকে উঠল কাইল। 'আমাকে এক্ষুণি বাড়ি ফিরতে হবে, নইলে মামা খুব রাগ করবে। যাই, কেমন? তোমরা চাইলে থাকতে পারো, পার্সি যতক্ষণ আছে আর কী। কাল আবার দেখা হবে। গুড বাই!'

ছুটে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। তার গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল অয়ন। 'অদ্ভুত ছেলে,' মন্তব্য করল ও। 'আমার খুব পছন্দ হয়েছে ওকে। বুঝতে পারছি না, ওর মত ছেলের উপর কে হামলা চালাতে পারে।'

'আমিও না,' জিমি একমত হলো। 'এনার্জি আছে বটে ওর! মাথায় ব্যথা পেয়েও সারাক্ষণ ছোটাছুটি করছে, একটুও ক্লান্তি নেই।'

'হ্যাঁ, কাইল সত্যিই খুব ভাল,' পিছন থেকে ভেসে এল গমগমে কণ্ঠস্বর। পার্সি বেরিয়ে এসেছে সেকুইয়ার পিছন থেকে। 'আমাদের নীরস জীবনে ও-ই প্রাণের ছোঁয়া এনে দিয়েছে।'

'কিছু বলতে পারেন ওর সম্পর্কে?' অয়ন জিজ্ঞেস করল।

'বলার মত তেমন কিছু নেই। এতিম ছেলে, দুর্ঘটনায় বাবা-মা মারা গেছে বেশ ক'বছর আগে। তখন থেকে মামার কাছে মানুষ। পড়াশোনার পাশাপাশি কাজও করছে মিউজিয়ামে। যদিও বয়সটা...' এটুকু বলে থেমে গেল পার্সি।

'কম?' বাক্যটা শেষ করল অয়ন। 'বয়স কত ওর? চোদ্দ?'

'না, তেরো।' পার্সি বলল। 'তবে ঠিক ওটা বোঝাতে চাইনি আমি। আসলে... বয়সের তুলনায় ও একেবারেই ব্যতিক্রম। সিনেমার নেশা নেই, কম্পিউটারে গেম খেলে না, কারও সঙ্গে আড্ডা দেয় না... এসব ওর অভিধানেই নেই। আজকালকার বাচ্চারা পপস্টার বা রেসকারের ড্রাইভার হওয়ার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু কাইলের স্বপ্ন স্টিম ইঞ্জিন চালানো। জেরেমি আর আমিও

ছোটবেলায় এই স্বপ্নই দেখতাম, তাই বুঝতে পারি ওর মনের অবস্থা। মাঝে মাঝে একটু বেশিই প্রশ্রয় দিয়ে ফেলি সে-কারণে।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'এনিওয়ে, মি. হ্যারোর ব্যাপারে সত্য ঘটনাটা ফাঁস না করায় ধন্যবাদ।'

'একটু খটকা আছে আমাদের এ-ব্যাপারে,' অয়ন বলল। 'ব্যাপারটা চেপে গেছেন কেন আপনি? পুলিশের কাছেই বা যেতে চাননি কেন?'

'তাতে লাভ কী?' তিক্ত গলায় বলল পার্সি। 'দু'দিন পরেই তো সব শেষ হয়ে যাচ্ছে! ট্র্যাকে আর ট্রেন চলবে না, টানেলের মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে ইঁট গেঁথে। ভূত বলো, বা ব্যানার... এসব আর উত্যক্ত করবে না কাউকে। ঝামেলা বাড়াতে তাই ইচ্ছে হলো না।'

'কেউ এর প্রতিকার করছে না কেন, এটাই আমার মাথায় ঢুকছে না,' অয়ন বলল। 'আচ্ছা, আজ ব্যানারে কী লেখা ছিল?'

'বিদায় হ্যারো!' ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে বলল পার্সি। 'এর সঙ্গে যদি মোমের পুতুলটাকে যোগ করি, তা হলে বলব—কেউ আমাদের দুর্দশা নিয়ে বিশ্রী একটা তামাশা করেছে ওখানে।' মলিন একটা হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আগামীকাল আমাদের শেষ ট্রিপ। তখন যদি *স্বাগত, গরম্যান* লেখা ব্যানার দেখি, তা হলে তামাশাটার ষোলোকলা পূর্ণ হবে।'

'তারমানে আপনিও ভাবছেন, এর পিছনে মি. গরম্যানের হাত আছে?'

'না, না, তা বলছি না,' তাড়াতাড়ি বলল পার্সি। 'এ-ধরনের কথায় কান দেয়া তোমাদেরও উচিত হবে না। মি. গরম্যান স্রেফ একজন সফল ব্যবসায়ী, হ্যারোভিলের ভবিষ্যৎ বদলে দেবার চেষ্টা করছেন। এখানকার লোকজন অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পছন্দ করে, তাই সহ্য করতে পারে না ওঁকে। খালি আজেবাজে কথা ছড়ায়। থাক সে-কথা, তোমরা এখন যাও।

অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।'

নড়ল না অয়ন। 'আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার। মি. হ্যারোর গায়ে একটা ইউনিফর্ম-জ্যাকেট ছিল... ওটা কোথায়, বলতে পারেন? পরেরবার গিয়ে পুতুলের গায়ে দেখিনি আমরা ওটা। যদ্দূর বুঝেছি, ওই জ্যাকেট মি. হ্যারোর গায়ে থাকার কথা না। নিশ্চয়ই অন্য কারও জ্যাকেট পরানো হয়েছিল পুতুলটাকে। কার জ্যাকেট ছিল ওটা, বলতে পারেন?'

চেহারায় বিরক্তি ফুটল পার্সির। বলল, 'না, পারি না। ছিঁড়ে ত্যানা ত্যানা হয়ে গিয়েছিল ওটা, তাই পুড়িয়ে ফেলেছি। এখন বিদায় হও। দরজা টেনে দিয়ে যেয়ো। আমি পরে তালা লাগিয়ে দেব।'

বোঝা যাচ্ছে, আর কিছু বের করা যাবে না তার পেট থেকে। তাই উল্টো ঘুরল তিন বন্ধু। বেরিয়ে এল মিউজিয়াম থেকে।

বাইরে আঁধার নামতে শুরু করেছে। পাহাড়সারির আড়ালে মুখ লুকাতে শুরু করেছে সূর্য। দীর্ঘ ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে গোটা শহর। মরুভূমির দিক থেকে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে একটা পোড়া গন্ধ। আঙিনা থেকে বেরুবার আগে গন্ধটার উৎস খুঁজল গোয়েন্দারা। ইঞ্জিন শেড থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে পাওয়া গেল ওটা।

খালি একটা তেলের ব্যারেল, ভিতরে পুড়ছে কিছু। ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মাটি থেকে একটা জং-ধরা লোহার রড কুড়িয়ে নিল অয়ন। খোঁচাতে শুরু করল ব্যারেলের ভিতরটা। ছাই উড়ল, সেইসঙ্গে মুখ দেখাল আধ-পোড়া কাপড় আর কালো হয়ে আসা বোতাম ও নেমপ্লেট। ছোঁ মেরে নেমপ্লেট তুলে নিল ও। প্যান্টে ঘষে মুছে নিল কালো প্রলেপ। নামটা পড়া যাচ্ছে এবার।

পার্সি শিহান, এইচ.আর.এম সি।

এগারো

কামরায় ফিরে ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল জিমি। জুতোও খুলল না।

'কী ব্যাপার, শুয়ে পড়লি কেন?' অয়ন জিজ্ঞেস করল।

'না শুয়েই বা কী করব?' জিমি বলল। 'করার তো কিছু নেই। টায়ার্ডও লাগছে খুব।'

'একটা রাতের জন্য নাহয় ক্লান্তিটাকে অগ্রাহ্য কর। অনেক কাজ আছে।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো জিমি। 'কী কাজ?'

'কেস নিয়ে আলোচনা করব,' অয়ন বলল। 'হাত-মুখ ধুয়ে রিয়াও আসছে। ওঠ্, শুয়ে থাকিস না।'

'খামোকা সময় নষ্ট করছিস, বুঝলি? এই কেস সমাধান করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।'

'এরচেয়ে কঠিন কেসও সমাধান করেছি আমরা এর আগে,' অয়ন বলল। 'তুই এখুনি হাল ছেড়ে দিচ্ছিস কেন?'

'বাস্তবতা চিন্তা করে,' জিমি বলল। 'আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সময়। আগামীকালটাই শুধু হাতে আছে... পরশু তো নিলাম। তারমানে হাতে সময় আছে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। এর মধ্যে হ্যারোভিলের রহস্য ভেদ করা স্রেফ অসম্ভব। অযথা এর পিছনে এনার্জি খরচ করবার কোনও কারণ দেখছি না। তা ছাড়া এখানকার ঝামেলা এমনিতেই মিটে যেতে চলেছে।'

'কীভাবে?' অয়ন ভুরু কোঁচকাল।

'নিজেই ভেবে দ্যাখ। আগামীকালের পর থেকে ট্রেন চলবে না হ্যারোভিলের লাইনে। টানেলটা ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হবে। তারমানে ভূতের উপদ্রবের সমাপ্তি ওখানেই। এরপর এখানে বিশাল এক অ্যামিউজমেণ্ট পার্ক বানাবে মি. গরম্যান, দর্শক-ট্যুরিস্ট আসবে, আয়-রোজগার বাড়বে শহরের। মিউজিয়ামটা হয়তো থাকবে না, কিন্তু বৃহৎ স্বার্থে ছোটখাট ত্যাগ তো স্বীকার করতেই হবে শহরবাসীকে। আফটার অল, শহরটা মরতে বসেছে... এটাকে বাঁচানোর আর তো কোনও রাস্তা নেই!'

'ইণ্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল অয়ন। 'এই প্রথম তোকে মন্দ লোকের পক্ষ নিতে দেখছি। আর নিচ্ছিসও খুব সুন্দরভাবে!'

'কী! আমি মন্দ লোকের পক্ষ নিলাম কখন? একটাও কি অযৌক্তিক কথা বলেছি?'

'সেজন্যেই ইণ্টারেস্টিং বললাম। ডেভিল'স্ অ্যাডভোকেট কাকে বলে জানিস তো? ওদের যুক্তিতর্ক সবসময়েই চোখ-ধাঁধানো হয়।'

'এমন এক গাঁট্টা লাগাব না, মাথায় আলু গজাবে!' সরোষে বলল জিমি। 'আমি শয়তানের উকিল?'

দরজায় টোকা পড়ল। তারপরেই কামরায় ঢুকল রিয়া। 'কিছু মিস করেছি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ,' অয়ন বলল। 'জিমি ডেভিল'স্ অ্যাডভোকেটের ভূমিকা নিয়েছে।'

'তুমিই বলো, রিয়া, আমি ভুলটা কী বলেছি?' উপায়ান্তর না দেখে জানের শত্রুর সমর্থন চাইল জিমি। বিছানায় উঠে বসল। 'মি. গরম্যানের অ্যামিউজমেণ্ট পার্ক তৈরি হলে শহরের উন্নতি হবে না? চাকরি পাবে এখানকার লোক, আয়-রোজগার বাড়বে... রেললাইন বন্ধ হয়ে গেলে রাস্তাঘাটেরও উন্নয়ন হবে। মিউজিয়াম না থাকুক, মি. রোজেনবার্গ নিঃসন্দেহে আরেকটা

কাজ জুটিয়ে নিতে পারবেন। একই কথা খাটে পার্সি বা জেরেমির বেলায়। স্টিম ইঞ্জিনের নেশা ছেড়ে কাইলও হয়তো তখন মন দেবে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দিকে।'

'হ্যাঁ, ডেভিলস্ অ্যাডভোকেট-ই বটে,' অয়নের দিকে চেয়ে হাসল রিয়া। 'খুব ভাল অ্যাডভোকেট।'

'তুমিও ওর সঙ্গে যোগ দিলে?' আহত কণ্ঠে বলল জিমি।

'শোন,' অয়ন বলল। 'গরম্যান যা করছে, তাতে হয়তো উন্নতি হবে শহরের... কিন্তু যেভাবে ওটা করছে, সেটা কি ঠিক? অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস করে, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে জমি দখল করছে লোকটা। ভাল উদ্দেশ্যেও করছে না সেটা, করছে স্রেফ নিজের স্বার্থের জন্য। একটা ব্যাপার নিশ্চিত থাকতে পারিস, ওতে শহরের যত না লাভ হবে, তারচেয়ে অনেক বেশি লাভ হবে গরম্যানের নিজের। এটা মেনে নেয়া যায় না কিছুতেই।'

'কিন্তু কী-ই বা করতে পারব আমরা?' জিমি বলল। 'কাল সারাদিনে কতটুকুই বা করা সম্ভব? পরদিন তো চলেই যেতে হবে আমাদেরকে।'

'আজ রাতের কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন? রাতটা কি সময় না?'

'সময় তো বটেই—ঘুমানোর,' ফোড়ন কাটল রিয়া। 'মানে জিমির ভাষায় আর কী।'

'খোঁচা মেরো না!' রাগী গলায় বলল জিমি। 'রাত জেগে অনেক কেসে কাজ করেছি আমি। বিশ্বাস না হলে অয়নকে জিজ্ঞেস করে দেখো। না জেনে কথা বলো কেন? তুমি তো অতিথি পাখি... কোনও কেসে থাকো, কোনোটায় থাকো না।'

'কী! আমি অতিথি পাখি?' এবার রিয়ার খেপার পালা। 'কবে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাইনি? তোমরাই তো মাঝে মাঝে বাদ দাও আমাকে।'

'কীসের মাঝে মাঝে?' সমান তেজে বলল জিমি। 'পারলে

আমি তোমাকে পার্মানেন্টলি-ই বাদ করে দিই!"

'কী-ই-ই-ই!'

'থামবি তোরা?' ধমকে উঠল অয়ন। 'নইলে আমিই পার্মানেন্টলি আলাদা হয়ে যাব। তোদের এসব ঝগড়াঝাটি আর সহ্য হচ্ছে না আমার।'

লজ্জা পেল জিমি আর রিয়া। বিড় বিড় করে দুঃখ প্রকাশ করল।

'এদিকে আয়, এ-পর্যন্ত পাওয়া সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করি,' অয়ন ডাকল ওদেরকে।

'পেয়েছি কোনও সূত্র?' রিয়া জিজ্ঞেস করল। 'আমি তো ভেবেছিলাম এখনও অন্ধকারে হাতড়ে মরছি আমরা।'

'উঁহুঁ,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'কাইল আমাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র দিয়েছে। ওর কাছে রেজিনাল্ড হ্যারোর গল্প শোনার আগ পর্যন্ত অন্ধকারে ছিলাম আমরা। হাতে বেশ ক'জন সাসপেক্ট থাকলেও কোনও মোটিভ দেখতে পাচ্ছিলাম না... মানে, গরম্যানের অ্যামিউজমেন্ট পার্ককে যদি মোটিভ হিসেবে না ধরা হয় আর কী। এর আগ পর্যন্ত টানেলে ভূতের উপদ্রব ছড়ানোর পিছনে কোনও কারণ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আমাদের রহস্যময় ক্রিমিনাল দুটো বড় ভুল করেছে। প্রথমত, ট্রেনের সামনে ফেলেছে মি. হ্যারোর পুতুলটা... না ফেললে ওটার গুরুত্ব হয়তো জানতেই পারতাম না আমরা। দ্বিতীয়ত, কাইলকে বাথরুমে আটকে আরেকটা ভুল করেছে সে। আমাদের তদন্তের পরিসীমা বেশ বেড়ে গেছে এতে। কারণ এ-দুটো ভুল করে সে বুঝিয়ে দিয়েছে—টানেলের ভূত আসলে পুরো ধাঁধার মাত্র অর্ধেক অংশ, বাকিটা হলো মিউজিয়াম। এবং আমার ধারণা, টানেলে কী ঘটছে সেটা খুব ভাল করেই জানে পার্সি শিহান।'

'পার্সি?' ভ্রূকুটি করল জিমি। 'এ-কথা কেন ভাবছিস?'

'কাইল কী বলেছিল, খেয়াল কর,' অয়ন বলল। 'কোনও

কারণ ছাড়া আজ ওকে ট্রেনের ফ্রিজ খুলতে মানা করেছিল পার্সি... মানে, সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল কিচেন থেকে। শেষ পর্যন্ত ও যখন ওখানে আইসক্রিম আনতে গেল, তখুনি আক্রান্ত হলো পিছন থেকে।'

'কিন্তু ওটা পার্সির কাজ হতে পারে না,' রিয়া প্রতিবাদ করল। 'ও তখন ইঞ্জিন চালাচ্ছিল। তা ছাড়া... যদি ডাইনিং কারে ও এসেও থাকে, কাইলের গায়ে হাত তোলার তো প্রয়োজন ছিল না। বকা দিয়েই তাড়িয়ে দিতে পারত।'

'আমি ওকে সরাসরি দায়ী করছি না,' অয়ন বলল। 'তবে আমার ধারণা, পার্সি জানত কিচেনে কেউ লুকিয়ে আছে। এমন কেউ... যার উপস্থিতি ফাঁস হতে দেয়া যাবে না। ওই লোকের জানা ছিল না—আজ কাইল ডিউটি করছে ট্রেনে, বা করলেও কিচেনে আইসক্রিম আনতে যাবে।'

'চোদ্দ পার্সেন্ট!' উত্তেজিত গলায় বলল জিমি। 'মানে, ডা. লি! সে আর পার্সি জোট বেঁধেছে! কিন্তু কেন?'

'জানি না,' স্বীকার করল অয়ন। 'আসলে... ডা. লি-র ব্যাপারে পুরোপুরি শিয়োর হতে পারছি না আমি। পার্সিকেও সন্দেহ করছি উপায় না দেখে। মিথ্যে বলেছে সে—পুতুলের গায়ে কার জ্যাকেট ছিল, সেটা জানে না বলেছে। অথচ ওটা ওর-ই! মনে আছে, পুতুলের সামনে ওকে যখন দেখেছিলাম আমরা, তখন কেমন ভয়-পাওয়া চেহারা হয়েছিল? তখন ভেবেছিলাম একটা মানুষকে চাপা দিয়েছে ভেবে ভয় পাচ্ছিল... কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে—শুধু মানুষ নয়, পার্সি শিহানের পোশাক পরা একটা পুতুলকে চাপা দিয়েছে বলে অমন ভয় পেয়েছে সে। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা এক ধরনের মেসেজ ছিল ওর জন্য।'

'তা হলে তো ও ভিকটিম, ক্রিমিনাল নয়,' বলল রিয়া।

'যেটাই হোক,' কাঁধ ঝাঁকাল অয়ন, 'কিছু না কিছু জানে সে,

এবং ব্যাপারটা জানাজানি হতে দিতে চাইছে না। মোমের পুতুলের রহস্যটা ভেদ করতে হবে আমাদেরকে—কেন পার্সির জ্যাকেট পরিয়ে রেজিনাল্ড হ্যারোর ম্যানিকিনটাকে ছুঁড়ে দেয়া হলো ট্রেনের সামনে। কেনই বা মুখ বন্ধ রেখেছে পার্সি... আর কেনই বা কাইলের উপর হামলা চালানো হয়েছিল ডাইনিং কারে।'

'হয়তো লোকটা চায়নি, টানেলে ঢোকার আগে কাইল ট্রেনের বাতিগুলো জ্বেলে দিক।'

'হতে পারে। কিন্তু কেন?'

'যাতে পার্সি আর জেরেমি ব্যানারটা দেখতে না পায়।'

'মিলছে না। ওদের হেডলাইট তো জ্বলছিল। স্যাবোটাজ করতে চাইলে ওটাকেই নষ্ট করে দিতে পারত।'

'নষ্ট করলেও কিছু যেত-আসত না,' যোগ করল জিমি। জেরেমি তো বলেছে, ব্যানারের জন্য কখনও থামে না ওরা, ছিঁড়ে চলে যায়। আজ পার্সি ব্রেক কষেছে একটা মানুষকে ধাক্কা দিয়েছে ভেবে।'

'আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কী মনে হচ্ছে, জানো?' অয়ন বলল। 'পুরো রহস্যটার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে হ্যারো নামটা। রেজিনাল্ড হ্যারো—শহরের প্রতিষ্ঠাতা। টানেলের বিস্ফোরণ—সেখানেও মারা গেছে একজন হ্যারো। এরপর আসে হ্যারো পরিবার—হঠাৎ ওদের সমস্ত টাকা-পয়সা গায়েব হয়ে গেল। তারপর আবিষ্কৃত হলো হ্যারোর পুতুল—ওটা নাকি শহরের সুখের চাবিকাঠি!'

মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল গোয়েন্দাপ্রধান, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'আজ রাতে অনেককিছু করতে হবে আমাদেরকে। তাই এখুনি কাজে নামা দরকার।'

'কী কাজ?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জিমি।

'তল্লাশি,' সংক্ষেপে জবাব দিল অয়ন।

বিশদ জানার জন্য চাপাচাপি করল না জিমি বা রিয়া। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, সময় হলে অয়ন নিজেই ব্যাখ্যা করবে সব। তার আগে বোম মারলেও পেট থেকে কিছু বের হবে না ওর।

রিয়া শুধু জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'কাইলের কাছে।'

'এই রাতের বেলা? কেন?'

'মিউজিয়ামটা আরেকবার দেখতে চাই আমি।'

বারো

কাইলকে খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। মিসেস রোজেনবার্গের কাছ থেকে জানা গেল, মিউজিয়াম থেকে তিন ব্লক দূরে একটা বাসায় মামার সঙ্গে থাকে সে। ঠিকানাও দিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। ফলে পনেরো মিনিট পরেই নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেল গোয়েন্দারা।

দুটো জানালায় আলো জ্বলছে। সেখান দিয়ে দেখা গেল, কিচেনের টেবিলে বসে একটা যন্ত্রাংশ নিয়ে কাজ করছে জেরেমি। পাশের রুমটা কাইলের—ছোট একটা টিভির সামনে বসে কী যেন অনুষ্ঠান দেখছে সে।

দরজায় গেল না গোয়েন্দারা, কাইলের জানালা খোলা, সেটা গলে একে একে ঢুকে পড়ল কামরায়। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠল কাইল। এক লাফে উঠে দাঁড়াল। অয়ন, জিমি আর

রিয়াকে দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ।

'আরে, তোমরা কোত্থেকে?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল সে। 'আমার বাসাই বা চিনেছ কীভাবে?'

'গোয়েন্দাদেরকে এ-ধরনের প্রশ্ন করা উচিত হচ্ছে না তোমার,' বলল অয়ন ভারিক্কি গলায়। 'সামান্য একটা ঠিকানা খুঁজে বের করা কোনও কঠিন কাজ নয়।'

'এত ভাব নিস না তো!' মুখ ঝামটে উঠল জিমি। কাইলের দিকে ফিরল। 'মার্থা আন্টি ঠিকানা দিয়েছেন তোমার।'

'অ! তা-ই বলো,' বলল কাইল। 'তা... এই সময়ে এখানে এলে কেন? কাল সকালে তো দেখা হতোই।'

'জরুরি কাজ আছে, কাইল,' অয়ন বলল। 'আমাদেরকে আরেকবার মিউজিয়ামে যেতে হবে।'

'এখন?' চোখ কপালে তুলল কাইল। 'কেন?'

'হ্যাঁ। তোমার চাবিটা দেবে?'

'চাবি দেব কেন? চলো, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।'

'অসম্ভব!'

'উঁহুঁ। যাচ্ছি আমি। আমাকে তোমাদের দরকার। রাতের বেলা মিউজিয়াম পাহারা দেয় জ্যাসপার। আমি না গেলে তোমাদেরকে ঢুকতেই দেবে না। কিন্তু... ওখানে কী করবে তোমরা?'

'কয়েকটা জিনিস আরেকবার দেখা দরকার।'

'তা হলে তো আমাকে আরও বেশি দরকার। পুরো মিউজিয়াম হাতের তালুর মত চিনি আমি।'

'তোমার মামা যেতে দেবে?' সন্দিহান গলায় জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে কে?' মুচকি হাসল কাইল। 'ইঞ্জিনের একটা ভালভ নষ্ট হয়ে গেছে, ওটা ঠিক করছে মামা। রাতভর ব্যস্ত থাকবে। কখন গেছি, আর কখন ফিরেছি—টেরই পাবে

না।'

'না বলে যাবে?'

'যাব না কেন? তোমাদেরকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। কিছু নিতে হবে সঙ্গে?'

'ফ্ল্যাশলাইট নাও। রঙিন চক আছে তোমার কাছে?' জিজ্ঞেস করল অয়ন। 'চারটা রঙের দরকার।'

'আছে। কী করবে চক দিয়ে?' জানতে চাইল কাইল।

'চারজনে চারটা নেব। যদি কোনোকিছুতে দাগ দিতে হয়, দেব। বোঝা যাবে কে কোন্‌টা দিয়েছে।'

'চাইলে স্প্রে পেইন্টও নিতে পারো। আমার কাছে আছে।'

'না, স্প্রে পেইন্টে ঝক্কি অনেক। পকেটে নেয়া যায় না, রঙ করার পর গন্ধও ছড়ায়। চক-ই ভাল।'

'ঠিক আছে। আর কিছু? মুখোশ চাই তোমাদের?'

'গোয়েন্দারা মুখোশ পরে না। মুখোশ পরে শুধু চোর-ডাকাতেরা। আর কথা বাড়িয়ো না। চলো। চাবি নিতে ভুলো না।'

এক মিনিট পরেই জানালা গলে বেরিয়ে এল চারজনে।

জ্যাসপার খুব খুশি হলো ওদেরকে দেখে। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রাউণ্ডহাউস পর্যন্ত। দরজার তালা খুলল কাইল, বন্ধুদের নিয়ে ঢুকে পড়ল মিউজিয়ামে। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালানো হলো। উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে উঠল লোকোমোটিভের কালো শরীর আর মোমের পুতুলের সারি।

'ওদেরকে দেখলেই খারাপ লাগে,' পুতুলগুলোর দিকে ইশারা করল রিয়া। 'ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে, অথচ সেই ট্রেন কোনোদিনই আসবে না। অনন্তকাল চলবে এই অপেক্ষা।'

'আচ্ছা, এখানকার সব পুতুলই কি চিনা ওই কারিগরের তৈরি?' কাইলকে জিজ্ঞেস করল অয়ন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'মি. হ্যারোর ম্যানিকিনটার পাশাপাশি এগুলোও তৈরি করেছিল সে। প্রায় একই সময়ে।'

'তা হলে তো এগুলোর ভিতরেও লুকানো টাকার ব্যাপারে সূত্র থাকতে পারে। কেউ খুঁজে দেখেছে?'

'বহুবার। কিচ্ছু পাওয়া যায়নি।'

'তবুও আরেকবার খুঁজে দেখব আমরা,' বলল অয়ন।

'কী খুঁজব?' জিজ্ঞেস করল জিমি। 'নিশ্চয়ই ভাবছিস না পুতুলগুলোর গলায় চাবি বা ম্যাপ ঝোলানো আছে?'

'অস্বাভাবিক কিছু আছে কি না, সেটাই পরীক্ষা করে দ্যাখ,' অয়ন বলল। 'লাগেজগুলোও বাদ দিস না।'

'আমাদেরকে বলছ কেন?' বিস্মিত গলায় বলল রিয়া। 'তুমি কী করবে?'

'আমি আর কাইল ইঞ্জিনগুলো চেক করব।'

পরের একটা ঘণ্টা খাটাখাটনি করল চারজনে। ইঞ্জিনগুলোর আনাচ-কানাচ তল্লাশি করল অয়ন আর কাইল। জিমি আর রিয়া ঘেঁটে দেখল সবগুলো পুতুলের জামা-কাপড় আর লাগেজ। কিন্তু এতসব পরিশ্রম বৃথা গেল। উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। শেষে সেকুইয়ার রানিং বোর্ডে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল সবাই। জ্যাসপারও বসল ওদের পায়ের কাছে। হাই তুলে মাথা গুঁজল দু'পায়ের মাঝখানে।

'ওকে দেখে হিংসে হচ্ছে,' বলল জিমি। 'কোনও দুশ্চিন্তা নেই... আর আমরা অযথা এদিকে খেটে মরছি।'

'কী খুঁজছি সেটাই তো জানি না,' রিয়া বলল। 'পেলেও বুঝব কী করে?'

'এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নই আমি,' অয়ন বলল। 'হয়তো ভুল করেছি—পুতুল বা ইঞ্জিনে নয়, আমাদেরকে খুঁজতে হবে স্টেশনে।'

'এটা স্টেশন না, অয়ন,' বিরক্ত গলায় বলল জিমি।

'স্টেশনের আদলে সাজানো মিউজিয়াম।'

'সত্যিকার স্টেশনে গেলেও লাভ হবে না,' লেজ জুড়ল কাইল। 'হ্যারোভিলের অরিজিন্যাল স্টেশনটা বহু বছর আগে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। এখন যে-স্টেশন দেখছ, সেটা তৈরি হয়েছে উনিশশো চল্লিশ সালে... মানে মি. হ্যারোর মৃত্যুর ছত্রিশ বছর পরে।'

'তা হলে হ্যারোর ম্যানিকিনেই হয়তো লুকানো আছে সূত্র,' অয়ন বলল। মনে করার চেষ্টা করল ভাঙা পুতুলটায় কী কী দেখেছে। কিন্তু কাঁচের চোখদুটো দৃষ্টি ছাড়া আর কোনও কিছু স্মরণে এল না।

'হ্যারোভিলের সুখের চাবিকাঠি...' বিড়বিড় করল জিমি। 'লোকে এমন হেঁয়ালি করে কথা বলে কেন, বুঝতে পারি না। আরে বাবা, কিছু যদি জানোই, সেটা সরাসরি বলে দিতে সমস্যা কোথায়!'

'তা ছাড়া চিনা কারিগর কথাটা জানল কী করে, সেটাও প্রশ্ন,' রিয়া বলল। 'মি. হ্যারো নিশ্চয়ই একজন বাইরের লোককে তাঁর লুকানো টাকার খবর বলে দিয়ে যাবেন না?'

'টাকাটা লুকানো আছে ভাবছ কেন?' কাইল বলল। 'এমনও হতে পারে, সব তিনি খরচ করে ফেলেছিলেন... আর কীভাবে খরচ করে ফেলেছেন, সেটাই হয়তো বলে গেছেন কারিগরকে।'

'সে-আমলে লাখ লাখ ডলার খরচ করা সহজ কাজ ছিল না,' অয়ন মন্তব্য করল। 'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই খেয়াল করত ব্যাপারটা।'

'খেয়াল করেনি কে বলল? ওঁর ব্যক্তিগত ট্রেনটার কথাই ধরো—আলিশান এক বাহন ছিল ওটা। তৈরি করতে প্রচুর টাকা খরচ হবার কথা। কপাল খারাপ যে ওটা টানেলের বিস্ফোরণে পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে গেছে, দেখার খুব শখ ছিল আমার।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল অয়ন। 'কী বললে? প্রাইভেট

ট্রেন ছিল মি. হ্যারোর? যেটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে?'

'হ্যাঁ,' ভুরু কুঁচকে বলল কাইল। গোয়েন্দাপ্রধানের হঠাৎ উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারছে না। 'বাবার ট্রেনে চড়ে স্টার্লিঙে যাচ্ছিল রিচার্ড হ্যারো, পথে দুর্ঘটনা ঘটে। মামার কাছে শুনেছি, চিনা কারিগর নাকি ওই ঘটনার স্মৃতি হিসেবেই মি. হ্যারোর পুতুলটা ওভাবে তৈরি করেছিল—ছেলের অপেক্ষায় স্টেশনে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমায়।'

হঠাৎ তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল জ্যাসপার। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল মিউজিয়ামের দরজার দিকে। নাক টানছে, গন্ধ শুঁকছে কীসের যেন। পরমুহূর্তে বাইরে থেকে ভেসে এল পদশব্দ।

'আলো নেভাও!' চাপা গলায় বলে উঠল অয়ন। 'কেউ আসছে!'

ঝটপট নিভিয়ে ফেলা হলো ফ্ল্যাশলাইট। হামাগুড়ি দিয়ে ইঞ্জিনের পিছনে চলে গেল বাচ্চারা। গা ঢাকা দিল ছায়ায়। একটু পরেই দরজা খোলার আওয়াজ হলো, দেখা গেল আলোর আভা। গরগর করে উঠল জ্যাসপার।

'কে... কে ওখানে?' বলে উঠল নবাগত। কণ্ঠটা পার্সির।

দরজার দিকে ছুটে চলে গেল জ্যাসপার।

'ও! তুই?' কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ট্রেনচালক। 'ভিতরে ঢুকলি কী করে?'

ঘেউ ঘেউ করে উঠল জ্যাসপার। তারপরেই শোনা গেল নতুন আরেকটা কণ্ঠ।

'বাহ্, বাহ্, কুত্তাটা দেখি আমাকে সহ্য করতে পারছে না! ওকে ধরে রাখো, পার্সি, নইলে এখুনি ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে বাধ্য হব আমি।'

পুরুষালি গলা—শীতল, প্রাণহীন, শয়তানি মাখা। শোনামাত্র অশুভ অনুভূতি হলো বাচ্চাদের মধ্যে।

'চলে আয়, জ্যাসপার,' কুকুরটাকে ডাকল পার্সি। 'ওটা

সরাও, ব্রিগেম। এখানে ওসব চলবে না।'

'না চললে হবে কী করে?' হাসল শয়তানি কণ্ঠটা। 'রোজেনবার্গ পাহারাদার কুকুর রেখেছে, তাই আমি রেখেছি পিস্তল। খালি হাতে অমন হিংস্র একটা জানোয়ারের মোকাবেলা করি, তা নিশ্চয়ই চাও না?'

'পিস্তলের কোনও প্রয়োজন নেই, কুকুরটাকে আমি সামলাচ্ছি। কী জন্যে এসেছ, সেটা বলো।'

'ন্যাকামি কোরো না। কী চাই আমি, তা তুমি খুব ভাল করেই জানো।'

'একশোবার বলেছি তোমাকে, ওগুলো কোথায় আছে, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা নেই আমার।'

'আমিও একশোবার বলেছি, তোমার কথা বিশ্বাস করি না!'

খানিক নীরবতা।

'এখনও সময় আছে, যা জানতে চাই বলে দাও,' আবার বলল অচেনা কণ্ঠটা। 'বোকামি করে বিপদ ডেকে এনো না। ওই দেখো, একটা পুতুল গায়েব হয়ে গেছে। কী ঘটেছে মি. হ্যারোর ভাগ্যে, জানো নিশ্চয়ই? আগামীবার ওটার জায়গায় তুমিও থাকতে পারো।'

'জাহান্নামে যাও, ব্রিগেম!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল পার্সি। 'তোমার হুমকির পরোয়া করি না আমি। বলেছি তো, যা খুঁজছ তার ব্যাপারে কিছুই জানা নেই আমার। ট্রেনের সামনে হাজারটা পুতুল ছুঁড়ে দিলেও এই কথার নড়চড় হবে না। তা ছাড়া আগামীকালের পর থেকে এই লাইনে আর ট্রেন চলবে না। চললেও আমি তোমাকে সাহায্য করতাম না। এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলা সৃষ্টি করেছ তুমি, লোকের মনে সন্দেহের জন্ম দিয়েছ। শুধু তা-ই না, কাইলের গায়েও হাত তুলেছ তুমি! আগেই বলেছিলাম, কারও গায়ে যদি ফুলের টোকাও দাও, আমি পিঠ ফিরিয়ে নেব তোমার দিক থেকে। সেটাই করতে যাচ্ছি। যা খুশি

করো তুমি, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পুরো পাহাড় উড়িয়ে দাও... কিন্তু আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।'

'বুঝতে পারছি,' থমথমে গলায় বলল ব্রিগেম নামের লোকটা। 'হাজারটা পুতুলেও তোমার মত বদলাবে না?' বিশ্রীভাবে হাসল সে। 'অনুরোধ করব, আরেকবার ভেবে দেখো ব্যাপারটা। আমি জানি, বুড়ো রোজেনবার্গকে তুমি কতখানি ভালবাসো। তোমার বোকামির জন্য যদি সব নষ্ট হয়ে যায়... যদি নিলামে তোলার মত একটা জিনিসও অবশিষ্ট না থাকে, তা হলে ব্যাপারটা খুব বিশ্রী হবে না? ও যদি জানতে পারে, সেই সর্বনাশের পিছনে তুমিই দায়ী, তা হলে...'

'কী বলতে চাও?'

'কিছুই না। কাল আবার দেখা হবে, কেমন? আর হ্যাঁ, আমি না যাওয়া পর্যন্ত আটকে রাখো কুত্তাটাকে। রাতে-বিরাতে গুলি চালাতে পছন্দ করি না আমি।'

অনেকক্ষণ থেকেই রাগে ফুঁসছিল কাইল। কথাটা শোনামাত্র লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। টান দিয়ে ওকে থামাল অয়ন আর জিমি, চেপে ধরল মুখ। তারপরেও ধস্তাধস্তির আওয়াজ চাপা দেয়া গেল না।

'কীসের আওয়াজ?' উত্তেজিত গলায় বলল ব্রিগেম। 'এখানে আরও কেউ আছে, পার্সি! কুত্তাটা চেঁচাল না কেন? টর্চটা দাও, আমি দেখব।'

তাড়াহুড়ো করে সেকুইয়ার তলায় ঢুকে পড়ল বাচ্চারা, আশ্রয় নিল বড় বড় চাকাগুলোর মাঝখানে। শ্বাস ফেলারও সাহস পাচ্ছে না। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো টর্চলাইটের আলো। সেকুইয়ার পাশে এসে থামল দু'জোড়া পা। আলোকরশ্মি ঘুরে বেড়াল পুরো ইঞ্জিনের উপরে।

'কেউ নেই এখানে,' অকারণেই গলা চড়িয়ে বলল পার্সি। 'নিশ্চয়ই ইঁদুর-টিঁদুরের আওয়াজ শুনেছ।'

'কুত্তাটা তো তা হলে একেবারে নাদান!' নাক সিটকানো ভঙ্গিতে বলল ব্রিগেম। 'ওর চোখের সামনে ইঁদুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ কিছুই বলছে না? ছাড়ো তো ওকে। দেখি কিছু করে কি না।'

'জ্যাসপারকে যদি ছাড়ি, তা হলে ও এ-মুহূর্তে তোমাকেই আক্রমণ করবে,' শান্ত গলায় বলল পার্সি।

'সাহস থাকলে করুক।'

কথাটা জ্যাসপার বুঝল কি না কে জানে। কিন্তু ইঞ্জিনের তলা থেকে, চাকার ফাঁক দিয়ে আচমকা কুকুরটার ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে যেতে দেখল বাচ্চারা। চাপা একটা গর্জন করেই গা ঝাড়া দিল প্রাণীটা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পার্সির হাত থেকে। ঝাঁপ দিল ব্রিগেমকে লক্ষ্য করে।

তাড়াহুড়ো করে পিস্তলের ট্রিগার চাপল ব্রিগেম। বদ্ধ মিউজিয়ামে বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হলো। এরপর কী ঘটল, বুঝতে পারল না অয়নরা। ব্রিগেমের হাত থেকে টর্চ পড়ে গেছে। দুদ্দাড় করে লোকটা পালিয়ে গেল মিউজিয়াম থেকে। ইঞ্জিনের পাশে একটা গড়ান খেলো জ্যাসপারের শরীর।

'জ্যাসপার!' চেঁচিয়ে উঠল কাইল। 'না!' হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেরিয়ে এল ইঞ্জিনের তলা থেকে। তবে ওর আগেই কুকুরটার পাশে পৌঁছুল পার্সি। টর্চ তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করল প্রাণীটাকে।

'কিচ্ছু হয়নি ওর,' কাইলের দিকে না তাকিয়েই বলল ট্রেনচালক। 'নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি লোকটা, মেঝেতে বিঁধেছে বুলেট।'

তার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য যেন এক লাফে উঠে দাঁড়াল জ্যাসপার। লেজ নাড়তে নাড়তে ঘেউ ঘেউ ডাক ছাড়ল। আনন্দে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরল কাইল।

তেরো

গোয়েন্দারাও বেরিয়ে এল ইঞ্জিনের তলা থেকে। এগিয়ে গেল পার্সির দিকে।

'অবাক হননি আপনি?' বলল অয়ন, 'আমাদেরকে এখানে দেখে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল পার্সি। 'জ্যাসপারকে বিল্ডিঙের ভিতরে দেখেই আন্দাজ করেছি, কাইল এসেছে। আর ও আসা মানে তোমরাও আছ। সেজন্যেই জোরে জোরে কথা বলছিলাম, যাতে লুকিয়ে পড়তে পারো।' উঠে দাঁড়াল সে। 'কিন্তু এত রাতে এখানে কেন তোমরা?'

জবাব দিল না অয়ন। তার বদলে থমথমে গলায় বলল, 'আপনার পোড়া জ্যাকেটটা দেখেছি আমরা, পার্সি। বুঝতে পেরেছি, মিউজিয়ামের ক্ষতি করবার জন্য নয়, আপনাকে ভয় দেখানোর জন্যই টানেলে রাখা হয়েছিল পুতুলটা।'

'কে ওই লোক, পার্সি?' ফুঁসে উঠে জিজ্ঞেস করল কাইল। 'কী চায় ও তোমার কাছে? কেন হুমকি দিল তোমাকে? মিউজিয়ামের সর্বনাশের কথা বলল কেন? চুপ করে থেকো না, জবাব দাও।'

মাথা নিচু করে ফেলল পার্সি। কাঁধ ঝুলে পড়ল তার। কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল, তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেকুইয়ার দিকে। রানিং বোর্ডের উপর বসে পড়ল ধপ্ করে।

তাকে ঘিরে দাঁড়াল বাচ্চারা।

'ওর নাম এড ব্রিগেম,' একটু পর নিচু গলায় বলল ট্রেনচালক। 'স্যান ফ্রান্সিসকোয় বাড়ি। ওর ব্যাপারে এর বেশিকিছু জানা নেই আমার।' এটুকু বলেই থেমে গেল।

'কী চায় ও তোমার কাছে?' জিজ্ঞেস করল কাইল। 'লুটের মাল? কখনও ডাকাতি করেছিলে তোমরা? ওকে ওর বখরা না দিয়ে পালিয়ে এসেছ?'

'কী যে আবোল-তাবোল বলো না!' বিরক্তি ফুটল পার্সির গলায়। 'ওসব কিছুই না। বললাম তো, ওর সম্পর্কে বলতে গেলেই কিছুই জানি না আমি।'

'তারপরেও গোপনে ওকে ট্রেনে চড়তে দিচ্ছেন আপনি,' শান্ত গলায় অভিযোগ করল অয়ন।

'কী বললে?' চমকে উঠল পার্সি।

'আমরা স্টার্লিং থেকে একজন লোককে চুপি চুপি ট্রেনে উঠতে দেখেছি,' বলল অয়ন। 'কালো চুল, কালো চশমা আর কালো সানগ্লাস পরা। ওটা এড ব্রিগেম ছিল, তাই না?'

'ইয়ে... হ্যাঁ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন স্বীকার করল পার্সি।

'আর আমরা কিনা ভাবছিলাম ওটা ডা. লি!' বলল কাইল। 'ছিঃ ছিঃ... একটা ভাল মানুষকে নিয়ে কী না কী চিন্তা করেছি।' রাগী চোখে তাকাল পার্সির দিকে। 'ওই ব্রিগেম লোকটা আমার উপরে হামলা করল কেন? আমাকে বাথরুমে আটকে রাখল কেন?'

'কারণ এমন কিছু তুমি দেখে ফেলেছিলে, যেটা কারও দেখার কথা ছিল না,' মিনমিন করে বলল পার্সি।

'ধূসর রঙের জিনিস, রাইট?' জিজ্ঞেস করল অয়ন। 'ফ্রিজের ভিতরে বা কাছাকাছি কোথাও!'

'হ্যাঁ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কাইল। 'এবার মনে পড়েছে। ধূসর একটা দলা দেখেছিলাম আমি ফ্রিজের ভিতরে, আইসক্রিম

বের করে নেয়ার পরে। দেখে মনে হচ্ছিল মাটি-টাটি জাতীয় কিছু...'

পার্সি চুপ করে রইল।

'মাটি ছিল না ওটা,' অয়ন বলল। 'প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ হতে পারে। সম্ভবত ওয়েন'স পিক থেকে জোগাড় করেছিলেন আপনি ওটা, তাই না? ফ্রিজে রেখেছিলেন, যাতে ব্রিগেম পরে বের করে নিতে পারে।'

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল বাকিরা।

'কী করে জানলি তুই?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

'দুয়ে দুয়ে চার মেলালাম,' অয়ন ব্যাখ্যা করল। 'একটু আগে ব্রিগেমকে পাহাড় উড়িয়ে দেয়ার কথা বলছিলেন পার্সি। কাজেই জিনিসটা এক্সপ্লোসিভ ছাড়া আর কী হবে?'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল কাইলের। 'কথাটা কি সত্যি, পার্সি? তুমি ট্রেনে এক্সপ্লোসিভ রেখেছিলে? হায় খোদা, যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণে আমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারতাম!'

'অযথা ভয় পাচ্ছ,' আশ্বস্ত করল পার্সি। 'ডিটোনেটর ছাড়া বিস্ফোরণ ঘটে না প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভে। তা ছাড়া ফ্রিজে রেখেছিলাম আমি জিনিসটা। টেম্পারেচার কমিয়ে রাখলে ওটার কার্যকারিতাও কমে আসে।'

'এবার অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে আসছে,' রিয়া বলল। 'কিচেনে লুকিয়ে ছিল ব্রিগেম, কাউকে আশা করেনি। কিন্তু টানেলে ঢোকার আগেই ওখানে হাজির হলো কাইল, তাই ওকে বেহুঁশ করে বাথরুমে আটকে রাখে সে। ফ্রিজ থেকে এক্সপ্লোসিভ নিয়ে সটকে পড়ে। পরে যখন ট্রেনটা থেমে গেল, তখন দরজা খুলে নেমে গিয়েছিল টানেলে।'

'তবে ওটা বোধহয় প্ল্যানের অংশ ছিল না, তাই না?' অয়ন জিজ্ঞেস করল। 'প্ল্যান করা থাকলে লাইনের মাঝখানে পুতুল

দাঁড় করিয়ে ট্রেন থামাতে হতো না তাকে।'

'ঠিকই বলেছ,' গোমড়ামুখে বলল পার্সি। 'আমি শুধু এক্সপ্লোসিভ জোগাড় করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম।'

'দেখেছিস?' অয়নকে বলল জিমি। 'আমার কথাই ঠিক। টানেলে আমরা একা ছিলাম না।'

'হ্যাঁ, ব্রিগেম ছিল ওখানে,' বলল অয়ন। 'চোরাপথ দিয়ে চলে গিয়েছিল দেয়ালের পিছনের ফাঁকা জায়গাটাতে, গোঙানির আওয়াজ করে ভয় দেখিয়েছে আমাদেরকে। মুখ-টুখ ঢেকে নিয়েছিল নিজের কালো কোট জড়িয়ে। যে-দুটোকে চোখ ভেবেছিলাম, ওগুলো ছিল আসলে ওর সানগ্লাসের কাঁচ।'

'ব্যাটা ভালই ভয় পাইয়েছে আমাদেরকে,' তিক্ত গলায় বলল রিয়া। 'ওফ্... ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—একটা বোমাবাজের সঙ্গে আটকা পড়েছিলাম অন্ধকার টানেলে। এরচেয়ে সত্যিকার ভূত থাকলেও ভাল হতো।'

'বোমাবাজ?' পার্সি বলল। 'না, না, ব্রিগেম বোমাবাজ না। এক্সপ্লোসিভগুলো ও নিয়েছে বন্ধ টানেলের মুখ খোলার জন্য।'

'অরিজিন্যাল চায়নিজ টানেল?' বিস্মিত হলো কাইল। 'কেন?'

'বোঝাই তো যাচ্ছে,' পার্সি জবাব দেবার আগেই বলল জিমি, 'রেজিনাল্ড হ্যারোর ট্রেনটা খুঁজছে ও। নিশ্চয়ই ভাবছে, ওটাতেই লুকানো আছে ভদ্রলোকের হারানো টাকা।'

পালা করে গোয়েন্দাদের মুখের দিকে চাইল কাইল। তারপর পার্সির দিকে ফিরল। 'কথাটা কি সত্যি?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল পার্সি।

'ওহ্ গড!' ফিসফিসাল কাইল।

'এর সঙ্গে আপনি জড়িয়েছেন কীভাবে?' অয়ন জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে ও,' পার্সি বলল। 'টানেলে

তল্লাশি চালানোর জন্য যা যা দরকার, সব জোগাড় করাচ্ছে আমাকে দিয়ে। শুধু ওটুকু হলেও মানা যেত... কিন্তু ব্যাটার মাথায় কীভাবে যেন ধারণা গজিয়েছে—হ্যারোর টাকাগুলো কোথায় লুকানো আছে, তা আমি জানি। সেটা বলার জন্য ক্রমাগত হুমকি-ধামকি দিয়ে যাচ্ছে।'

'এমন ধারণা ওর মাথায় গজাল কী করে?'

'হ্যারো পরিবার নিয়ে এককালে গবেষণা করেছি আমি। কোন্ কুক্ষণে যে ও-কথা বলতে গিয়েছিলাম ব্রিগেমকে... ব্যাটা প্রথমে এখানে এসে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করল। তাতে বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না দেখে ভাবছে, আমি হয়তো দিতে পারব টাকার হদিস। কিন্তু বিশ্বাস করো, কিচ্ছু জানি না আমি। লুকানো টাকার কাহিনিও বিশ্বাস করি না। রেজিনাল্ড হ্যারোর মত লোক কেন সমস্ত টাকা লুকাতে যাবে? ছেলে যে মারা যাবে, এটা নিশ্চয়ই আগে থেকে জানত না? আমার ধারণা, দুর্ঘটনার পরে টাকা-পয়সা পাওয়া না যাওয়ায় এসব গুজব ছড়িয়েছে লোকে। ওতে কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নেই। অনেক পয়সাঅলা লোকই তলে তলে দেউলিয়া হয়ে যায়—সেটা তারা মারা যাওয়ার আগে টের পায় না আশপাশের লোকজন।' উঠে দাঁড়াল পার্সি। 'যাক গে, এসব নিয়ে আর কথা বাড়ানোর মানে হয় না। যা খুশি করুক ব্রিগেম, আর ওকে প্রশ্রয় দেব না আমি। ব্ল্যাকমেইল করলেও না। বাড়ি যাও তোমরা।'

'এক মিনিট,' বলল অয়ন। 'ও আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করছে কীভাবে? কী জানে ও আপনার সম্পর্কে?'

'দুঃখিত অয়ন, ওটা আমি বলতে পারব না কিছুতেই।'

'আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন। আমরা হয়তো সাহায্য করতে পারব আপনাকে।'

'না। কেউই সাহায্য করতে পারবে না আমাকে।' উদাস গলায় বলল পার্সি। 'প্লিজ, এ-নিয়ে আর প্রশ্ন কোরো না। বাড়ি

যাও। অনেক রাত হয়েছে। গুড নাইট।'

থম মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অয়ন। শেষে বাধ্য হলো মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসতে। আঙিনায় পৌঁছেই রাগী গলায় বলল, 'এত সহজে হার মানছি না আমি!'

'মাথা ঠাণ্ডা করো,' নরম গলায় বলল রিয়া। 'এ-মুহূর্তে কিছু তো করার উপায় নেই আমাদের। পার্সি যদি মুখ না খোলে, জোর করে কি আর খোলানো যাবে?'

'তাই বলে কেস অমীমাংসিত অবস্থায় ফেলে রাখব?'

'কীসের অমীমাংসিত?' জিমি বলল। 'টানেলের ভূতের রহস্য সমাধান হয়ে গেছে না? ওটা কম কীসে? আমার তো মনে হয় ছোটখাট একটা রেকর্ড করে ফেলেছি—এত অল্প সময়ে একটা রহস্য ভেদ করে ফেলার।' হাই তুলল ও। 'আর কী চাস তুই? আমি কিন্তু আপাতত ঘুম ছাড়া আর কোনও কিছুর কথা ভাবতে পারছি না।'

'আমিও,' সুর মেলাল রিয়া। হাতঘড়িতে চোখ বোলাল। 'ওরে বাবা, বারোটা বেজে গেছে দেখছি!'

'আমাকেও তা হলে যেতে হয়,' সীমানার গেট খুলতে খুলতে বলল কাইল। 'তবে একটা জিনিস কী, জানো? বন্ধ টানেলটা খোলা হলে মন্দ হয় না। মি. হ্যারোর ট্রেনটা দেখতে পাব। ওফ্... কতদিনের শখ আমার ওটা দেখার!'

'মাটি-পাথরের তলায় পড়ে নিশ্চয়ই ভর্তা হয়ে গেছে ওটা,' জিমি বলল। 'উদ্ধার করা হলেও দেখার মত কিছু অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হয় না।'

ওদের কথা যেন কানেই যায়নি অয়নের। বলল, 'কী শুরু করলি তোরা? মোমের পুতুলের রহস্য যে ভেদ করা বাকি, সেটা কি ভুলে গেছিস?'

'কীভাবে সেটা সম্ভব?' জিমি জানতে চাইল। 'মিউজিয়ামের ভিতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি আমরা। কিছুই পাইনি।'

'ডা. লি-র সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদেরকে।'

'এখুনি?' ভুরু কোঁচকাল রিয়া। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, অয়ন। রাত বারোটার সময় কড়া নাড়বে ওঁর বাসায়? মিউজিয়ামের পুতুল সম্পর্কে কথা বলার জন্য? আমি হলেও দূর দূর করে তাড়াতাম তোমাকে।'

'তা হলে সকালে কথা বলব,' বলল অয়ন। ঠোঁট কামড়ে ভাবল কী যেন। 'এক কাজ করো, তোমরা চলে যাও বাসায়। আমি একটু পরে আসছি।'

'কোথায় যাবি?' জানতে চাইল জিমি।

'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, পরীক্ষা করে দেখা দরকার ঠিক কি না,' বলল অয়ন। 'এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করিস না। যা তোরা।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল জিমি আর রিয়া। তবে মেনে নিল গোয়েন্দাপ্রধানের কথা।

'সাবধানে থেকো,' রিয়া বলল। উল্টো ঘুরল চলে যাওয়ার জন্য।

'আমিও যাই,' কাইল বলল। 'ভালই উত্তেজনা গেল। ভাবতেও পারিনি, পার্সির সঙ্গে কোনও ক্রিমিনালের কানেকশন আবিষ্কার করব। আসি তা হলে, কেমন?'

জিমি আর রিয়ার পিছু পিছু চলে গেল সে। মিউজিয়ামের সামনে একাকী দাঁড়িয়ে রইল অয়ন। বন্ধুরা অদৃশ্য হয়ে গেলে আরেকদিকে হাঁটতে শুরু করল।

স্টেশনের কাছের একটা ফোনবুদ খুঁজে নিল ও। ভিতরে ঢুকে টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা উল্টাল। নির্দিষ্ট একটা নাম খুঁজছে। পাওয়া গেল শীঘ্রি। ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল, তারপর বেরিয়ে এল বুদ থেকে।

কনকনে হাওয়া বইছে, কেঁপে উঠল অয়ন। জ্যাকেটের কলার তুলে দিল, দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে পা চালাল দ্রুত।

মাথায় বইছে চিন্তার ঝড়। জটিল এক ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, এরই মধ্যে পাওয়া সূত্রগুলো জোড়া দিয়ে মেলাতে চাইছে ওটা। সবকিছু নির্ভর করছে এই ধাঁধা সমাধানের উপরে—পুরো হ্যারোভিলের ভবিষ্যৎ... শহরটার সুখের চাবিকাঠি। যদি চায়নিজ পুতুল-নির্মাতার কথাকে সত্য বলে ভেবে নেয়া হয় আর কী। কিন্তু কথা হলো, আসলেই কি নিজের সমস্ত টাকা-পয়সা লুকিয়ে রেখে গেছেন রেজিনাল্ড হ্যারো? নাকি অন্যকিছু? খুব শীঘ্রি জানা যাবে সব। যে-বাড়িটা খুঁজছে, ওটার কাছে চলে এসেছে ও।

ছোট্ট একটা বাগানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। ভিতরে কোনও আলো জ্বলছে না, বেশ ক'টা জানালা হাট করে খোলা—যেন চোর-ডাকাতকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। নীচতলার একটা খোলা জানালা খুঁজে বের করল অয়ন। ওটা গলে সন্তর্পণে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, বোঝার চেষ্টা করল কেউ আছে কি না বাড়িতে।

তেমন কোনও আলামত পেল না ও। তাই ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল, পা টিপে টিপে এগোতে শুরু করল, দরজা খুলে বেরিয়ে এল হলওয়েতে। আলো ফেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল চারপাশে। তিনটা দরজা আর দোতলায় উঠে যাওয়া সিঁড়ির নিম্নাংশ দেখতে পাচ্ছে।

প্রথম দরজাটা কিচেনের। দ্বিতীয়টার ওপাশে রয়েছে ক্লজিট। তবে তিন নম্বর দরজা খুলেই খুশি হয়ে উঠল। যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে। শিস দিয়ে উঠল ও।

'বুলস্ আই!'

বিশাল এক স্টাডি ওটা। চারদিকের দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে বুকশেলফে—তাতে হাজারো বই আর ফাইল ফোল্ডার। দ্রুত শেলফগুলোয় তল্লাশি চালাল অয়ন। একটু পরেই পেয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত ফাইলটা। শেলফ থেকে নামিয়ে ওটা ডেস্কে নিয়ে

এল। ডেস্ক-ল্যাম্প জ্বেলে ফাইলটা পড়তে শুরু করল ও।

যত পড়ল, ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধানের দু'চোখ। কাজটাতে মগ্নই হয়ে পড়েছিল ও, হঠাৎ সচকিত হলো মৃদু শব্দ কানে আসায়। সদর দরজায় চাবি ঢুকিয়েছে কেউ।

তাড়াতাড়ি ডেস্ক-ল্যাম্প নিভিয়ে দিল অয়ন। ফোল্ডারটা তুলে নিয়ে স্থবির হয়ে গেল। স্টাডির দিকে এগিয়ে আসছে পদশব্দ। জিনিসটা শেলফে রেখে দেয়ার সময় নেই। কী আর করবে, সোজা ডেস্কের তলায় ঢুকে গেল ও, গা-ঢাকা দিল ওখানে।

কিন্তু না, স্টাডিতে ঢুকল না মানুষটা। সিঁড়িতে শোনা গেল তার পায়ের আওয়াজ—দোতলায় উঠে যাচ্ছে। সাবধানে ডেস্কের তলা থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দাপ্রধান। ফোল্ডারটা আগের জায়গায় রেখে দিল। তারপর জানালা খুলে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। রাতের অন্ধকারে মিশে গেল ভূতের মত।

চোদ্দ

'অ্যাই, অয়ন! ওঠ্! আর কত ঘুমাবি? দুপুর হয়ে গেছে তো!'

জিমির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল অয়নের। কম্বল সরিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। লাল লাল চোখ মেলে উদ্‌ভ্রান্তের মত চাইল চারদিকে।

'বলিস কী!' বোকা বোকা গলায় বলল ও। 'ক'টা বাজে?'

বিছানার পায়ের কাছ থেকে খিলখিল করে হেসে উঠল

রিয়া।

জিমিও হাসল। বলল, 'বেশি না, ন'টা। তোকে একটু চমকে দিলাম আর কী।'

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্ত গলায় বলল অয়ন। 'এসবের কোনও মানে হয়? আমার অবস্থা জানিস? রাত তিনটায় ঘুমিয়েছি!'

'তিনটা!' চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল জিমির। 'কী করছিলি তার আগ পর্যন্ত? এ-কথা বলিস না যে, ডা. লি-র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি।'

'তা যাব কেন? জেগে তো ছিলাম তোর নাক ডাকানোর অত্যাচারে। বাপ রে, মনে হচ্ছিল বোমা ফাটছে ঘরের ভিতর!'

'কী-ই-ই-ই!' চেঁচিয়ে উঠল জিমি। 'আমার নাক ডেকেছে?'

'অভিযোগ করছি না,' অয়ন বলল। 'ওটায় বেশ উপকারই হয়েছে আমার। বিছানায় শুয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পেরেছি পুরো কেসটা নিয়ে।'

'আর মোমের পুতুলের রহস্যও নিশ্চয়ই ভেদ করে ফেলেছ?' হাততালি দিল রিয়া। 'জয়, জিমির নাক ডাকানোর জয়!'

'অ্যাই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!' চোখ রাঙাল জিমি। 'আমার কক্ষনো নাক ডাকে না।'

'অবশ্যই ডাকে!'

'না!'

'থামো তোমরা,' বলল অয়ন। 'ঝগড়াঝাটির কিছু নেই। আনন্দ করবার মতও কিছু ঘটেনি এখন পর্যন্ত। যে-তিমিরে ছিলাম, এখনও আমরা সেই তিমিরেই।'

'কিছুই বুঝতে পারোনি?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রিয়া।

'উঁহুঁ,' বলে বালিশে আবার মাথা ঠেকাল অয়ন। কম্বল টেনে নিতে গেল শরীরের উপর।

'আরি! আবার শুচ্ছিস কেন?' এক টানে কম্বলটা কেড়ে নিল জিমি। 'কত্তো কাজ হাতে, ভুলে গেছিস? ওঠ্ এখুনি, নইলে

ধাক্কা দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দেব।'

'মর জ্বালা!' গুঙিয়ে উঠল অয়ন। নেমে পড়ল বিছানা থেকে।

আধঘণ্টা পর ডাইনিং টেবিলে ব্রেকফাস্টের জন্য বসল ওরা। মিসেস রোজেনবার্গ এসে নাশতা পরিবেশন করলেন ওদের সামনে। হাসিমুখে বললেন, 'তারপর? কাল কেমন দেখলে মিউজিয়াম?'

'চমৎকার!' বলল জিমি। 'ভাবতে খারাপ লাগছে যে, ওটা বন্ধ হয়ে যাবে।'

মিসেস রোজেনবার্গের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'হ্যাঁ, খারাপ লাগার কথাই বটে,' মলিন সুরে বললেন তিনি। 'যদি পারো তো আজ আরেকবার দেখে এসো। কাল তো সব বিক্রিই হয়ে যাবে।'

চোখ ছলছল করে উঠছে, কান্না লুকানোর জন্য তাড়াতাড়ি কিচেনে চলে গেলেন মহিলা।

অয়ন যেন অন্য কোনও জগতে ছিল। মিসেস রোজেনবার্গ চলে যেতেই সংবিৎ ফিরে পেল। থতমত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'উনি ওভাবে চলে গেলেন কেন?'

'ঠিকমত না ঘুমানোয় মনে হচ্ছে তোর মাথাই নষ্ট হয়ে গেছে, অয়ন,' বলল জিমি বিরক্ত কণ্ঠে। 'হয়েছে কী, বল্ তো।'

'আমার আবার কী হবে?' ভ্রূকুটি করল অয়ন।

'কাল রাতের টি-শার্টটাই আবার পরে এসেছ তুমি,' আঙুল তুলে দেখাল রিয়া। 'তাতে অসুবিধে ছিল না, যদি না ময়লা হতো ওটা। ঘটনা কী? শার্টটায় এত কালিঝুলি লাগল কোত্থেকে?'

মাথা নামিয়ে বুকের কাছে তাকাল অয়ন। 'ধুত্তোরি!' সখেদে বলল ও। রিয়ার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে যোগ করল, 'আমি বদলে আসছি। তোমরা খাও।'

দশ মিনিট পর ফিরে এল ও। টি-শার্ট বদলে নিয়েছে। আরেক দফা ধুয়ে এসেছে মুখ। চুলও আঁচড়েছে। একটু আগেকার বিভ্রান্ত চেহারা হারিয়ে গেছে পুরোপুরি।

দ্রুত নাশতা সেরে নিল তিনজনে। তারপর অয়ন ঘোষণা করল আজকের কর্ম-পরিকল্পনা।

'প্রথমেই ডা. লি-র সঙ্গে দেখা করতে যাব আমরা,' বলল ও। 'আমার ধারণা, পুতুলগুলোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে তাঁর কাছে। এরপরে আবারও পার্সির সঙ্গে কথা বলব আমরা। আরও কিছু কথা জানা প্রয়োজন ওর কাছ থেকে।'

টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে ডাক্তারের ফোন নম্বর জোগাড় করল ওরা। মি. রোজেনবার্গের ড্রয়িং রুম থেকেই ফোন করল তাঁকে। একবারমাত্র রিং হলো, তারপরেই জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

'ডা. ফিলিপ লি।'

'গুড মর্নিং, ডা. লি,' অভিবাদন জানাল অয়ন। 'অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি অয়ন হোসেন বলছি। গতকাল দেখেছেন আপনি আমাকে... আমরা তিন বন্ধু লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে এসেছি।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' বললেন ডা. লি। 'তোমার বন্ধুর হাঁটুর অবস্থা কী?'

'এখন ভাল, সার,' অয়ন বলল। 'যদি কিছু মনে না করেন, আমরা আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'এখুনি?'

'জী। মিউজিয়ামের পুতুলগুলোর ব্যাপারে একটু কথা বলব। আপনি ব্যস্ত না তো?'

'না,' কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, চলে এসো। আমি অপেক্ষা করছি।'

জবাবের প্রতীক্ষায় না থেকে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

হ্যারোভিলের বাকি সমস্ত অংশের মত চ্যান ভ্যালি রোডেরও সুদিন পেরিয়ে গেছে বহু আগে। রেললাইনের সমান্তরাল হয়ে উত্তরদিকে এগিয়েছে ওটা। স্টেশন পেরিয়ে তিনশো গজের মত গিয়ে ডানে বাঁক নিয়েছে, ওখান দিয়ে আর কিছুদূর গেলেই চোখে পড়ে বেশ কিছু একতলা বাড়ির সমষ্টি। ওটাই চিনা মহল্লা। বাড়িগুলো বিবর্ণ, ভগ্নপ্রায়... কোনোমতে যেন দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত শক্তি খাটিয়ে, ঝোড়ো হাওয়া বইলেই ভেঙে পড়বে। সবগুলোর দেয়াল থেকে খসে পড়ছে প্লাস্টারের আস্তর, দরজার কাঠ খেয়ে ফেলেছে ঘুণে। বাড়ির সামনে বাগান বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই আর, প্রত্যেকটা আঙিনা দখল করে নিয়েছে আগাছার জঙ্গল। কয়েক জায়গায় বুদ্ধমূর্তি-সহ চায়নিজ প্যাগোডা দেখা গেল, সেগুলোরও যায় যায় দশা। এ ছাড়া অনেক বাড়িই পরিত্যক্ত, দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তক্তা-পেরেক দিয়ে।

বড় কাউকে দেখা গেল না কোথাও। রাস্তার উপর কয়েকটা বাচ্চা ফুটবল খেলছিল, তিন বন্ধুকে দেখতে পেয়ে তারাও দৌড়ে পালিয়ে গেল। এরপর শুধু নীরব, শূন্য রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়া। গা ছম ছম করতে থাকল গোয়েন্দাদের। চিনা মহল্লা যেন ভিন্ন কোনও দুনিয়া—প্রাচীন, ক্ষয়িষ্ণু, অতিথিবিমুখ এবং বিসদৃশ। রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখা দু'চারটা গাড়ি, বা বাড়িঘরের উপর দিয়ে উঁকি দিতে থাকা অল্পসংখ্যক ডিশ অ্যান্টেনা দেখা না গেলে বোঝাই যেত না, আমেরিকায় আছে ওরা। ওসবকে বাদ দিলে এলাকাটা যেন একশো বছর অতীতে আটকে আছে।

ডা. লি-র বাড়িটা খুঁজে বের করল ওরা খানিক পর। আশপাশের সবগুলো বাড়ির মত এটারও ঝরঝরে দশা। দরজার উপরে একটা নামফলক ঝুলছে, তাতে চিনা ও ইংরেজি ভাষায়

ডাক্তারের নাম লেখা। ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত রোগী দেখেন, তার কোনও উল্লেখ নেই। ভদ্রলোক সম্ভবত নির্দিষ্ট ভিজিটিং আওয়ার মেইনটেন করেন না।

নক করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুললেন লি। গতকালের মতই কালো সুট পরে আছেন, তেলতেলে চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। চোখে একটা চিকন ফ্রেমের গোল চশমা পরেছেন, সেটা কোনোরকমে আটকে আছে নাকের ডগায়। হঠাৎ দেখায় ডাক্তারের চেয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্টের মতই বেশি লাগে। একে একে তিন বন্ধুর দিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু সৌজন্যসূচক হাসি ফুটল না মুখে।

'গুড মর্নিং, সার!'

'ভিতরে এসো,' নরম গলায় বললেন লি। দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

তিন বন্ধুকে ছোট্ট একটা অফিস কামরায় নিয়ে গেলেন তিনি। শেলফে মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট আর বিভিন্ন ধরনের বই শোভা পাচ্ছে। মেঝেতেও স্তূপ হয়ে আছে অন্তত চারটা ভাষার ডাক্তারি জার্নাল আর ম্যাগাজিন।

ডাক্তারের টেবিলের সামনে তিনটা চেয়ার আছে, ওখানে গোয়েন্দাদেরকে বসতে ইশারা করলেন লি। তারপর টেবিলের অন্যপাশে নিজের আসন নিলেন।

কেউ মুখ খোলার আগেই সামনে ঝুঁকলেন ডাক্তার। টেবিলের উপরে দু'হাত মেলে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, তোমাদের ব্যাপারে সামান্য খোঁজখবর নিয়েছি আমি লস অ্যাঞ্জেলেসে। বলে রাখা ভাল, ওখানকার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে তোমাদের। বেশ ক'টা জটিল কেসে নাকি পুলিশকে সাহায্য করেছ তোমরা। বলতে দ্বিধা নেই, আই অ্যাম ইমপ্রেসড্!'

একটু বিব্রত হলো অয়ন। সামনাসামনি প্রশংসা কখনোই

সহজভাবে নিতে পারে না ও। তবে জিমি ওসবের ধার ধারল না। বলে ফেলল, 'শুনে খুশি হলাম, সার। আশা করি এখন বুঝতে পারছেন, আমরা যেন-তেন গোয়েন্দা নই। আমাদের উপর আস্থা রাখলে হতাশ হতে হবে না আপনাদেরকে।'

গম্ভীরমুখে মাথা ঝাঁকালেন ডা. লি। তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে। কয়েক মিনিট পরেই আবার ফিরে এলেন। হাতে একটা ট্রে, তাতে চারটা ধূমায়িত কাপ আর পিরিচ।

'আপ্যায়নের আর কোনও ব্যবস্থা নেই এখানে,' তিন বন্ধুর সামনে চায়ের কাপ রাখতে রাখতে বললেন তিনি। 'আপাতত চা-ই খাও।' শেষ কাপটা নিয়ে ফিরে গেলেন নিজের চেয়ারে।

চায়ের কাপে হালকা চুমুক দিল অয়ন। বলল, 'চা-টা চমৎকার।'

'ধন্যবাদ,' এই প্রথম হাসলেন লি। 'কী বলতে এসেছ, সেটা শোনা যাক এবার।'

দু-চারটা প্রশ্ন করবে ভেবে এসেছিল গোয়েন্দাপ্রধান। কিন্তু ডাক্তারকে কাছ থেকে দেখে মনোভাব পাল্টাল। স্টার্লিঙের স্টেশন থেকে শুরু করে গতরাত পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার সবই খুলে বলল তাঁকে। জিমি আর রিয়া কথা জোগাল ওকে। কিছুই গোপন করল না ওরা। এমনকী ট্রেন-ড্রাইভার পার্সির সঙ্গে এড ব্রিগেমের সম্পর্কের কথাও বলা হলো তাঁকে।

'অদ্ভুত ওই ব্যানার আর মোমের পুতুলগুলোর ব্যাপারে তাই কৌতূহলী হয়ে উঠেছি আমরা,' শেষে বলল অয়ন। 'ব্যানারের ব্যাপারটা হয়তো আগেই শুনেছেন আপনি... চিনা ভাষায় নিষেধাজ্ঞা আর মৃত্যুর কথা লেখা থাকে ওতে। বলতে পারেন, এমন ব্যানার কে টাঙাতে পারে টানেলে?'

'হতে পারে এমন কেউ, যে চায় না ওখানে মারা যাওয়া বিশজন শ্রমিকের কথা ভুলে যাক লোকে,' বললেন ডা. লি।

'সমস্যা হলো, ও-দিক থেকে চিন্তা করলে আমিই তোমাদের এক নম্বর সাসপেক্ট।'

'আমার তা মনে হয় না,' অয়ন বলল। *'চাই স্মৃতিস্তম্ভের চেয়েও বেশি কিছু...* এই কথাটা আপনার কাছে আশা করা যায় না। কারণ তাতে আপনি যে-স্মৃতিস্তম্ভের দেখাশোনা করছেন, সেটাকে ছোট করা হয়।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলেন ডা. লি।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে,' রিয়া বলল, 'দোষটা এখানকার চিনাদের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে কেউ।'

'একেবারে অসম্ভব নয় সেটা,' লি বললেন। 'কিছুদিন আগে আমার এখান থেকে বেশ ক'টা বই চুরি হয়েছে। তার মধ্যে একটা ইংলিশ টু চায়নিজ ডিকশনারি ছিল।'

'ব্যানার লেখার জন্য চুরি করা হয়েছে ওটা, এমনটাই সন্দেহ আপনার?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল অয়ন।

'আমি কিছুই সন্দেহ করছি না,' বললেন ডাক্তার। 'আমি স্রেফ একজন চিকিৎসক, গোয়েন্দা নই।'

'কবে হয়েছে এই চুরি?'

'কয়েক মাস আগে। রোগী দেখতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি—অফিস তছনছ। জিনিসপত্র গোছানোর পর ধরা পড়ল বই চুরির ব্যাপারটা। পুলিশকে খবর দিয়েছিলাম, তবে ওরা এর সুরাহা করতে পারেনি। চোরের কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট পায়নি ওরা, তা ছাড়া বইগুলোও এমন কিছু দামি ছিল না... তাই সম্ভবত গুরুত্ব দেয়নি।'

'রোগীটা কে ছিল?'

'মি. গরম্যান। অবশ্য... ভদ্রলোক খুব একটা অসুস্থ ছিলেন বলে মনে হয় না। আমি বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, দিব্যি হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছেন তিনি। আমাকে দেখে বরং খেপে গেলেন, তাড়িয়ে দিলেন দুর্ব্যবহার করে।'

'হুমম,' ঠোঁট কামড়াল অয়ন। 'মোমের পুতুলগুলোর ব্যাপারে বলুন তা হলে। কে ওগুলো বানিয়েছে, আপনি জানেন?'

'মূল কারিগর একজনই ছিল, তাকে অন্যেরা সাহায্য করেছে,' বললেন লি। 'নামটা আমি বলতে পারি, তবে তাতে তোমাদের কোনও উপকার হবে বলে মনে হয় না। আসল কথায় এসো। কারিগরের কথার মানে খুঁজছ তোমরা, তাই না? হ্যারোভিলের সুখের চাবিকাঠি বলতে কী বুঝিয়েছে সে, এটাই জানতে চাও তো?'

'ইয়ে... হ্যাঁ,' ইতস্তত করে বলল অয়ন। 'অর্থটা কি জানেন আপনি?'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'না। অর্থ যদি বুঝতেই পারতাম, তা হলে কি আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতাম? শহরটা মরে যাচ্ছে, আমার বন্ধু-বান্ধবকে মাথা নোয়াতে হচ্ছে লোভী একটা শয়তানের সামনে... এর একটা বিহিত করতাম না? কিন্তু সত্যি আমি অর্থ জানি না ওই কথাটার!'

'কিন্তু সত্যি যদি কোনও সূত্র থাকে ওই পুতুলে, তা হলে তো ধরে নিতে হয়, কারিগর লোকটা টাকার খবর জানত! কীভাবে সম্ভব সেটা? কে ছিল সে আসলে?'

'খুব সাধারণ এক শ্রমিক—ওয়েল্ডিং-সহ টুকিটাকি কাজ করত স্টেশন আর রেলরোডে। হয়তো কিছু দেখেছিল সে, অথবা শুনেছিল... সেটাই লুকিয়ে রেখে গেছে পুতুলের মাঝে। মোমের পুতুল বানাবার শখ ছিল তার, মুখোশ আর জুয়েলারির কাজও জানত অল্প-স্বল্প। ১৯১২ সালে রেজিনাল্ড হ্যারোর পুতুলটা বানিয়েছিল সে।'

'ইন্টারেস্টিং!' বলে চায়ের কাপে চুমুক দিল জিমি। স্বাদ ভাল না, মুখ কুঁচকে যেতে চাইল, কিন্তু বহু কষ্টে সামলাল নিজেকে। 'আচ্ছা, টাকার খবর যদি জানাই থাকত তার, নিজে বের করে নেয়নি কেন?'

'ট্রেনে থাকলে হয়তো আশা ছেড়ে দিতে হয়েছে,' বললেন ডা. লি। 'সেই আমলে গরীব একজন চিনা শ্রমিকের পক্ষে ধসে পড়া টানেলটা খোঁড়া সম্ভব ছিল না। টাকার অভাব একটা কারণ, তা ছাড়া ওকে অনুমতিও দিত না কেউ। তা ছাড়া মৃতদের আত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যও বিরত থাকতে পারে। আমরা... মানে চিনারা... কারও শেষনিদ্রার স্থান তছনছ করাকে গর্হিত কাজ মনে করি। আর টাকাটা যদি অন্য কোথাও থাকে, হয়তো সেটা ওর নাগালের বাইরে ছিল... কোনও সুযোগ ছিল না উদ্ধার করার। একগুঁয়েমি আর নিষ্ঠুর স্বভাবের কারণে রেজিনাল্ড হ্যারোকে ঘৃণা করত হ্যারোভিলের মানুষ, কিন্তু কারিগর বুঝতে পেরেছিল, ওই টাকা কতখানি উপকার করতে পারে তাদের। এ-অবস্থায় বুদ্ধিমান কোনও লোক যা করবে, তা-ই করেছে। খবরটা রেখে গেছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, তবে একটু বাঁকাভাবে, যাতে যেন-তেন লোক খোঁজ না পায় টাকাটার।'

'বাঁকা বললে কমই বলা হয়,' অয়ন মন্তব্য করল। 'এই প্রথম একটা ধাঁধার মুখোমুখি হয়েছি আমরা, যেটার সঙ্গে কোনও লিখিত বাক্য বা শব্দ নেই। আছে শুধু নির্বাক এক পুতুল! আচ্ছা, ওটার সঙ্গে কোনও ব্যাগ-ট্যাগ ছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে চুরি হয়ে যায় ওটা। পরদিন মিউজিয়ামের আঙিনায় ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভিতরে যদি কোনও সূত্র থেকে থাকে, সেটা এখন আর পাবার উপায় নেই।'

'ধরে নেয়া যাক, টাকাগুলো ট্রেনের মধ্যেই আছে,' রিয়া বলল। 'যদি এড ব্রিগেম ওটা খুঁজে পায়, তখন কী হবে?'

'কী আর হবে?' ঠোঁট উল্টাল জিমি। 'টাকা নিয়ে সোজা পগার পার হয়ে যাবে ও। কথা হলো, অন্য কেউ খুঁজে পেলে কী হবে?'

'যদি কাগজের নোট হয়, তা হলে ওগুলো মূল্যহীন,' লি বললেন। '১৯০৪ সালের নোট এখন আর বাজারে চলবে না। কোনও ব্যাঙ্কও নেবে না ওগুলো।'

'আর যদি নোট না হয়?' বলল জিমি। 'ধরুন সোনা পাওয়া গেল?'

'তা হলে ওর উপর প্রথম দাবি থাকবে হ্যারোর উত্তরাধিকারীদের,' বললেন লি। 'তবে অমন কাউকে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, ফাইণ্ডারস্ ফি কাটা যাবে ওর মধ্য থেকে। সরকারও একটা বড় অংশ নিয়ে নেবে। তবে এ-সবই হলো ধারণার কথা। ব্যক্তিগতভাবে আমি গুপ্তধনের কাহিনিতে বিশ্বাস করি না—ট্রেন বা অন্য কোথাও। আমার তো মনে হয়, সব টাকা খরচ করে ফেলেছিলেন হ্যারো, সেজন্যেই একটা কানাকড়িও পাওয়া যায়নি তাঁর মৃত্যুর পর। এ-কারণে ওই ব্রিগেম লোকটাকে নিয়ে মোটেই চিন্তা করছি না। যত খুশি পাহাড় খুঁড়ুক ও, বড়জোর ট্রেনের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করবে। ওটা বিক্রি করে দু'চার পয়সা আয়ও হতে পারে তার। কিন্তু নিশ্চিত থাকো—হ্যারোভিলের সুখের চাবিকাঠি পাবে না ও কিছুতেই।'

পনেরো

মিউজিয়ামের গেটে গোয়েন্দাদেরকে ঘেউ ঘেউ করে অভ্যর্থনা জানাল জ্যাসপার। কুকুরটাকে আদর করল ওরা, তারপর এগিয়ে

গেল রাউণ্ডহাউসের দিকে।

ইঞ্জিন শেডে ব্যস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল পার্সি আর জেরেমিকে। শেষ ট্রিপের জন্য তৈরি করছে সেকুইয়াকে। ইঞ্জিনের পিছনের টেণ্ডারদুটোয় ভরছে পানি আর কয়লা।

'কী খবর?' ওদেরকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল বয়লারম্যান। 'শুনলাম তোমরা নাকি ম্যানিকিনগুলো নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছ? কিছু পেলে?'

'তদন্ত চলছে,' ভারিক্কি গলায় বলল অয়ন। 'বেশ কিছু সূত্রও পেয়েছি। আশা করি খুব শীঘ্রি সমাধান করে ফেলতে পারব।'

কথা বলতে বলতে পার্সির উপর নজর দিল ও। ট্রেন-ড্রাইভারকে নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে। চুপচাপ একটা বেলচার সাহায্যে কয়লা ভরছে ঝুড়িতে, তারপর ঝুড়িটা তুলে নিয়ে খালি করছে টেণ্ডারের ভিতর।

'আজই আপনাদের শেষ দিন?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

'হ্যাঁ,' জেরেমি বলল। 'আজ রাতে শেষ ট্রিপ দেবে সেকুইয়া। ভালয় ভালয় সেটা শেষ হলে বাঁচি। ব্যানার... ভূত... এসবের যন্ত্রণা আর সইতে হবে না ভবিষ্যতে। তোমরা তো বোধহয় আগামীকাল ফিরবে?'

'হ্যাঁ। নিলামের পরে। বাই রোডে যাব। রিয়ার বাবা গাড়ি পাঠাবেন।'

'ভাল। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছ তো?'

'এখনও না,' অয়ন বলল। 'ইয়ে... আমরা মিউজিয়ামের পুরনো কাগজপত্রগুলো আরেকবার ঘেঁটে দেখতে চাই। কোনও সমস্যা আছে?'

'মোটেই না,' জবাবটা ভেসে এল দূর থেকে।

ঘাড় ফেরাতেই মি. রোজেনবার্গকে দেখতে পেল গোয়েন্দারা। রাউণ্ডহাউসের একপাশের ছোট অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

'গুড মর্নিং, আঙ্কেল,' একযোগে অভিবাদন জানাল বাচ্চারা।

'গুড় মর্নিং টু ইউ, টু।' বললেন মিউজিয়ামের ডিরেক্টর। এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। 'পুরনো কাগজ ঘাঁটতে চাও? যত খুশি ঘাঁটো। চাইলে নিয়েও যেতে পারো। ওগুলো বিক্রি হবে না।'

'থ্যাঙ্কস, আঙ্কেল,' অয়ন বলল। 'তবে নেয়ার বোধহয় দরকার পড়বে না। এখানে দেখলেই চলবে।'

'দেখো,' বললেন রোজেনবার্গ। ফিরলেন রিয়ার দিকে। 'কালেকশন কেমন দেখলে? তোমার বাবার জন্য কী কিনতে চাও?'

'আজ সকালে ফোনে কথা বলেছি আমি,' রিয়া জানাল। 'লোকোমোটিভগুলোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে বাবা।'

'আমরা পুতুলগুলোর ব্যাপারেও আগ্রহী,' যোগ করল অয়ন।

'গুপ্তধনের ওই গল্পের কারণে?' চেহারা বিকৃত করলেন রোজেনবার্গ। 'ওটা স্রেফ একটা গুজব। পুতুলের কারিগর বিচ্ছিরি একটা রসিকতা করেছে সবার সঙ্গে, আর কিছু না।'

'আমার তা মনে হয় না,' অয়ন বলল। 'জটিল, কিন্তু নিখুঁত একটা সূত্র দিয়ে গেছে সে। আমার তা-ই বিশ্বাস।'

'সেই সূত্র কি তুমি ধরতে পেরেছ?' সাগ্রহে জানতে চাইল জেরেমি।

'একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়, কিন্তু নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন,' বলল অয়ন। 'সেজন্যেই পুরনো কাগজপত্র আবার দেখতে চাইছি।'

'বি মাই গেস্ট,' বললেন রোজেনবার্গ। 'তবে আমি এখনও বলব, পণ্ডশ্রম করতে যাচ্ছ। গত একশো বছর ধরে মাথা ঘামাচ্ছে শহরের সব লোক, আজ পর্যন্ত কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি।'

'গত একশো বছরে আমাদেরকে পায়নি হ্যারোভিল,' অটল

আত্মবিশ্বাস ফুটল অয়নের গলায়। 'নিশ্চিত থাকুন, আমরা এ-রহস্য ভেদ করবই!'

'শুভকামনা রইল,' বললেন রোজেনবার্গ, তবে গলায় কোনও উচ্ছ্বাস ফুটল না। 'আমি অফিসে আছি, কিছুর প্রয়োজন হলে জানিয়ো।'

চলে গেলেন তিনি। অয়নকে টান দিয়ে একপাশে নিয়ে এল জিমি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? কোন্ সাহসে বড়াই করছিস? টাকাগুলো কোথায় আছে, সে-ব্যাপারে কোনও আইডিয়াই নেই আমাদের।'

'কে বলল নেই?' ভুরু নাচাল অয়ন। 'কাইল কী বলেছে, তা ভুলে গেছিস?'

'কাইল! কাইল আবার কখন কী বলল? টাকার খবর ও কীভাবে জানবে?'

'জানে না, তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লু দিয়েছে ও।' প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধান। হ্যারোর ম্যানিকিনের খালি জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল। 'এখানেই বহু বছর দাঁড়িয়ে ছিল মোমের মি. হ্যারো—বিরক্ত চেহারা নিয়ে... ঘড়ির দিকে তাকিয়ে...' পকেট থেকে হ্যারোর পকেটওয়াচটা বের করল ও। ম্যাজিশিয়ানরা যেভাবে সম্মোহনের আগে নাড়ে, সেভাবে চেইন ধরে দোলাল একটু। ঠোঁট কামড়ে ভাবল কী যেন। 'এটা সত্যিকার ঘড়ি নয়, ঘড়ির মডেল... সময়টা থেমে আছে ঠিক সাড়ে দশটায়। কেন?'

'তা আমরা কীভাবে বলব?' বিরক্ত গলায় বলল জিমি।

রিয়া অবশ্য বিরূপ আচরণ করল না। ভেবেচিন্তে বলল, 'ট্রেনটা নিশ্চয়ই সাড়ে দশটার আগেই পৌঁছুনোর কথা ছিল। পৌঁছায়নি বলে অস্থির হচ্ছিলেন মি. হ্যারো।'

'তুমি শিয়োর?' জিজ্ঞেস করল অয়ন।

'আর কী-ই বা মানে হতে পারে এর?'

'ওটাই প্রশ্ন।' বলল অয়ন। 'কারণ ট্রেনটা পৌঁছুবার কথা নয় হ্যারোভিলে। ওটা তো রিচার্ড হ্যারোকে নিয়ে এখান থেকে রওনা হয়েছিল স্টার্লিঙে যাওয়ার জন্য! পথে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। যে-ট্রেন গন্তব্যেই পৌঁছায়নি, সেটার জন্য অপেক্ষা করবেন কেন রেজিনাল্ড হ্যারো? ব্যাপারটা অদ্ভুত না? লজিক্যালি চিন্তা করলে এখানে একটা খবরের কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত ছিল ওঁর, যেটায় দুর্ঘটনার খবর ছাপা হয়েছে।'

'আর্টিস্টিক লাইসেন্স নিয়েছে হয়তো,' বলল জিমি হালকা গলায়। 'যা ঘটেছিল, ঠিক তা-ই পুতুলে ফুটিয়ে তুলতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা তো ছিল না কারিগরের। ব্যাপারটা নিছক মনের খেয়ালও হতে পারে।'

'যুক্তিসঙ্গত কথা,' স্বীকার করল অয়ন। 'বেশ, তা হলে কাজে নামা যাক। যাত্রীদের সঙ্গে যত ধরনের কাগজপত্র আর খবরের কাগজ আছে, সেগুলো চেক করব আমরা।'

'কী খুঁজব?' জানতে চাইল রিয়া।

'নাম-ধাম আর সে-আমলের ট্রেন সংক্রান্ত তথ্য।'

মিউজিয়ামের তিনদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তিন বন্ধু। পরের আধঘণ্টা এক নাগাড়ে খাটল। অয়ন কতগুলো পুরনো টাইম-টেবল উল্টেপাল্টে দেখল, জিমি আর রিয়া ঘেঁটে বেড়াল খবরের কাগজ। ওদের কাজের মাঝখানে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে গেলেন রোজেনবার্গ। কাইলও হাজির হলো। গোয়েন্দাদের সাহায্য লাগবে কি না জানতে চাইল ছেলেটা, তবে মাথা নেড়ে ওকে মানা করে দিল অয়ন। মামাকে সাহায্য করতে চলে গেল সে।

কাজ শেষে আবারও একত্র হলো তিনবন্ধু। কালিঝুলি আর ময়লাতে তিনজনেরই বিশ্রী অবস্থা। কিন্তু অয়নকে সেসবের কিছুই স্পর্শ করছে না।

'কিছু পেলি?' জিমিকে জিজ্ঞেস করল ও।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল জিমি। 'নাম-ধাম যা পেয়েছি, একটাও পরিচিত নয়। লোকোমোটিভগুলোরও কোনও নাম নেই, শুধু নাম্বার—০-৬-০... ২-২-৪-*টি*... এরকম। এসব কোনও কাজে আসছে না আমাদের।'

'কে বলল লাগছে না?' বলল অয়ন। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কাইল! একটু এদিকে আসবে?'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল কাইল। 'কী হয়েছে?'

জিমি ওর নোটবুকে নাম্বারগুলো লিখে এনেছে। সেটা ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে ধরল অয়ন। 'ইঞ্জিনের এই নাম্বারগুলোর অর্থ বলতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই,' বলল কাইল। 'এগুলো চাকার বিবরণ। প্রথম আর শেষ সংখ্যাদুটো সাধারণ হুইলের নাম্বার, মাঝখানেরটা ড্রাইভ হুইলের... মানে যেগুলো হুইল কানেক্টিং রডকে ঘোরায়। এই যেমন ধরো *জেনারেল কাস্টার*-এর নাম্বার হলো ৪-৬-৪। এর মানে হলো—সামনে পিছনে চারটা করে লিডিং হুইল আছে ওটার, মাঝখানে আছে ছ'টা ড্রাইভ হুইল। *সেকুইয়া* হলো ২-৬-২। *অ্যাপাচি*... ০-৬-০। সাইজে খুব ছোট কি না ওটা, তাই কোনও লিডিং হুইল বসানো হয়নি ওটায়। ভাঙাচোরা ওল্ড *গাই* তো আরও ছোট—ওটা ০-৪-০।'

'সর্বনাশ!' মাথায় হাত দিল জিমি। 'এ তো রীতিমত গোপন কোড!'

'তোমাদের জন্য।' হাসল কাইল। 'আমাদের জন্য এটা কোনও রহস্যই না।'

'মিউজিয়ামের কোনও ট্রেনের কথা পেপারে দেখেছিস?' জিমিকে জিজ্ঞেস করল অয়ন।

'একটাই... ২-৬-২টি। যেটা চায়নিজ টানেলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল।'

'টি?' ভুরু কোঁচকাল কাইল। 'তারমানে ওটায় একটা বাড়তি

টেণ্ডার ছিল।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল অয়ন। রিয়ার দিকে ফিরল। 'তুমি কিছু পেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' রিয়া বলল। ভাঁজ করা একটা পুরনো পেপার বাড়িয়ে দিল গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে। 'আরেকটু হলেই চোখ এড়িয়ে যেত। জন্ম-মৃত্যুর নোটিশের মাঝখানে মিশে আছে বিজ্ঞাপনটা।'

কাগজের ভাঁজ খুলল অয়ন। দ্রুত খুঁজে বের করল বিজ্ঞাপনটা। তারপর জোরে জোরে পড়ল, 'শুভ বিবাহ। সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অদ্য ০৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ তারিখে হ্যারোভিল-নিবাসী মিস্টার রিচার্ড হ্যারোর সঙ্গে স্যান ফ্রান্সিসকোর মিস ল্যাটিশিয়া ও'মায়েলি-র শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হবু বর ও কনে এ-উপলক্ষে সবার আশীর্বাদ কামনা করছেন। দ্বিতীয় স্যাম, ১৫.২৮।'

'পাঁচই সেপ্টেম্বর?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিমি। 'সেদিনই না টানেলে বিস্ফোরণ ঘটল?'

'বেচারা রিচার্ড!' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল কাইল। 'বিয়ের দিনেই মারা গেল? আরও বড় দুর্ভাগ্য মিস ল্যাটিশিয়ার। আহা!'

'মেয়েটা ট্রেনে ছিল না?' জিজ্ঞেস করল অয়ন।

মাথা নাড়ল রিয়া। 'অন্তত পত্রিকায় সে-ধরনের কিছু লেখা নেই।'

'তা হলে কী ঘটেছে তার ভাগ্যে?' জানতে চাইল জিমি।

'সেটা পার্সি বলতে পারবে,' কাইল বলল। 'হ্যারো পরিবারের ইতিহাস নিয়ে ও অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছে কি না।' হাঁক ছাড়ল ও। 'পার্সি! পার্সি!!'

'কী?' বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল ট্রেন-ড্রাইভার।

'ল্যাটিশিয়া ও'মায়েলি-র কী হয়েছিল, তুমি জানো?'

'কে?'

'ল্যাটিশিয়া ও'মায়েলি—রিচার্ড হ্যারোর হবু বউ!'

'আরেকজনকে বিয়ে করেছিল সে,' জানাল পার্সি। '১৯০৮ সালে।'

'কাকে?' প্রশ্ন করল কাইল। কিন্তু তার জবাব পেল না।

'বাদ দাও,' জিমি বলল। 'এসো, বিজ্ঞাপনের বাকি অংশটার অর্থ বের করি। দ্বিতীয় স্যাম, ১৫.২৮। মানে কী এর? সময়ের কথা বলছে? পনেরোটা আটাশ... মানে বিকেল তিনটা আটাশ হতে পারে। দ্বিতীয় স্যাম হয়তো কোনও জায়গার নাম...'

'না,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রিয়া। 'ওটা বাইবেলের রেফারেন্স। সেকেণ্ড বুক অভ স্যামুয়েলের পনেরো নম্বর অধ্যায়, আটাশ নম্বর পংক্তি।'

'কী সেটা?'

'বাইবেল না দেখে বলতে পারব না।'

'কাইল, এখানে কোথাও বাইবেল আছে?' উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল অয়ন।

'হ্যারোদের পারিবারিক বাইবেলটাই আছে,' বলল কাইল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

মি. রোজেনবার্গের অফিসের পাশের একটা কামরায় গোয়েন্দাদেরকে নিয়ে গেল কাইল। ওখানে একটা কাঁচের ডিসপ্লে কেসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে হ্যারো পরিবারের বিভিন্ন নিদর্শন। চাবি দিয়ে তালা খুলল কাইল, ভিতর থেকে বের করে আনল একটা প্রাচীন বাইবেল—বয়সের ভারে জর্জরিত।

সাবধানে বইটার পাতা উল্টাল রিয়া। থামল যা খুঁজছিল তা পাওয়ার পরে। 'এই যে,' বলল ও। পড়ল পংক্তিটা, 'দেখবে, আমি মরু-নদীতে অপেক্ষা করব... যতক্ষণ না তোমার বার্তা পৌঁছায় আমার কাছে।'

'বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলছে না কথাটা,' মন্তব্য করল অয়ন।

'দাঁড়াও,' রিয়া বলল, 'কী যেন লেখা আছে পাশে।' একটু ঝুঁকল ও। গুটি গুটি হরফে মার্জিনে লেখা কথাগুলো পড়ল। *'দুঃখিত বাবা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছ কী ঘটেছে। কিন্তু এ-ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আমার। তোমার একগুঁয়েমি আর অহেতুক দম্ভ আমাকে এ-কাজ করতে বাধ্য করেছে। আশা করি ক্ষমা করবে আমাকে। রিচার্ড।'*

থমথমে নীরবতা নেমে এল বাচ্চাদের মাঝে।

'এবার তোমাদেরকে যেতে হয়।'

পার্সির কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল সবাই। উল্টো ঘুরে অয়ন বলল, 'চলে যাব?'

'হ্যাঁ,' পার্সি বলল। 'এখানকার কাজ আপাতত শেষ আমাদের। মিউজিয়াম বন্ধ করে দেব। রাতে আমাদের শেষ ট্রিপ। অনুরোধ করব, তোমরাও ক্ষান্ত দাও তদন্তে। বাড়ি ফিরে গিয়ে সব ভুলে যাও। তাতেই সবার মঙ্গল।'

'বেশ, আর খোঁচাব না ব্যাপারটা নিয়ে,' শান্তস্বরে বলল অয়ন। 'কিন্তু সেজন্যে আমাদের একটা কৌতূহল মেটাতে হবে আপনাকে। বলুন, ১৯০৪-এর ৫ সেপ্টেম্বরে কী ঘটেছিল? আপনার জানা আছে নিশ্চয়ই? হ্যারো পরিবারের ইতিহাস নিয়ে তো গবেষণা করেছেন আপনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পার্সি। 'ঠিক আছে, বলছি সব। এরপর আর বিরক্ত করবে না আমাকে, বুঝতে পেরেছ? বেশ দুঃখজনক এক কাহিনি ওটা। ল্যাটিশিয়া ও'মায়েলি-কে ভালবাসত রিচার্ড, তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর বাবা ছিলেন এর ঘোর বিরুদ্ধে। কারণ ও'মায়েলি-রা ছিল হ্যারোভিলের সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর একটা। ছেলেকে হুমকি দিয়েছিলেন রেজিনাল্ড, ল্যাটিশিয়াকে বিয়ে করলে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবেন। একটা কানাকড়িও দেবেন না সম্পত্তি থেকে। কিন্তু এত সহজে হার মানার পাত্র ছিল না রিচার্ড। ল্যাটিশিয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছিল

স্যান ফ্রান্সিসকোয়, মেয়েটার আত্মীয়ের কাছে। বাপকে বলেছিল, সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ওর সঙ্গে। ওটা ছিল আসলে অভিনয়, কারণ পরের দু'বছরে বাপের সই জাল করে পাঁচ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করে রিচার্ড, ওই টাকার সোনা কেনে। প্ল্যান ছিল, ওই সোনা-সহ পালিয়ে যাবে স্যান ফ্রান্সিসকোয়, বিয়ে করবে ল্যাটিশিয়াকে। সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখে তা-ই করতে যাচ্ছিল রিচার্ড—সোনা সম্ভবত পাচার করে দিয়েছিল আগেই, কাজের বাহানায় নিজে স্টার্লিঙে যাচ্ছিল বাপের প্রাইভেট ট্রেন নিয়ে, ওখান থেকে স্যান ফ্রান্সিসকোয় চলে যেত। এমনভাবে পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছিল, যাতে ও চলে যাওয়ার পর আসল ঘটনা জানতে পারেন রেজিনাল্ড হ্যারো... বুঝতে পারেন নিজের ভুল। কিন্তু কপাল খারাপ রিচার্ডের, ট্রেনটা চায়নিজ টানেলে ঢোকামাত্র দুর্ঘটনাবশত বিস্ফোরণ ঘটে, ব্ল্যাক মাউন্টেইনের তলায় কবর হয়ে যায় ওর। ছেলে... সেইসঙ্গে নিজের সর্বস্ব হারানোর দুঃখে কিছুদিন পর রেজিনাল্ডও হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান।'

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ট্রেন-চালকের কাহিনি শুনছিল বাচ্চারা, কথা শেষ হলে হুফ্ করে শ্বাস ফেলল।

'মাই গড!' বলল রিয়া। 'এ তো রীতিমত ট্র্যাজেডি! মনে হলো সিনেমার গল্প শুনলাম।'

'আসল জিনিসটাই তো মিস করে গেছ,' জিমি বলল। 'সত্যিই গুপ্তধনের অস্তিত্ব আছে এখানে। পাঁচ মিলিয়ন ডলারের সোনা!'

'আরও বেশি,' বলল অয়ন। 'একশো বছরে সোনার দাম অনেক বেড়েছে। পঞ্চাশ মিলিয়ন হলেও অবাক হব না...'

কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে ভেসে এল চাপা গুমগুম ধ্বনি। যেন দূরে কোথাও বজ্রপাত হলো।

'ক্... কীসের শব্দ?' ফিসফিসাল জিমি।

দৌড়ে সবাই বেরিয়ে এল রাউণ্ডহাউস থেকে। মিউজিয়ামের আঙিনায় পৌঁছে চারদিকে নজর বোলাল।

'ওই যে!' আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল কাইল। 'ব্ল্যাক মাউন্টেইনে!'

চোখ ফেরাতেই শহরের বাড়িঘরের উপর দিয়ে, দূরের পাহাড়ের গায়ে এক রাশ কালো ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা, যেন বর্ষণ শুরু হবার আগে মেঘ জমেছে ওখানটায়। আবারও বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো—পাহাড়ি ঢাল থেকে ছিটকে উঠল মাটি-পাথরের স্তূপ।

'ব্রিগেম!' দাঁতে দাঁত পিষল পার্সি। 'নিশ্চয়ই হ্যারোর ট্রেনের কাছে পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে ও।'

বাড়িঘর থেকে লোকজন বেরুতে শুরু করেছে, চোখের পলকে ভিড় জমল রাস্তায়। সবাই হাত তুলে দেখাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। ধুলো উড়িয়ে একটা পিকআপ এসে থামল মিউজিয়ামের সামনে। জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন মি. রোজেনবার্গ।

'পার্সি! জেরেমি!' উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকলেন তিনি। 'জলদি এসো, পাহাড়ে কী ঘটছে দেখতে হবে।'

ছুট লাগাল দুই ইঞ্জিনকর্মী।

'দাঁড়ান!' চেঁচাল অয়ন। 'আমরাও যাব!'

'না, তোমরা এখানেই থাকো,' বলে গিয়ার বদলালেন রোজেনবার্গ। টায়ার পুড়িয়ে পিকআপকে সবেগে সামনে বাড়ালেন।

আরও অনেকগুলো গাড়ি পিছু নিল তাঁর। সাইরেন বাজিয়ে একটা পুলিশ কারও রওনা হলো ব্ল্যাক মাউন্টেইনের দিকে। শহরের সমস্ত পুরুষ বুঝি ছুটে যাচ্ছে ওখানে। লিফট পাওয়ার অনেক চেষ্টা করল বাচ্চারা, কিন্তু কেউ ওদেরকে নিতে রাজি হলো না।

'না, এ হতে পারে না!' ক্ষোভে চেঁচিয়ে উঠল কাইল।

'আমরা এখানে বসে থাকতে পারি না!'

'দৌড়ালে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল জিমি।

'তিন মাইল?' হতাশ গলায় বলল অয়ন। 'আমরা পৌঁছুনোর আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।'

'তাই বলে আঙুল চুষব আমরা?' রাগী গলায় বলল রিয়া।

উন্মাদনা ফুটল কাইলের চেহারায়। 'সেকুইয়ায় গেলে কেমন হয়? আমি চালাতে জানি ইঞ্জিনটা... পার্সির কাছে শিখেছি। তোমাদের একজনকে শুধু বয়লার সামলাতে হবে।'

'উঁহুঁ, এতবড় একটা লোকোমোটিভ চালানো সহজ কথা নয়,' ওর উৎসাহে পানি ঢেলে দিল অয়ন। 'ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। তবে...' চোখ চকচক করে উঠল ওর।

'অ্যাই!' রিয়া চোখ রাঙাল। 'কী ভাবছ তুমি? আবার কোনও উদ্ভট আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে না তো মাথায়?'

'উদ্ভট না, প্র্যাকটিক্যাল বলতে পারো,' হাসল অয়ন। 'রেললাইন ধরেই যাব আমরা, তবে অন্য একটা বাহনে।' কাইলের দিকে ফিরল। 'আশা করি মেইনটেন্যান্সের ট্রলিটা চালাতে জানো তুমি?'

ষোলো

কয়েক মিনিট পরেই পাহাড়ের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল মেইনটেন্যান্স ট্রলি। চালকের আসনে অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে বসে আছে কাইল, হাত দিয়ে রেখেছে লিভারে। বকবক করছে অবিরাম,

কীভাবে ট্রলিটা চলে, সে-ব্যাপারে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছে বন্ধুদেরকে।

ওর কথায় কান দিচ্ছে না জিমি বা রিয়া। একদৃষ্টে ওরা তাকিয়ে আছে পাহাড়ের দিকে। চোখ রাখছে ক্ষণে ক্ষণে আকৃতি বদলাতে থাকা ধোঁয়ার মেঘের উপর। অয়ন সে-দিকেও মনোযোগ দিচ্ছে না, হাতে ধরা রেলওয়ের পুরনো টাইমটেব্‌ল্‌-টার উপর ঝুঁকে আছে ও, মিউজ়িয়ামে যেটা দেখছিল। তাড়াহুড়োয় ওটা রেখে আসার সময় পায়নি, পকেটে ভরে নিয়ে এসেছে। ওর পাশে বসে বড় বড় শ্বাস ফেলছে জ্যাসপার।

'ভাবছি বিস্ফোরণে ব্রিগেম ব্যাটা নিজেই চাপা পড়ল কি না,' জিমি বলে উঠল হঠাৎ।

'ভালই হয় তা হলে,' বলল কাইল। 'ওর অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে পার্সি। আস্ত শয়তান লোকটা... জ্যাসপারকে গুলি করেছে।'

'আমার ধারণা ওটা পার্সিকে ভয় দেখানোর জন্য করেছে,' জিমি বলল।

'পার্সিকেই বা এত নির্দোষ ভাবছ কেন?' রিয়া বলল। 'ব্রিগেমকে ও-ই তো এক্সপ্লোসিভের জোগান দিয়েছে।'

'দেখা যাক, আমাদের খুদে শার্লক হোমস এ-ব্যাপারে কী বলে,' গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে ফিরল জিমি। 'অ্যাই অয়ন, নাকের সামনে থেকে বইটা সরাবি?'

'উঁ?' বাস্তবে ফিরে এল অয়ন। 'কী বললি?'

'আমরা আলোচনা করছিলাম, বিস্ফোরণে ব্রিগেমের মারা পড়ার সম্ভাবনা কতখানি। ধোঁয়াটা দেখে কী মনে হয় তোর? বড়সড় বিস্ফোরণই তো ঘটেছে ওখানে, তাই না?'

ভুরু কুঁচকে ধোঁয়ার মেঘটা দেখল অয়ন। তারপর বলল, 'অদ্ভুত!'

'কী অদ্ভুত?' জিমি জানতে চাইল।

'ধোঁয়াটা।'

'কেন?'

জবাব দিল না অয়ন। হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেলো ওর দেহ, যেন কারেন্টের শক খেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাল, 'কাইল! থামো!!'

ভয় পেয়ে ব্রেক কষল কাইল। তাল হারিয়ে চিৎপটাং হয়ে গেল গোয়েন্দারা। হাঁটুতে ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল জিমি।

'কী হয়েছে?' বিভ্রান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল কাইল। 'থামতে বললে কেন, অয়ন? আমরা তো এখনও পাহাড়ে পৌঁছাইনি!'

'পাহাড়ে যাওয়ার কোনও দরকার নেই,' উত্তেজিত গলায় বলল অয়ন। 'মিউজিয়ামে ফিরতে হবে আমাদেরকে। কুইক, উল্টো ঘোরাও ট্রলিকে!'

'কী সব আবোল-তাবোল বকছ?' হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল রিয়া। 'মিউজিয়ামে ফিরতে যাব কেন?'

'ধোঁয়াটার জন্য,' অয়ন ব্যাখ্যা করল। 'টানেলের ভিতরে যদি বিস্ফোরণ ঘটত, তা হলে ধোঁয়া না, ধুলোবালির মেঘ দেখতাম আমরা। অথচ দেখো, কালো ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না আকাশে। তারমানে টানেলের বাইরে থেকে আসছে ধোঁয়াটা। সম্ভবত টায়ার বা অন্য কিছু পুড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা। বাজি ধরে বলতে পারি, এড ব্রিগেম ওখানে নেই।'

'কী! তা হলে কোথায় ও?'

'মিউজিয়ামে। কাল রাতে ও কী বলেছিল, খেয়াল নেই? মিউজিয়ামের এমন দশা করবে, যাতে নিলামে বিক্রি করবার মত কোনও কিছু অবশিষ্ট না থাকে মি. রোজেনবার্গের। তা-ই করতে গেছে! পাহাড়ের বিস্ফোরণ আর ধোঁয়া স্রেফ একটা ডাইভারশন—ও জানে, ধোঁয়া দেখলেই শহরের সমস্ত লোক ছুটে যাবে ওখানে... চাপা পড়া চায়নিজ টানেল আর মি. হ্যারোর ট্রেনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গুপ্তধন খোঁজার জন্য। এই ফাঁকে

নিজের কাজ হাসিল করতে চাইছে সে। বাস্তবে পরিণত করতে চাইছে পার্সিকে দেয়া হুমকি! কাইল, জলদি ঘোরাও ট্রলিটা!'

'দরকার নেই, এটা দু'দিকেই চলে।' বলে লিভার উল্টোদিকে টানল কাইল। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পথে যাত্রা শুরু করল বাহনটা। গতি বাড়তে শুরু করল বিপজ্জনকভাবে। ফেলে আসা হ্যারোভিল শহরের সঙ্গে দূরত্ব কমছে দ্রুত।

'আরও জোরে যেতে পারো না?' বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল অয়ন।

'তা হলে বাঁক ঘোরার সময় ছিটকে পড়ে যাব,' বলল কাইল। 'এমনিতেই যথেষ্ট জোরে যাচ্ছি।'

কথাটার সত্যতা পাওয়া গেল একটু পরেই। ছোট একটা বাঁক ঘোরার সময় বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে গেল ট্রলি, কিনারের রেইলিং ধরে কোনোমতে ভারসাম্য রক্ষা করল গোয়েন্দারা, নইলে পড়েই যেত। বাঁক ঘুরেই আবার ধড়াম করে আছাড় খেলো শূন্যে থাকা দুই চাকা। ট্রলির পুরো কাঠামো তারস্বরে প্রতিবাদ জানাল এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

স্টেশনের অবয়ব চোখে পড়তেই অয়ন চেঁচাল, 'থেমো না, সরাসরি মিউজিয়ামের ইঞ্জিন শেডে চলে যাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লিভার আরেকটু ঠেলে দিল কাইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। সামনে দু'ভাগ হয়ে গেছে ট্র্যাক, বাঁয়েরটা গেছে মিউজিয়ামের দিকে। নিখুঁত দক্ষতায় সেদিকে ট্রলিকে ঘুরিয়ে নিল কাইল।

'ওহ্ গড!' ইঞ্জিন শেডে সেকুইয়াকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করল রিয়া। সরাসরি ওটার পিছনে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে ট্রলি। 'থামো, কাইল... থামো!'

ব্রেক কষল কিশোর চালক। আচমকা ঘূর্ণন থেমে গেল চাকার। রেললাইনের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ফুলকি তুলল, কিন্তু থামছে না। ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের মত ছুটে যাচ্ছে লোকোমোটিভের দিকে।

আতঙ্কে ট্রলির রেইলিং খামচে ধরল গোয়েন্দারা, এই বুঝি দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

কিন্তু ঘটল না দুর্ঘটনা, গতি হারাচ্ছে ট্রলি দ্রুত। শেষ পর্যন্ত সেকুইয়ার পানিবাহী টেণ্ডারের পিছনে মৃদু গুঁতো দিয়ে থেমে গেল পুরোপুরি। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল অয়নের শরীরে। এক লাফে ট্রলি থেকে নেমে পড়ল। বন্ধুদের উদ্দেশে বলল, 'চলো!' তারপর শুরু করল দৌড়াতে।

ওর পিছু নিল বাকিরা। জ্যাসপারও দৌড়াচ্ছে। বাচ্চাদেরকে পিছনে ফেলে সামনে চলে গেল। কিছুদূর যেতেই নাকে ভেসে এল গ্যাসোলিনের উৎকট গন্ধ।

ইঞ্জিন শেড পেরিয়ে মিউজিয়ামের মূল অংশে পা দিতেই দেখা গেল লোকটাকে। ছোটখাট গড়নের শুকনো একজন মানুষ—গায়ে কালো রঙের পোশাক, হাতে একটা জেরিক্যান নিয়ে গ্যাসোলিন ঢালছে মেঝেতে। পদশব্দ শুনে ঝট্ করে সিধে হলো সে। চমকে উঠল বাচ্চাদেরকে দেখতে পেয়ে। পরমুহূর্তে হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জেরিক্যান, পোশাকের আড়াল থেকে বের করে আনল পিস্তল, তাক করল ওদের দিকে।

থমকে দাঁড়াল বাচ্চারা। গর্জে উঠল জ্যাসপার, ছুটে যেতে চাইল শত্রুর দিকে। কিন্তু খপ্ করে কুকুরটার কলার ধরে ফেলল কাইল। ধমক দিয়ে বলল, 'না, জ্যাসপার, না!'

'খুব খারাপ,' শয়তানি মাখা কণ্ঠে বলে উঠল এড ব্রিগেম। 'ভেবেছিলাম কাল রাতেই খতম করেছি কুত্তাটাকে।'

এই প্রথমবারের মত তাকে সামনাসামনি দেখছে গোয়েন্দারা। দৈহিক গঠন ছাড়া ডা. লি-র সঙ্গে আর কোনও মিলই নেই। ব্রিগেমের মুখটা লম্বাটে, কৃশ। ভুরুজোড়া অস্বাভাবিক রকমের ঘন, চোখদুটো গর্তে বসা। মাথার চুলও ব্যাকব্রাশ করা নয়। চুল আসলে পাতলা, লেপ্টে আছে খুলির গায়ে, হঠাৎ দেখায় ব্যাকব্রাশ করা মনে হয়।

'খেল খতম, মি. ব্রিগেম,' থমথমে গলায় বলল অয়ন। 'কাল রাতে আপনার সব কথা শুনেছি আমরা। জানি কী করতে চাইছেন। কিন্তু এতে কোনও লাভ হবে না। পার্সি সত্যিই জানে না, রিচার্ড হ্যারোর সোনাগুলো কোথায় আছে।'

'অ!' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ব্রিগেম। 'তোমরাই তা হলে কাল রাতের ইঁদুর? চেহারা দেখাওনি কেন? ভয় পেয়েছিলে?' বিশ্রী ভঙ্গিতে হাসল সে। 'আমার সঙ্গে লাগতে এসো না, টিকটিকির দল! পিস্তলের একটা গুলি... একটা ফুলকিতে পুরো মিউজিয়াম ছাই হয়ে যাবে।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে ও-কাজ করতাম না,' শান্ত গলায় বলল অয়ন।

'তাই নাকি? কেন?'

'কারণ মিউজিয়াম পুড়িয়ে দিলে সোনাগুলো আপনি কোনোদিনই পাবেন না।'

'খুব নিশ্চিত মনে হচ্ছে তোমাকে!' বিস্মিত হবার ভান করল ব্রিগেম। 'কোথায় আছে তা-ও জানো নাকি?'

'হ্যাঁ, জানি,' সহজ গলায় বলল অয়ন। 'মিউজিয়ামেই আছে ওগুলো।'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল জিমি, রিয়া আর কাইল। কী বলছে অয়ন!

'চাপা মারতে এসো না,' খেঁকিয়ে উঠল ব্রিগেম।

'চাপা মারছি না,' বলল অয়ন। 'পুরো সোনাই আছে এখানে। পাঁচ মিলিয়ন ডলারের।'

'সত্যি?' দ্বিধা ভর করল ব্রিগেমের ভিতরে। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'বেশ, তা হলে দেখাও আমাকে কোথায় আছে। অ্যাই, কুত্তাটাকে ধরে রাখো, নইলে গুলি করে ওটার পেট ফুটো করে দেব আমি।'

'ওদেরকে ছেড়ে দাও, ব্রিগেম!'

বাজখাঁই কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল সবাই। কণ্ঠের মালিক দাঁড়িয়ে আছে মিউজিয়ামের দরজায়। পরনে খয়েরি সুট, রাগী অভিব্যক্তিটাও ঠিক গতকালের মত... যখন অয়নরা তার মিটিঙে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল।

ডেরেক গরম্যান—কপার ব্যারন!

'কী বলছেন আপনি, মি. গরম্যান!' চেঁচিয়ে উঠল ব্রিগেম।

'ঠিকই বলছি।' কয়েক পা এগিয়ে এল গরম্যান। 'সোনা খোঁজা বা চুরিচামারি এক জিনিস; কিন্তু তুমি এখন যা করছ, তা সবকিছুর সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি তা হতে দিতে পারি না। পিস্তল সরাও, যেতে দাও ওদের।'

নড়ল না ব্রিগেম। হিসিয়ে উঠে বলল, 'ভাল চান তো কেটে পড়ুন, মি. গরম্যান। এখানে আপনার কোনও কাজ নেই। নাকি চান হাটে হাঁড়ি ভাঙি আমি—বলে দিই এই এলাকার সমস্ত চুরি-ডাকাতি আর অগ্নিকাণ্ড আমি কার নির্দেশে করেছি? জেলে যদি যেতে হয়, একা যাব না—আপনাকে, পার্সি শিহানকে... সব্বাইকে নিয়ে যাব!'

'যা খুশি করো। কিন্তু এখুনি চলে যাও এখান থেকে।'

'কোথাও যাব না আমি,' গোঁয়ারের মত বলল ব্রিগেম। 'অন্তত শেষের এত কাছ থেকে না!' পিস্তল ঘোরাল অয়নের দিকে। 'অ্যাই ছেলে, তুমি জানো সোনা কোথায় আছে। দেখাও! নইলে গুলি করব তোমার বন্ধুদেরকে।'

ঠোঁট কামড়াল অয়ন, কী করবে বুঝতে পারছে না। সবাই স্থির হয়ে গেছে। হঠাৎ তীব্র গর্জন করে আগে বাড়ল জ্যাসপার, হাজার চেষ্টা করেও তাকে আটকাতে পারল না কাইল। ব্রিগেমের দিকে ঝাঁপ দিল কুকুরটা। পাঁই করে পিস্তলের নল ঘোরাল দস্যু। পরমুহূর্তে গুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হলো পুরো মিউজিয়াম।

চোখ বন্ধ করে ফেলল বাচ্চারা, জ্যাসপারের মৃত্যুদৃশ্য দেখতে চায় না। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর মানবকণ্ঠের ককানি শুনে

আবার তাকাল ওরা। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, রক্তাক্ত ডান হাত বুকের কাছে ধরে মেঝেতে পড়ে আছে ব্রিগেম, তার বুকের উপর উঠে হিংস্র ভঙ্গিতে গরগর করছে জ্যাসপার। ব্রিগেমের পিস্তলটা পড়ে আছে কয়েক হাত দূরে।

কে করল গুলি? ঝট্ করে গরম্যানের দিকে তাকাল বাচ্চারা, কিন্তু কপার-ব্যারনও দাঁড়িয়ে আছে হতভম্ব ভঙ্গিতে। মাথা ঘোরাল ওরা, অবাক হয়ে ইঞ্জিন শেডের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল মিসেস রোজেনবার্গ, মিরা আর ডা. লি-কে। ছোট একটা কোল্ট রিভলবার ধরে রেখেছেন মার্থা, ব্যারেল থেকে ধোঁয়ার রেখা বেরুচ্ছে।

'আশা করি হাত ছাড়া আর কোথাও লাগেনি?' কাছে এসে কাঁপা গলায় বললেন মিসেস রোজেনবার্গ। নিশ্চিত হয়ে বাচ্চাদের দিকে ফিরে হাসলেন। 'বিয়ের আগে শুটিং প্র্যাকটিসের অভ্যাস ছিল, এখনও সেই হাতের তাক আছে কি না শিয়োর ছিলাম না।' ব্রিগেম একটু নড়ে উঠতেই ঝট্ করে আবার তাক করলেন রিভলবার। 'খবরদার, মিস্টার, একটুও নোড়ো না। আমার স্বামীকে খবর দেয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রি পুলিশ নিয়ে আসছে সে।'

'মার্থা আন্টি,' খুশি খুশি গলায় বলল জিমি। 'ইউ আর গ্রেট!'

সতেরো

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিউজিয়ামের কম্পাউণ্ড ভরে গেল পুলিশ আর উৎসুক লোকজনে। হাতকড়া পরিয়ে এড ব্রিগেম আর

ডেরেক গরম্যানকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। বেশ কিছু লোক স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এগিয়ে এল মিউজিয়ামকে সাহায্য করতে। রাউণ্ডহাউসের ভিতর থেকে গ্যাসোলিনে ভেজা সমস্ত পুতুল আর অন্যান্য জিনিসপত্র বের করে আনল তারা, রোদে শুকাতে দিল। আরেকদল ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাবান-পানি আর ন্যাকড়া দিয়ে মিউজিয়ামের মেঝে থেকে গ্যাসোলিন পরিষ্কার করতে।

সেকুইয়ার পাশে চেয়ার পেতে বসেছে অয়ন, জিমি, রিয়া আর কাইল। রোজেনবার্গ দম্পতি, মিরা, ডা. লি, পার্সি আর জেরেমিও আছে। ইতোমধ্যে দুপুর হয়ে গেছে, বাসা থেকে সবার জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন মার্থা, খেতে খেতে গল্প করছে ওরা।

'মোবাইলে ফোন করেছিল তোমাদের আঙ্কেল,' কীভাবে মিউজিয়ামে পৌঁছুলেন, সেটা অয়নদেরকে শোনাচ্ছেন মার্থা। 'পাহাড়ে গিয়ে নাকি কিছুই পায়নি ওরা, কতগুলো পুরনো টায়ার জ্বলতে দেখেছে। তখনই সন্দেহ হয়েছে পার্সির, বলেছে মিউজিয়ামে কিছু একটা ঘটতে পারে। তাই তোমাদের আঙ্কেল আমাকে বলল, এখানে এসে পাহারা দিতে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমি আর মিরা, রিভলবারটা নিয়েছিলাম বাড়তি সতর্কতা হিসেবে। মিউজিয়ামের কাছে এসেই দূর থেকে গরম্যানকে দেখলাম আমরা, ঘুরঘুর করছে বিল্ডিঙের সামনে। ডা. লি-র সঙ্গে দেখা হলো, উনি নাকি তোমাদেরকে মেইনটেন্যান্স ট্রলিতে চড়ে মিউজিয়ামে যেতে দেখেছেন। সন্দেহ হলো তোমরা বিপদে পড়েছ কি না। তাই দেরি না করে পিছনদিকে চলে গেলাম, ইঞ্জিন শেডের ভিতর দিয়ে হাজির হলাম মিউজিয়ামে। বিচ্ছিরি ওই লোকটাকে তোমাদের দিকে পিস্তল ধরে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করলাম... বাকিটা তো জানোই। ভাগ্য ভাল পিস্তলের গুলিতে ফুলকি-টুলকি ছড়ায়নি। নইলে পুরো জায়গাই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেত।'

'আপনার শটটা কিন্তু দারুণ হয়েছে,' প্রশংসা করল রিয়া। 'ওফ্, আমার এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ওটার কথা ভাবলে।'

'আমারও জানা ছিল না, আম্মু এত চমৎকার গুলি ছুঁড়তে জানে,' বলল মিরা।

'কী শুরু করলি তোরা!' লজ্জা পেলেন মার্থা।

স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যই যেন প্রসঙ্গ পাল্টালেন মি. রোজেনবার্গ। 'আচ্ছা, কেউ কি বলবে, কী ঘটেছে এখানে? এই এড ব্রিগেম লোকটা কে?'

'ভাড়াটে গুণ্ডা, আঙ্কেল,' বলল অয়ন। 'নিজের নোংরা কাজ করানোর জন্য ওকে ভাড়া করেছিল মি. গরম্যান। তবে শেষ মুহূর্তে এসে মত পাল্টায়। ব্রিগেমই একের পর এক চুরি-ডাকাতি, ভাঁওচুর আর অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সর্বস্বান্ত করছিল হ্যারোভিলের লোকজনকে, যাতে তারা গরম্যানের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। এর পাশাপাশি চায়নিজ টানেলে হ্যারোর সোনা খুঁজছিল সে। ভূতের ভয় দেখিয়ে সবাইকে টানেল থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিল সেজন্যেই। ব্যানারগুলোও ও-ই টাঙাচ্ছিল... দোষ চাপাতে চাইছিল চিনাদের ঘাড়ে।' ডা. লি-র দিকে তাকাল। 'আপনার অফিস থেকে ব্রিগেমই ডিকশনারি চুরি করেছিল বলে সন্দেহ আমার। তবে ও নিশ্চিত ছিল না, টানেলের ট্রেনে সত্যিই সোনা পাওয়া যাবে কি না। শেষ পর্যন্ত ও ধারণা করে, সোনাগুলো অন্য কোনও জায়গাতেও লুকানো থাকতে পারে। কোথায়, তা জানার জন্য পার্সিকে ব্ল্যাকমেইল করছিল।'

'পার্সি?' কপালে ভাঁজ পড়ল মি. রোজেনবার্গের। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ট্রেন-চালকের দিকে। দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ করে সেকুইয়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'ও কীভাবে জানবে?'

'হ্যারোদের পুরো ইতিহাস জানে পার্সি,' অয়ন বলল।

পার্সির দিকে ফিরল। 'ব্রিগেম সম্ভবত সত্যটা আবিষ্কার করে ফেলেছিল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল পার্সি। 'হ্যাঁ। হ্যারো-রা আসলে ছিল একদল লুটেরা... বদমাশ। সৎভাবে ধনী হননি রেজিনাল্ড হ্যারো; হয়েছিলেন চায়নিজ শ্রমিকদের বেতন চুরি করে, ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোডের কাজে জোচ্চুরি করে। ছেলেটাও হয়েছিল বাপেরই মত। রেজিনাল্ডের নাকের তলা দিয়ে লাখ লাখ ডলার সরিয়েছে, তাঁকে পথের ফকির বানিয়ে ছেড়েছে। ভালই হয়েছে ওরা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়। এখনও যদি এই শহর ওদের কবজায় থাকত, আরও খারাপ দশা হতো মানুষের।'

'এরচেয়ে খারাপ আর কী-ই বা হবে?' হতাশা ফুটল রোজেনবার্গের গলায়। 'আগামীকাল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মিউজিয়াম আর রেলরোড। সব চলে যাবে গরম্যানের দখলে।' রিয়ার দিকে ফিরলেন। 'আচ্ছা, তোমার বাবাকে কী বলবে, কিছু ভেবে দেখেছ?'

রিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিল অয়ন। বলল, 'আমরা ওঁকে বলব, এখান থেকে নেবার মত কিছুই নেই ওঁর জন্য, আঙ্কেল।'

বিস্মিত হয়ে সবাই তাকাল ওর দিকে। মি. রোজেনবার্গের চেহারা দেখে মনে হলো, এইমাত্র কেউ চড় মেরেছে তাঁর মুখে। তিক্ত গলায় বললেন, 'কিছুই নেই? আমার মিউজিয়ামটা কি এতই খারাপ?'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল অয়ন। 'না, আঙ্কেল,' বলল ও। 'ঠিক তার উল্টো। আপনার কালেকশন এত চমৎকার যে, কোনও কিছুই বিক্রি হওয়া উচিত নয়। মিউজিয়ামটাকে সংরক্ষণ করা উচিত... আরও বড় করা উচিত। অ্যামিউজমেন্ট পার্ক তো যে-কোনও জায়গায় হতে পারে।'

'অত টাকা কোথায়?' হাহাকার ফুটল রোজেনবার্গের গলায়।

'টাকা থাকলে কি...'

'ধরুন টাকা পাওয়া গেল।'

'কোথেকে? কোথায় পাব এত টাকা?'

'ধরেই নিন না...'

'থামো, অয়ন!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মিরা। 'কেন ওঁকে কষ্ট দিচ্ছ? দেখছ না অবস্থা?'

'যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হলে দুঃখিত,' বলল অয়ন। 'আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার। তবে আপনার কাছে না, পার্সির কাছে।' ট্রেন-চালকের দিকে ফিরল ও। 'আচ্ছা, ওই সোনা যদি আপনার হাতে আসে, তা হলে কী করবেন আপনি?'

'এবার আমাকে শিকার বানাচ্ছ?' বাঁকা সুরে বলল পার্সি, যদিও চেহারায় অসন্তোষ ফুটল না।

'বলুন না!'

কাঁধ ঝাঁকাল পার্সি। 'কী আর করব? সবার আগে হ্যারোভিলের চায়নিজদের একটা মোটাসোটা ক্ষতিপূরণ দেব। বাকিটা... দিয়ে দেব মিউজিয়ামকে।'

'সব টাকা?'

'কেন নয়? আমি কী করব ওই টাকা দিয়ে? যেভাবে জীবন চলছে, তাতেই আমি যথেষ্ট সুখী। বরং টাকা পেলে মিউজিয়ামের উপকার হবে। হতচ্ছাড়া ওই টানেলটা বন্ধ করে দেয়া যাবে, আরও দু'চারটা ট্র্যাক চালু করা যাবে ট্যুরিস্টদের জন্য। মিউজিয়ামের কালেকশনও বাড়বে।'

'অয়ন!' বলে উঠল জিমি। 'কী বলতে চাইছিস, ঠিক ঠিক খুলে বলছিস না কেন? এত হেঁয়ালি করার দরকার কী?'

'বেশ, তা হলে একটা গল্প শোনাই,' মুচকি হেসে চেয়ারে হেলান দিল গোয়েন্দাপ্রধান। 'রিচার্ড হ্যারো আর ল্যাটিশিয়া ও'মায়েলি-র করুণ প্রেম-কাহিনি।'

'এই গল্প আমরা জানি,' বলল জেরেমি।

'গল্পের ভিতরের গল্পও? আমার সন্দেহ আছে,' বলল অয়ন। 'আপনারা কি জানেন, গোপনে ১৯০৩ সালেই স্যান ফ্রান্সিসকোয় গিয়ে ল্যাটিশিয়াকে বিয়ে করেছিল রিচার্ড? ১৯০৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরে যা হতে যাচ্ছিল, তা ছিল স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা। তখন ওরা অলরেডি একটা ছেলের বাবা-মা। রিচার্ড হ্যারো মারা যাওয়ায় এসব সত্য চাপা পড়ে যায়, ল্যাটিশিয়াও ১৯০৮ সালে আরেক ভদ্রলোককে বিয়ে করে, তিনি বাচ্চাটাকে নিজের সন্তান হিসেবে বড় করেন। ওই ভদ্রলোকের নাম বলব? প্যাট্রিক শিহান... পার্সির দাদু!'

দেয়াল ফেটে একটা পরী বেরিয়ে এলেও বোধহয় এত অবাক হতো না কেউ। চোয়াল ঝুলে পড়ল সবার। হতভম্ব চোখে তাকাল পার্সি শিহানের দিকে।

ট্রেন-চালকের চেহারায় কাঠিন্য ভর করেছে। থমথমে গলায় জানতে চাইল, 'এসব তুমি কীভাবে জেনেছ, অয়ন?'

গাল লাল হয়ে উঠল গোয়েন্দাপ্রধানের। 'ইয়ে... কাল রাতে আপনার বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম আমি। ওই যে, আপনি যখন মিউজিয়ামে কাজ করছিলেন... আর আমার বন্ধুরা যখন বাড়িতে ফিরে গেল।'

'অয়ন!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল জিমি আর রিয়া।

'তোরা তো টায়ার্ড ছিলি, আমার কী দোষ?' বলল অয়ন বিরক্ত স্বরে। 'ঘুমানোর জন্য কে উতলা হয়েছিল... আমি?'

'দেখো... দেখো শয়তানটার কাণ্ড!' রিয়াকে বলল জিমি। 'ভূতের ধাওয়া খাওয়ার সময় সঙ্গে রাখে আমাদেরকে। অথচ রহস্য ভেদের সময়...'

'উচিত একটা শিক্ষা দিতে হবে ওকে,' রিয়া যেন প্রতিজ্ঞা করল।

'ত্... তুমি আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রির ফাইল ঘেঁটেছ?' তোতলাতে তোতলাতে বলল পার্সি। 'ক্... কিন্তু কেন?'

'আমার সন্দেহটা আসলে জাগিয়েছে ব্রিগেম,' বন্ধুদের ক্রোধকে অগ্রাহ্য করে জবাব দিল অয়ন। 'ট্রেনের সামনে রেজিনাল্ড হ্যারোর পুতুলটা দাঁড় করিয়ে। ওটার গায়ে আবার জড়িয়েছে আপনার জ্যাকেট! অমন কাজ করতে গেল কেন? ট্রেনের সামনে যে-কোনও পুতুল রাখলেই তো চলত... বরং গুরুত্বহীন একটা পুতুল রাখাটা বেশি যুক্তিসঙ্গত হতো। আসলে ও মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিল আপনার গোমর... হ্যারোর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক। তাই না? আমি সেটা না বুঝলেও সন্দিহান হয়ে উঠেছিলাম। তাই সূত্র খোঁজার জন্য গিয়েছিলাম আপনার বাড়িতে। ফাইলটা পেয়েছি তখনই।'

'আর কী জেনেছ তুমি?'

'তেমন কিছুই না,' 'রিচার্ড হ্যারো, ল্যাটিশিয়া ও'মায়েলি আর প্যাট্রিক শিহান সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের দলিল আর সার্টিফিকেট রেখেছেন আপনি ফাইলটাতে। বিয়ের কাবিনও আছে ওতে। ওগুলো পড়ে পুরো ঘটনা বুঝে নিয়েছি।'

'আর সেটা বুঝি এভাবে ফাঁস করে দিলে?' ক্ষুব্ধ গলায় বলল পার্সি। 'এত বছর থেকে আমি চেষ্টা করছি ওই জঘন্য পরিবারটার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক লুকিয়ে রাখতে... গোপনে তাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু ব্রিগেম সব জেনে ফেলেছিল, সব ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করছিল। কী লাভ হলো ওকে ঠেকিয়ে? আজ সব ভেস্তে দিয়েছ তুমি।'

'তারমানে অয়ন যা বলল, তার সব সত্যি?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন রোজেনবার্গ।

'হ্যাঁ,' মাথা নিচু করল পার্সি। 'আমি দুঃখিত।'

'দুঃখ পাবেন না,' অয়ন নরম গলায় বলল। 'আমি যা করেছি, তা বুঝে-শুনেই করেছি। কথা হলো, আইনত হ্যারো পরিবারের সমস্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আপনি। মানে,

সোনাগুলোরও। ওগুলো কোথায় আছে, তা বলে দেয়ার আগে আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছি—আপনি ওগুলো সবার উপকারে ব্যবহার করবেন কি না। নাকি নিজেই সব নিয়ে চম্পট দেবেন। বলতে দ্বিধা নেই, এখন আমি নিঃসন্দেহ।'

'তুমি জানো, কোথায় আছে সোনা?' জিজ্ঞেস করলেন মি. রোজেনবার্গ।

'তুই তো বলছিলি মিউজিয়ামে আছে,' জিমি যোগ করল। 'তা হয় কী করে? রেজিনাল্ড হ্যারোর আমলে এই মিউজিয়ামই ছিল না।'

'সোনা তো হ্যারোর প্রাইভেট ট্রেনে থাকার কথা!' রিয়া বলল।

'ভুল করছ তোমরা,' বলল অয়ন শান্ত গলায়। 'ওই ট্রেনে সোনা নেই... কোনোকালেই ছিল না। ভাল করে ভেবে দেখো, রিচার্ড হ্যারো অমন ঝুঁকি কেন নেবে? বাপের ব্যক্তিগত ট্রেনে যদি সোনা লুকায়, সেটা ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না?'

'কিন্তু ওই ট্রেন ছাড়া সোনা পাচারের আর তো কোনও উপায় ছিল না তার।'

'ছিল।' পকেট থেকে পুরনো টাইমটেব্‌ল্‌-টা বের করল অয়ন। পাতা উল্টে বলল, '১৯০৪-এর ৫ সেপ্টেম্বরে স্টার্লিঙের উদ্দেশে দুটো ট্রেন ছেড়েছিল হ্যারোভিল থেকে। একটা হলো সেই প্রাইভেট ট্রেন, যেটা চায়নিজ টানেলে দুর্ঘটনায় পড়েছিল। অন্যটা ছেড়েছিল খুব ভোরে, বেলা সাড়ে দশটায় হ্যারোভিলে ফিরে আসার কথা ছিল ওটার। আশা করি এর গুরুত্ব বুঝতে পারছ? রেজিনাল্ড হ্যারোর পুতুলটা কেন সাড়ে দশটা বাজা একটা ঘড়ি হাতে অপেক্ষা করছিল প্ল্যাটফর্মে? কেন ছেলের মৃত্যুর চেয়ে ওটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার কাছে?'

'ওটাতে ছিল সোনা?' বিস্মিত গলায় বলল রিয়া।

'আর কোথায়?' অয়ন হাসল। 'ভালই বুদ্ধি বের করেছিল

রিচার্ড, এমন একটা ট্রেনে সোনা পাচার করেছে, যেটা ওর আগে স্টার্লিঙে পৌঁছুবে... ও পৌঁছুনোর পর আনলোড করারও কথা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু টানেলের দুর্ঘটনায় সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়। সোনাগুলো আর নামানো হয়নি, ওগুলো লুকানোই রয়ে গেছে। রেজিনাল্ড হ্যারো সেটা জানতেন না, ছেলে আর সোনা হারানোর দুঃখে মারাই গেছেন। একজন মাত্র মানুষ জানত সব ঘটনা—চিনা সেই কারিগর। সেই আমলে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের সোনা উদ্ধার করে নিজের দখলে রাখার ক্ষমতা ছিল না তার। তাই রেজিনাল্ড হ্যারোর একটা প্রতীকী পুতুল তৈরি করে সন্ধান রেখে গেছে সোনাগুলোর, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উদ্ধার করতে পারে ওগুলো। সুখ নিয়ে আসতে পারে হ্যারোভিলে।'

'ও-ই বা এতসব জানল কীভাবে?' জানতে চাইল জেরেমি।

'এর জবাব খুব শীঘ্রি পাবেন আপনারা,' অয়ন বলল। 'যখন আমরা সোনাগুলো বের করব।'

'কীভাবে? একশো বছরের পুরনো ট্রেন এখনও আছে ভাবছ?'

'ট্রেন না, তবে ইঞ্জিন আছে। ওটা ছিল ২-৬-২ নাম্বারের। আর এ-মুহূর্তে পুরো হ্যারোভিলে ওই কনফিগারেশনের একটাই লোকোমোটিভ আছে।'

ছিটকে কয়েক হাত দূরে সরে এল পার্সি। অবিশ্বাস ভরা চোখে তাকাল সেকুইয়ার দিকে। বলল, 'সেকুইয়া? অসম্ভব! রিস্টোরেশনের সময় এর প্রতিটা নাট-বল্টু খুলে দেখেছি আমি আর জেরেমি। এর ভিতরে কোনও সোনা নেই।'

'ভিতরে আছে, এ-কথা তো বলিনি,' অয়ন বলল। 'কিন্তু যদি ভুল না করে থাকি, ইঞ্জিনের সঙ্গে এখনও অরিজিন্যাল টেণ্ডারই ব্যবহার করছেন আপনারা। কাইলের কাছে শুনেছি, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম কয়লা ধরে ওটায়—বার বার রিফিল করে নিতে হয়। ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত না? বাইরে থেকে

কিন্তু ছোট দেখায় না ওটাকে। ভিতরে জায়গা কম কেন?'

'মাই গড!' চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জেরেমি। 'ঠিকই বলেছে ও। টেণ্ডারটার ভিতরদিকের গভীরতা সত্যিই কম! আমি আগে কখনও ভেবে দেখিনি সমস্যাটা।'

'কুইক! চেক করো ভিতরটা!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন রোজেনবার্গ।

ছোটাছুটি করে বেলচা, বালতি আর টুলবক্স নিয়ে এল পার্সি, জেরেমি আর কাইল। কয়লার টেণ্ডারে উঠে খালি করতে শুরু করল ভিতরটা। অল্প সময়ের মধ্যেই সব কয়লা বাইরে ফেলে দেয়া হলো। ঝুঁকে মেঝেটা পরীক্ষা করল পার্সি।

'নীচটা ফাঁপা,' মেঝেতে কয়েকটা বাড়ি দিয়ে বলল সে। 'ফ্লোরটার চারপাশেও ঝালাইয়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি। এটা আলাদাভাবে বসানো হয়েছে!'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল অয়ন। 'চিনা ওই কারিগর ওয়েল্ডিঙের কাজ করত। বোঝাই যাচ্ছে, কীভাবে রিচার্ড হ্যারোর গোমর জেনেছিল সে।' ডা. লি-র দিকে ফিরল ও। ভদ্রলোক শুরু থেকেই আশ্চর্য রকম চুপচাপ রয়েছেন। কিছুতেই যেন অবাক হচ্ছেন না তিনি। 'এখনও চুপ করে থাকবেন, ডাক্তার?' বলল ও। 'এবার তো কিছু বলুন!'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লি। 'তোমার চোখে দেখছি কিছুই এড়ায় না, অয়ন। ঠিক আছে, বলছি। চিনা ওই কারিগর ছিলেন আমার দাদু। অনেক কিছুই বলে গেছেন তিনি মরার আগে, শুধু সোনার সঠিক অবস্থান ছাড়া। তারপরেও আমরা ঠিকই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম, কোথায় ওগুলো লুকানো থাকতে পারে। কিন্তু কোনোদিন প্রকাশ করিনি... কারণটা তুমি বলেছ—এত সোনা আমরা নিজেদের দখলে রাখতে পারব বলে ভাবিনি কখনও। সবসময়েই আমরা সন্দেহ করেছি, হ্যারোদের কোনও বংশধর লুকিয়ে আছে শহরে... আমরা সোনা বের করলেই সব কেড়ে

নেবে। এতদিন ভেবেছি সেটা গরম্যান, কিন্তু আজ জানলাম ধারণাটা ভুল।' রোজেনবার্গের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'আমি দুঃখিত, ফ্র্যাঙ্ক। যদি আরও আগে রহস্যটা ফাঁস করতাম, তা হলে হয়তো এত দুর্দশা পোহাতে হতো না তোমাকে। এই সোনা দিয়ে পুরো শহরের ভাগ্য বদলে ফেলা যেত। ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যেত গরম্যানকে।'

'এখনও দেরি হয়ে যায়নি, বন্ধু,' ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরলেন রোজেনবার্গ। 'যা করেছ, তার জন্য কোনও অভিযোগ নেই আমার।'

ঘটাং ঘটাং শব্দ হলো, হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে মেঝেটা কাটতে শুরু করেছে পার্সি। খানিক পরে থেমে গেল আওয়াজ। নীরবতা নেমে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

'আছে? আছে সোনা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন রোজেনবার্গ।

কয়েক সেকেণ্ড পর টেণ্ডারের ভিতর থেকে মাথা তুলল কাইল। মুখে অনাবিল হাসি। ধীরে ধীরে তুলে আনল ডান হাত। মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছে সোনার একটা বার। মিউজিয়ামের ছায়ার ভিতরেও চকচক করছে ওটা।

'নীচে আরও আছে,' বলল ও।

হুল্লোড় করে উঠল অয়ন, জিমি, রিয়া আর মিরা। বড়রাও হাসছে ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

আঠারো

ছ'সপ্তাহ পরের কথা।

হুইসেল বাজাতে বাজাতে স্টার্লিঙের রেলস্টেশনে এসে থামল *সেকুইয়া*। দূর-দূরান্ত থেকে আসা দলে দলে ট্যুরিস্ট আর স্কুলের বাচ্চারা ট্রেনের অপেক্ষায় তখন দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনটাকে দেখতে পেয়েই উল্লাস প্রকাশ করল তারা। ক্যামেরায় ছবি তুলতে শুরু করল।

ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে অয়ন, জিমি আর রিয়া। মি. রোজেনবার্গের আমন্ত্রণে আবারও হ্যারোভিলে যাচ্ছে ওরা। ট্রেনটা থামতেই লোকোমোটিভের জানালায় উঁকি দিল দুটো পরিচিত মুখ—পার্সি আর জেরেমি। হাত নাড়ল ওদের উদ্দেশে। অয়নরাও হাত নাড়ল। তারপর ভিড়ের পিছু পিছু এগোল ট্রেনে চড়ার জন্য।

প্ল্যাটফর্মে আরও দু'জন কণ্ডাকটরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে কাইল। টিকেট দেখে ট্রেনে ওঠাচ্ছে যাত্রীদেরকে। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল গোয়েন্দারা।

'অয়ন! জিমি! রিয়া!' ওদেরকে দেখে উল্লাস প্রকাশ করল কাইল। গতবারের ঠিক বিপরীত। 'কেমন আছ তোমরা?'

'ভাল, কাইল,' বলল অয়ন। 'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল, খুব ভাল। যাচ্ছ তো শহরে... নিজেরাই দেখতে পাবে। কিন্তু এখন কথা বলার সময় নেই। ট্রেনে ওঠো।'

পিছনের কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ল গোয়েন্দারা। একটু পরেই হুইসেল বাজিয়ে চলতে শুরু করল সেকুইয়া। মিনিটদশেক কেটে গেলে দেখা পাওয়া গেল কাইলের।

'টিকেট, প্লিজ!' ভারিক্কি গলায় বলল সে।

পকেট থেকে টিকেট বের করে ওর হাতে দিল জিমি। পাঞ্চারের সাহায্যে ওগুলোর কোনা ফুটো করল কাইল, ফিরিয়ে দিল এরপর। পরের সিটের যাত্রীদের দিকে এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডাক দিয়ে রিয়া ফেরাল ওকে।

'আরে, যাচ্ছ কোথায়? একটু কথা বলে যাও।'

হাসল কাইল। 'হাতে সময় কম কি না... এখন তো আর ট্রেন খালি থাকে না কখনও। সব যাত্রীর টিকেট চেক করতে হবে।'

'অন্তত কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও! আমরা চলে আসার পর কী ঘটল, তা জানার জন্য অস্থির হয়ে আছি।'

'নিশ্চয়ই। বলো কী জানতে চাও।'

'এড ব্রিগেমের খবর কী?'

'ব্রিগেম এখন জেলে,' বলল কাইল। 'হ্যারোভিলের অপরাধগুলোর বিচার তো চলছেই, স্যান ফ্রান্সিসকোতেও বিভিন্ন মামলায় পুলিশ খুঁজছিল ওকে। সহজে ছাড়া পাবে বলে মনে হয় না।'

'গরম্যান?'

'জামিনে ছাড়া পেয়েছে, তবে শহরবাসী একাট্টা হয়ে মামলা ঠুকেছে তার বিরুদ্ধে—অগ্নিকাণ্ড, চুরি-ডাকাতি আর ভাঙচুরের কারণে। যদি হেরে যায়, ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর টাকা দিতে হবে। এত টাকা নাকি নেই তার, উকিলের মাধ্যমে মীমাংসায় আসতে চাইছে আমাদের সঙ্গে—সবার জমিজমা ফিরিয়ে দেবে, ক্ষতিপূরণ যেন না দাবি করে কেউ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, হ্যারোভিলে ওর দিন শেষ।'

'উচিত শিক্ষা হয়েছে,' জিমি বলল। 'আর তোমাদের মিউজিয়ামের কী অবস্থা?'

'এক দফা রিনোভেশন করা হয়েছে, গেলে চিনতেই পারবে না। নতুন নতুন অনেক আইটেম কিনেছেন মি. রোজেনবার্গ, আরও কেনার প্রক্রিয়া চলছে। ওগুলো এসে গেলে নতুন একটা উইং-ই খুলতে হবে বোধহয়। তা ছাড়া সিটি ট্যুরের জন্য নতুন একটা ট্র্যাকও বসানো হয়েছে ইতোমধ্যে। প্রচুর কাজ... হ্যারোভিলের সবাই সাহায্য করছে আমাদেরকে। কেউ বেকার বসে নেই।'

'চমৎকার!' বলল অয়ন। 'আর টানেল? ওটা কি বন্ধ করে দিয়েছ?'

'না, না। অমন একটা ঐতিহাসিক জায়গা বন্ধ করে দেয়া যায় নাকি? তার বদলে ইঞ্জিনিয়ার এনে টানেলের মেরামত করা হয়েছে। অনেকগুলো বিম আর কলাম বসিয়েছে ওরা—আর কখনও ধসে পড়বে না চায়নিজ টানেল। এখন ওটা ট্যুরিস্টদের জন্য দর্শনীয় স্থান।'

'চাপা পড়া ট্রেনটা?'

'আহ্ হা, সবকিছু এখনই জেনে নিলে চলবে কী করে?' কপট রাগ দেখাল কাইল। 'নিজ চোখে দেখার জন্যও নাহয় কিছু বাকি থাকুক।' মুচকি হেসে উল্টো ঘুরল ও।

'কাইল, দাঁড়াও,' বলে উঠল জিমি। 'আমাদের কিন্তু আইসক্রিম পাওনা হয়ে আছে। গতবার তো চেয়েও খেতে পারিনি।'

'সরি, আইসক্রিম খেতে চাইলে ডাইনিং কারে যেতে হবে,' কাইল জানাল। 'রেস্টুরেন্টটা এখন সম্পূর্ণ চালু। আমি পুরোদস্তুর কণ্ডাক্টর... স্টুয়ার্ডের ডিউটি করার সময় নেই।'

চলে গেল ছেলেটা।

সিট ছেড়ে উঠে পড়ল গোয়েন্দারা। চলে গেল ডাইনিং

কারে। আইসক্রিমের অর্ডার দিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসল। খেতে খেতে নজর রাখল বাইরে—উৎসুক হয়ে আছে, কখন দেখতে পাবে সেই ভুতুড়ে টানেল।

যথাসময়ে ব্ল্যাক মাউন্টেইনে পৌঁছুল ট্রেন। ঢুকে পড়ল টানেলে। তার আগেই পুরো ট্রেনজুড়ে জ্বেলে দেয়া হয়েছে পুরনো আমলের তেলের বাতি। কাঁপা কাঁপা আলোয় ভুতুড়ে সেই আবহ আবার যেন ফিরে এল। ছ'সপ্তাহ আগের স্মৃতি মনে করিয়ে দিল গোয়েন্দাদেরকে।

হঠাৎ ভেসে এল ব্রেক চাপার আওয়াজ। গতি কমতে শুরু করল ট্রেনের। বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অয়ন, জিমি আর রিয়া। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ওরা।

পুরনো চায়নিজ টানেলের জাংশানে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল সেকুইয়া। জানালা দিয়ে ভৌতিক টানেলের হাঁ হয়ে থাকা মুখ দেখতে পেল গোয়েন্দারা। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল। এ-অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো কাইল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'জলদি এসো!'

'ক্... কোথায়?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল জিমি।

'আরে, এসোই না!'

বন্ধুদেরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে আনল কাইল। আশপাশে চোখ বোলাল অয়ন। অনেক যাত্রীই নেমে পড়েছে হাতে ক্যামেরা নিয়ে। যারা নামেনি, তারাও উঁকি-ঝুঁকি মারছে জানালার কাঁচ সরিয়ে।

সাইড টানেলের ছায়া থেকে একটু পরেই বেরিয়ে এলেন পরিচিত একজন মানুষ। ফ্র্যাঙ্ক রোজেনবার্গ—মিউজিয়াম ডিরেক্টর। হাসলেন বাচ্চাদের দিকে চেয়ে।

'হাই!' অভিবাদন জানালেন তিনি। 'ওয়েলকাম টু চায়নিজ টানেল!'

'হ্যালো, আঙ্কেল!' পাল্টা অভিবাদন জানাল রিয়া। 'এটাও

কি ট্যুরের অংশ?'

'অনেকটা তা-ই বলতে পারো,' রোজেনবার্গ বললেন। 'স্পেশাল ট্যুর... তোমাদের জন্য। এসো, একটা জিনিস দেখাচ্ছি।'

'ওই টানেল আমরা দেখেছি আঙ্কেল,' নার্ভাস গলায় বলল জিমি। 'আরেকবার দেখার শখ নেই।'

'কথা দিতে পারি, ভিতরে ঢুকলে মত পাল্টাবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাঁর পিছু নিল গোয়েন্দারা। কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল আলোর আভা—অনেকগুলো ফ্লাডলাইট বসানো হয়েছে টানেলের ভিতরে। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, টানেলটা হঠাৎ শেষ হয়ে যায়নি... চলে গেছে বহুদূর।

'আরে!' বলে উঠল রিয়া। 'আপনারা পুরনো টানেলটা রি-ওপেন করেছেন? কীভাবে? ওটা না পাথরচাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'কষ্ট হয়েছে, তবে উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট থাকলে সবই সম্ভব। আর... টাকার তো অভাব নেই আমাদের।'

রোজেনবার্গ না, জবাবটা দিলেন ডা. লি। সামনের বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। হাসলেন গোয়েন্দাদের দিকে চেয়ে। 'কেমন আছ তোমরা?'

বাচ্চারাও হাসল। কুশল বিনিময় করল তাঁর সঙ্গে।

'খোঁড়াখুঁড়ির সময় ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মত পেয়েছি আমরা,' বললেন মি. রোজেনবার্গ। 'ওখানেই নিজের খোঁড়াখুঁড়ির সরঞ্জাম রাখত ব্রিগেম। আর ছিল একটা ফগ মেশিন—কুয়াশা তৈরি করার জন্য... সেইসঙ্গে লাউডহেইলার—গোঙানির আওয়াজ করার জন্য। ব্যানার বানানোর ক্যানভাস, দড়ি, পেইন্ট আর রঙতুলিও পেয়েছি আমরা।'

'ওগুলোই দেখাতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

'উঁহুঁ।'

একশো মিটারের মত এগোল ওরা, তারপর থেমে গেল। ঠিক সামনেই কালচে একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে পথজুড়ে। চোখ পিটপিট করল বাচ্চারা, তারপরেই বুঝল জিনিসটা কী। ট্রেন... রেজিনাল্ড হ্যারোর প্রাইভেট ট্রেন! ভারী মাটি-পাথরের চাপে ভগ্নপ্রায় দশা। লোকোমোটিভের ট্যাঙ্ক পুরোপুরি তুবড়ে গেছে, পাইপগুলো পোকা-মাকড়ের পায়ের মত ঝুলছে চারদিকে। চিমনিগুলো গায়েব, ড্রাইভারের ক্যাবটা যেন পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে কোনও দৈত্য। আস্ত আছে শুধু চাকাগুলো। দেখে মনে হলো, রেইলের উপর দিয়ে গড়িয়ে বের করে নেয়া যাবে জিনিসটাকে।

'তোমাদের সাহায্য না পেলে কোনোদিনই এ-সব সম্ভব হতো না,' নীরবতা ভেঙে বললেন রোজেনবার্গ। 'ট্রেনটা তো উদ্ধার হতোই না, মিউজিয়ামটাও বন্ধ হয়ে যেত, ধ্বংস হয়ে যেত হ্যারোভিল। শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। অনেক ভেবেচিন্তে তাই আমরা ঠিক করেছি, রেজিনাল্ড হ্যারোর এই ট্রেন আমরা তোমাদেরকে উপহার দেব—মেরামত করে অবশ্যই। কী বলো তোমরা?'

চুপ হয়ে গেল অয়ন, জিমি আর রিয়া। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। এত বড় একটা উপহার পাবে, কল্পনা করেনি।

'কী?' বন্ধুদের দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'নিতে চাও ট্রেনটা?'

'ট্রেন দিয়ে আমরা কী করব?' বলল রিয়া। 'চালাব কোথায়? রাখবই বা কোথায়?'

'ঠিকই বলেছে ও,' জিমি একমত হলো।

মিউজিয়াম ডিরেক্টরের দিকে ফিরল অয়ন। 'তা হলে এর একটাই সমাধান হতে পারে, আঙ্কেল। ট্রেনটা আমরা আবার দান করে দিতে চাই হ্যারোভিল মিউজিয়ামে। এখানকার

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটা, এখানেই থাকা উচিত। একটা বুদ্ধি দিতে পারি... টানেলেই রেখে দেন না কেন ট্রেনটাকে? ব্রিগেমের ফগ মেশিনটা তো আছে... কুয়াশার ভিতর থেকে যদি হুইসেল বাজিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হয় ওটা, সবার পিলে চমকে যাবে। ভুতুড়ে ট্রেনের একটা শো হতে পারে এখানে। মিউজিয়ামের আকর্ষণ বাড়বে তাতে, কোনও সন্দেহ নেই।'

হাসি ফুটল মি. রোজেনবার্গের ঠোঁটে। 'বেশ, তা-ই করব আমরা।'

***